দুনিয়ার সেরা দশটি রহস্যে ভরা রোমাঞ্চে ঠাসা

কমিক্স অমনিবাস

সম্পাদনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র

কমিক অমনিবাস

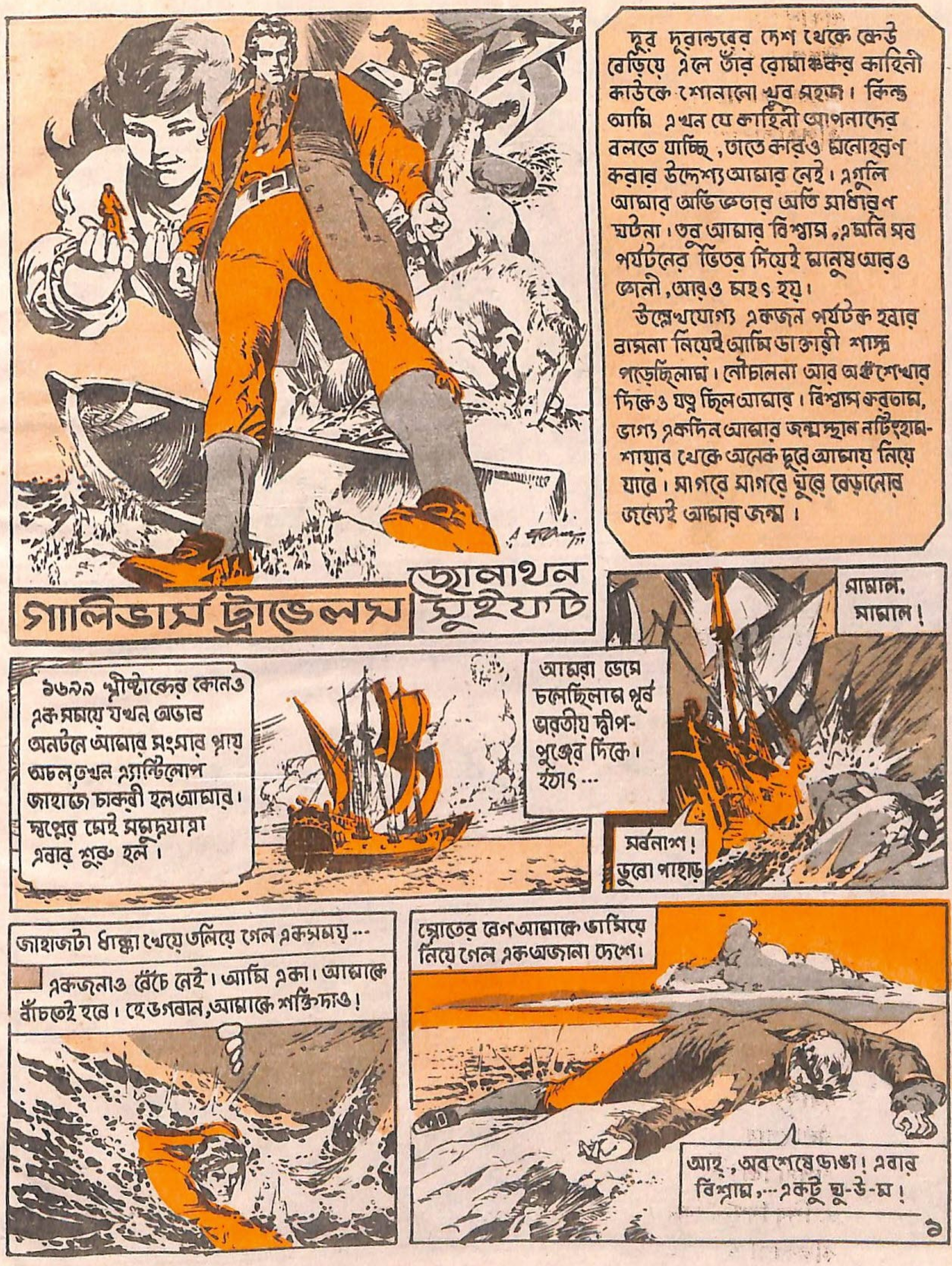
প্রেমেন্দ্র মিত্র

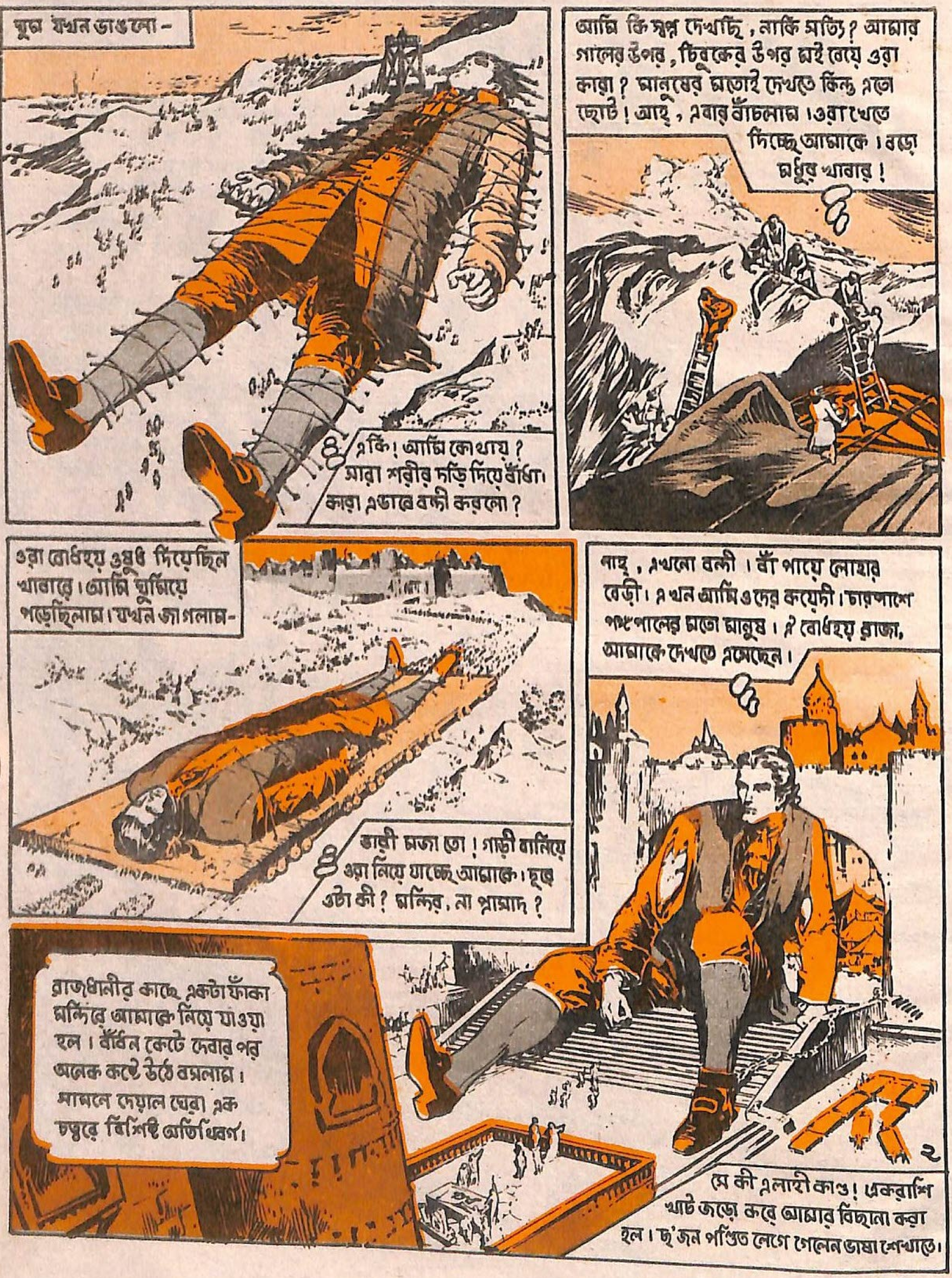
শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীদুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ পচিশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬


দূর দূরান্তরের দেশ থেকে কেউ বেড়িয়ে এলে তাঁর রোমাঞ্চকর কাহিনী কাউকে শোনানো খুব সহজ। কিন্তু আমি এখন যে কাহিনী আপনাদের বলতে যাচ্ছি, তাতে কারও মনোহরণ করার উদ্দেশ্য আমার নেই। এগুলি আমার অভিজ্ঞতার অতি সাধারণ ঘটনা। তবু আমার বিশ্বাস, এমনি সব পর্যটনের ভিতর দিয়েই মানুষ আরও জ্ঞানী, আরও মহৎ হয়।
উল্লেখযোগ্য একজন পর্যটক হবার বাসনা নিয়েই আমি ডাক্তারী শাস্ত্র পড়েছিলাম। নৌচালনা আর অঙ্ক শেখার দিকেও যত্ন ছিল আমার। বিশ্বাস করতাম, ভাগ্য একদিন আমার জন্মস্থান নটিংহামশায়ার থেকে অনেক দূরে আমায় নিয়ে যাবে। সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়ানোর জন্যেই আমার জন্ম।
গালিভার্স ট্রাভেলস
জোনাথন সুইফ্‌ট
সামাল, সামাল!
১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দের কোনও এক সময়ে যখন অভাব অনটনে আমার সংসার প্রায় অচল, তখন এ্যান্টিলোপ জাহাজে চাকরী হল আমার। স্বপ্নের সেই সমুদ্রযাত্রা এবার শুরু হল।
আমরা ভেসে চলেছিলাম পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। হঠাৎ ...
সর্বনাশ! ডুবো পাহাড়
জাহাজটা ধাক্কা খেয়ে তলিয়ে গেল একসময় ...
একজনও বেঁচে নেই। আমি একা। আমাকে বাঁচতেই হবে। হে ভগবান, আমাকে শক্তি দাও!
স্রোতের বেগ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক অজানা দেশে।
আহ্‌, অবশেষে ডাঙা! এবার বিশ্রাম, ... একটু ঘু-উ-ম!

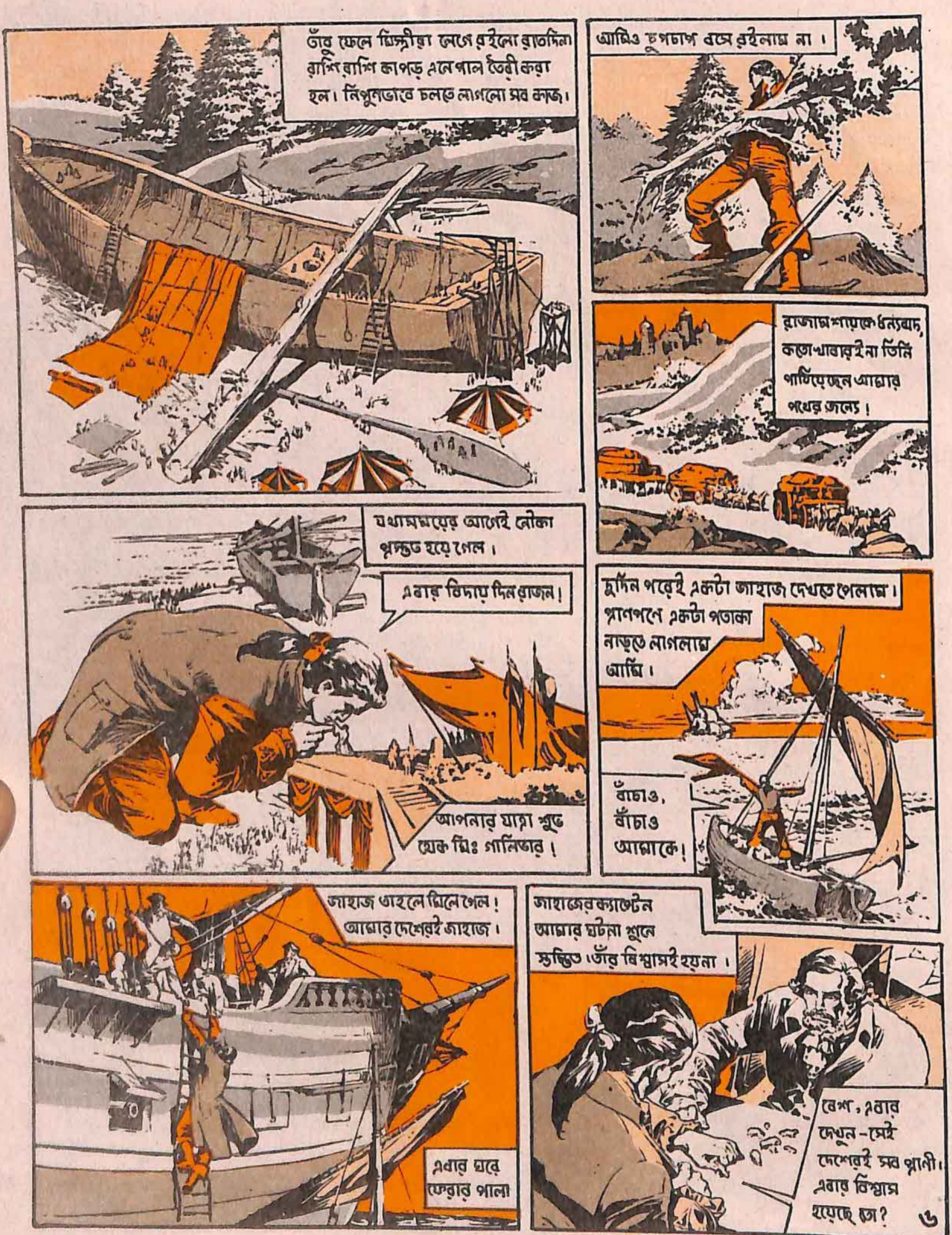

ঘুম যখন ভাঙলো –
এ কি! আমি কোথায়? সারা শরীর দড়ি দিয়ে বাঁধা। কারা এভাবে বন্দী করলো?
আমি কি স্বপ্ন দেখছি, নাকি সত্যি? আমার গালের উপর, চিবুকের উপর মই বেয়ে ওরা কারা? মানুষের মতোই দেখতে কিন্তু এতো ছোট! আহ্, এবার বাঁচলাম। ওরা খেতে দিচ্ছে আমাকে। বড়ো মধুর খাবার!
ওরা বোধহয় ওষুধ দিয়েছিল খাবারে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম –
ভারী মজা তো! গাড়ী বানিয়ে ওরা নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। দূরে ওটা কী? মন্দির, না প্রাসাদ?
নাহ্, এখনো বন্দী। বাঁ পায়ে লোহার বেড়ী। এখন আমি ওদের কয়েদী। চারপাশে পঙ্গপালের মতো মানুষ। ঐ বোধহয় রাজা, আমাকে দেখতে এসেছেন।
রাজধানীর কাছে একটা ফাঁকা মন্দিরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। বাঁধন কেটে দেবার পর অনেক কষ্টে উঠে বসলাম। সামনে দেয়াল ঘেরা এক চত্বরে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ।
সে কী এলাহী কাণ্ড! একরাশি খাট জড়ো করে আমার বিছানা করা হল। ছ'জন পণ্ডিত লেগে গেলেন ভাষা শেখাতে।

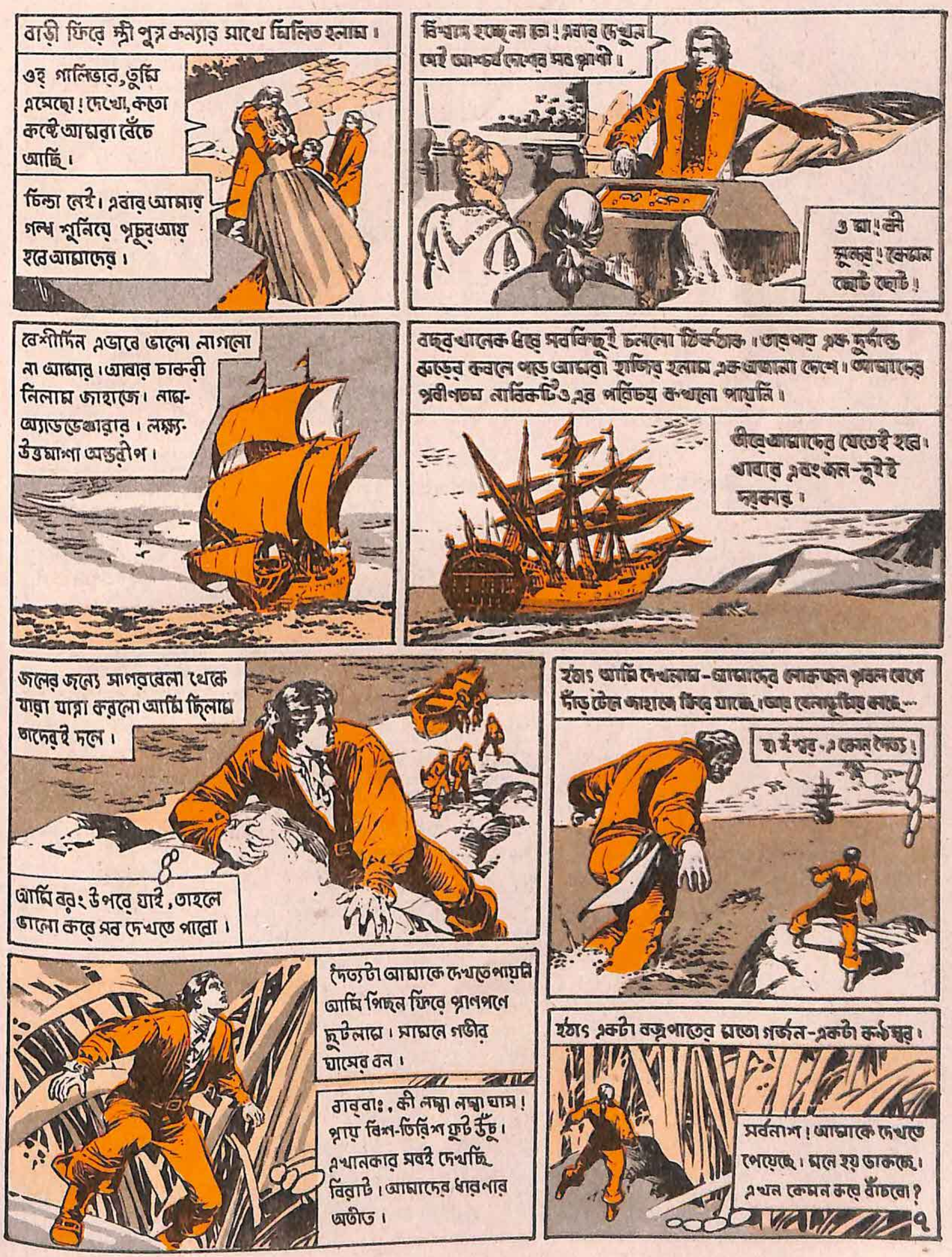

ক্রমে আমি জানলাম—দেশটার নাম লিলিপুট। একটা আশ্চর্য সুন্দর দেশ। ভাষা শিখে নেবার পর একদিন রাজ দরবারে ডাক পড়লো আমার।
অভিবাদন গ্রহণ করুন রাজন!
বাঃ, এই তো চাই! ওহে মুক্ত করে দাও গালিভারকে।
দেশটা দেখাবার ব্যবস্থা করলেন রাজা। রাস্তা থেকে লোকজন সরিয়ে ফেলা হল। আমি স্বাধীনভাবে হাঁটছিলাম।
এই লিলিপুটের রাজধানী, মিলডেনডো। কী সুন্দর!
কাতারে কাতারে মানুষ আমাকে দেখছে।
সত্যি আমি ভাগ্যবান! এমন সুন্দর দেশ, এমন অপূর্ব বাড়ীঘর, কখনো দেখিনি!
দিনে দিনে ওদের জীবনধারার সঙ্গে আমি পরিচিত হলাম। যে জগতে আমার জন্ম সেখানকার মানুষদের তুলনায় কতো সহজ, কতো সরল লিলিপুটের মানুষ। ওদের কাছে রূপকথার এক নায়কের মতোই আমার সম্মান।
আশ্চর্য এদের রীতি-নীতি!
ডিম ভাঙার নিয়ম এই সরু দিক থেকে। এটাই যথার্থ।
না হে, ওটা ঠিক নয়, মোটা দিকটা দিয়েই ভাঙা উচিত।
দেশের আইনে কিন্তু সরু দিকে ভাঙার নির্দেশ ছিল। কাজেই মোটা দিকে ভাঙবার পক্ষপাতী যারা ছিল তারা লিলিপুট ছেড়ে পাশের দ্বীপ ব্লেফুশকুতে চলে গেল। সেখানকার রাজা ওদের দলে পেয়ে খুশী হলেন। কারণ ভিতরে ভিতরে তিনি লিলিপুট দখল করবার মতলব আঁটছিলেন।


ওই ওদের নৌবহর আসছে! এক একটাকে ধরবো আর কাগজের নৌকার মতো ছুঁড়ে ফেলবো। তারপর দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!
কিছুই আর করতে হল না। শত্রুপক্ষের সেনারা সব আমাকে দেখেই ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে।
আমি বিজয়ীর মতো ফিরে এলাম।
সুস্বাগতম হে বীর গালিভার! আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন
সেনাপতি ঈর্ষান্বিত মনে হচ্ছে!
ব্লেফুশকু থেকে নেতারা শিগগিরই এলেন। তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন লিলিপুটের রাজার।
হে রাজন, আমাদের অপরাধ নেবেন না। আমরা চিরকাল আপনার অনুগত হয়েই থাকবো।
আমরা একসঙ্গেই পানাহার করছিলাম। ওঁরা তখন প্রস্তাব করলেন একটা।
হে মহান বীর, আমাদের দেশবাসী আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চায়। দয়া করে আসবেন?
নিশ্চয়, আপনাদের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম।
ফিরে আসার পর এক সভাসদ বন্ধু চতুর্দোলায় এসে জানিয়ে গেলেন এক ভয়ঙ্কর খবর।
সেনাপতির অভিযোগে আমার বিচার হয়ে গেছে...
মিঃ গালিভার ব্লেফুশকুর শুভাকাঙ্খী, অতএব আমাদের শত্রু। তাঁর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।
৪



খবর পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম।
এই সুন্দর দেশ আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু তারপর? আমার নিজের দেশ··· কেমন করে সেখানে পৌঁছবো?
এখানে আমার পক্ষ নিয়ে কে লড়বে?
অবশেষে আবার ব্লেফুশকুতেই ফিরে গেলাম।
দেখা যাক, এখান থেকে যদি সাহায্য পাই!
হে রাজন, লিলিপুট ত্যাগ করে আমি আপনার রাজ্যে এসেছি। দয়া করে আশ্রয় দিন আমাকে।
আসুন, আসুন মিঃ গালিভার। আপনি ফিরে আসায় আমরা গৌরবান্বিত।
দিনকয়েক পরে আমি আবিষ্কার করলাম···
বাঃ, একটা নৌকা। বোধহয় আমাদের জাহাজ থেকেই এখানে ভেসে এসেছে।
অনেকটাই জখম হয়েছে, দেখছি। তবে মেরামত করলে ভেসে পড়া হয়তো যায়। দেখি, রাজামশায় যদি সাহায্য করেন।
মাসখানেক হয়তো লাগবে। তা লাগুক। এ ছাড়া আর দেশে ফিরে যাবার কোন উপায় তো হতে পারে না!
রাজার আদেশে বহু মিস্ত্রী এসে পড়লো আমাকে সাহায্য করতে। যেন একটা মেলা বসে গেল নৌকাটার চারপাশে।


তাঁবু ফেলে মিস্ত্রীরা লেগে রইলো রাতদিন। রাশি রাশি কাপড় এনে পাল তৈরী করা হল। নিপুনভাবে চলতে লাগলো সব কাজ।
আমিও চুপচাপ বসে রইলাম না।
রাজামশায়কে ধন্যবাদ, কতো খাবারই না তিনি পাঠিয়েছেন আমার পথের জন্যে।
যথাসময়ের আগেই নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল।
এবার বিদায় দিন রাজন!
আপনার যাত্রা শুভ হোক মিঃ গালিভার।
দুদিন পরেই একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। প্রাণপণে একটা পতাকা নাড়তে লাগলাম আমি।
বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে!
জাহাজ তাহলে মিলে গেল! আমার দেশেরই জাহাজ।
এবার ঘরে ফেরার পালা
জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার ঘটনা শুনে স্তম্ভিত। তাঁর বিশ্বাসই হয়না।
বেশ, এবার দেখুন - সেই দেশেরই সব প্রাণী। এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?


বাড়ী ফিরে স্ত্রী পুত্র কন্যার সাথে মিলিত হলাম।
ওহ্ গালিভার, তুমি এসেছো! দেখো, কতো কষ্টে আমরা বেঁচে আছি।
চিন্তা নেই। এবার আমার গল্প শুনিয়ে প্রচুর আয় হবে আমাদের।
বিশ্বাস হচ্ছে না তো! এবার দেখুন সেই আশ্চর্য দেশের সব প্রাণী।
ও মা! কী সুন্দর! কেমন ছোট ছোট!
বেশীদিন এভাবে ভালো লাগলো না আমার। আবার চাকরী নিলাম জাহাজে। নাম- অ্যাডভেঞ্চারার। লক্ষ্য- উত্তমাশা অন্তরীপ।
বছরখানেক ধরে সবকিছুই চললো ঠিকঠাক। তারপর এক দুর্দান্ত ঝড়ের কবলে পড়ে আমরা হাজির হলাম এক অজানা দেশে। আমাদের প্রবীণতম নাবিকটিও এর পরিচয় কখনো পায়নি।
তীরে আমাদের যেতেই হবে। খাবার এবং জল-দুই-ই দরকার।
জলের জন্যে সাগরবেলা থেকে যারা যাত্রা করলো আমি ছিলাম তাদেরই দলে।
আমি বরং উপরে যাই, তাহলে ভালো করে সব দেখতে পাবো।
হঠাৎ আমি দেখলাম-আমাদের লোকজন প্রবল বেগে দাঁড় টেনে জাহাজে ফিরে যাচ্ছে। আর কেনোদুমির কাছে—
হা ঈশ্বর-এ কোন্ দৈত্য!
দৈত্যটা আমাকে দেখতে পায়নি আমি পিছন ফিরে প্রাণপণে ছুটলাম। সামনে গভীর ঘাসের বন।
বাব্বাঃ, কী লম্বা লম্বা ঘাস! প্রায় বিশ-তিরিশ ফুট উঁচু। এখানকার সবই দেখছি বিরাট। আমাদের ধারণার অতীত।
হঠাৎ একটা বজ্রপাতের মতো গর্জন-একটা কণ্ঠস্বর।
সর্বনাশ! আমাকে দেখতে পেয়েছে। মনে হয় ডাকছে। এখন কেমন করে বাঁচবো?

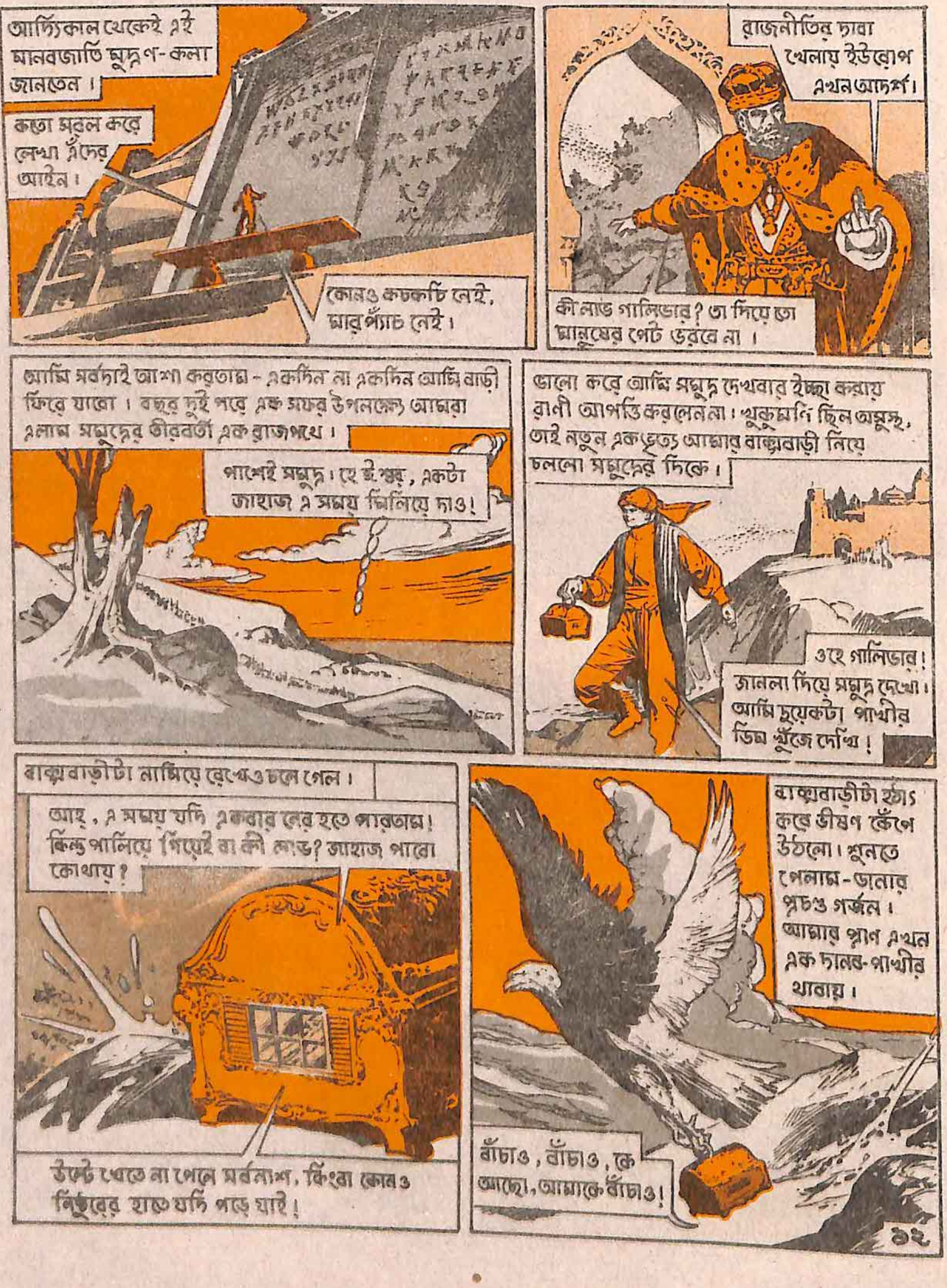

চাষী লোকটি হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। কী করি?
কী বিশাল ওর চেহারা! আমার কাছে যেমন লিলিপুটের মানুষের আয়তন, ওর কাছে আমিও ঠিক তাই।
চাষী লোকটি অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। তারপর দু' আঙুলে আমাকে তুলে নিল চোখের সামনে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি।
উঃ, মরে গেলাম! দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।
রুমালের মধ্যে আমায় বেঁধে নিয়ে চাষী বাড়ীর পথ ধরলো।
ওগো এসো এসো, দেখে যাও কী তাজ্জব একটা উপহার আমি নিয়ে এসেছি খোকাখুকুর জন্যে।
খোকা আমায় হাতে নিয়েই চেপে ধরলো।
উঃ, বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে, ছেড়ে দাও এখুনি।
খোকার হাতের চাপে তো আমি মারাই যেতাম যদি না খুকু আমায় বাঁচাতো।
খোকন সোনা, সাঁতার কাটো, আমি তোমার পোষাক বানাই।
খুকু ওর পুতুলের দলে স্থান দিল আমাকে। দিনে দিনে ওদের ভাষাও আমাকে শেখালো। মনের আনন্দে ও গল্প করতো আমার কাছে। মনে করতো বয়সে আমি খুব ছোট, তাই এমন দেখতে।
একদিন এলেন এক বুড়ো চাষী। কী কুতকুতে চোখ। আমি তো হেসেই ফেললাম।
কিপটে বুড়ো, গাঁয়ের খুড়ো!
বটে, মস্করা হচ্ছে! দেখাচ্ছি মজা।



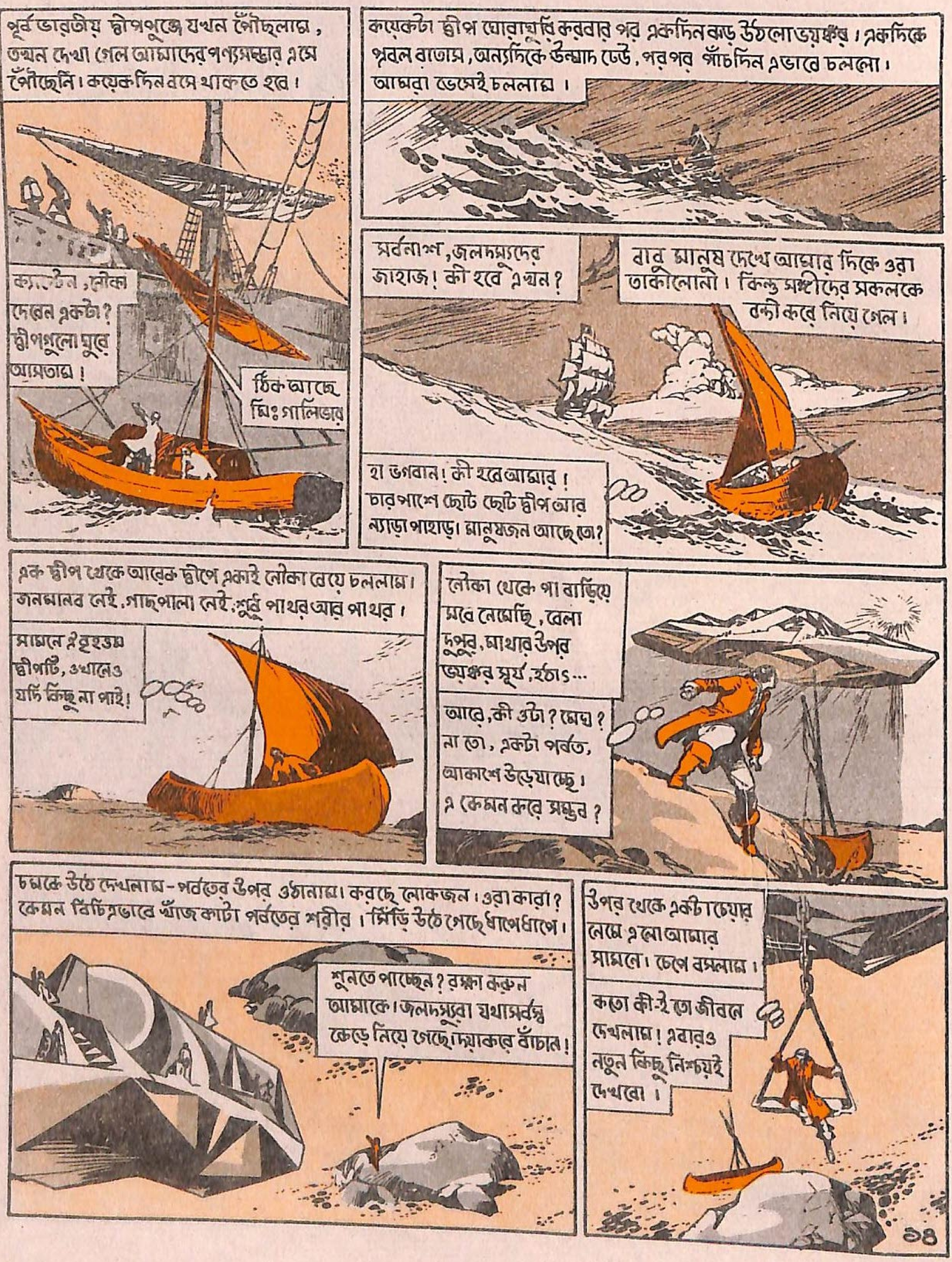
বুড়ো আমার মনিবকে কাছে ডাকলেন।
ওহে, শোনো। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। তোমার কপাল ফিরে যাবে। মস্তো বড়লোক হয়ে যাবে তুমি।
তারপর ফিস ফিস করে কী সব কথা হল দুজনে। আমি জানতেও পারলাম না। অবশ্য জানলেও কিছু করার ছিল না আমার।
পরের হাটবার খুকু আমাকে নিয়ে বাজারে চললো ওর বাবার সঙ্গে।
আমরা কোথায় যাচ্ছি খুকুমণি?
বাজারে। সেখানে কতো নতুন নতুন জিনিস দেখবে তুমি।
বাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একজন ঘোষক নিযুক্ত করলেন আমার মনিব।
জোর খবর, জোর খবর!
সবুজ ঈগল সরাইখানার সামনে। হাতের চেটোর সমান মানুষ, তার আজব খেলা!
চারপাশের লোকজন এবং বাড়ীঘর দেখে আমি স্তম্ভিত। খেলা দেখানোর পর খুকুর আবদারে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম আমি।
মাননীয়
মানুষ। পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে আমার মতো কোটি কোটি মানুষ বসবাস করে।
শেখানো বুলি।
হয় নাকি!
ধাপ্পা!
প্রচুর টাকা পেলেন আমার মনিব। গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে তিনি এবার এগিয়ে চললেন দেশের রাজধানীর দিকে।
খুকুমণি, বড়ো ঝাঁকুনি লাগছে আমার।
একটু সহ্য করো গালিভার। রাজধানী আর বেশী দূর নয়।
আঃ, প্রচুর টাকা! আরো অনেক টাকা আমি পাবো একবার রাজার কাছে যদি পৌঁছতে পারি!
আর পারছিনা মনিব, বড্ড কষ্ট!
মনিব আমার কথা কানেই নিলেন না।


একদিন এক দূত এলো রাণীর চিঠি নিয়ে।
রাণীর কাছ থেকে আমি আসছি। উনি আপনার খুদে মানুষটিকে দেখতে চান।
রাণীর আমন্ত্রণ! কী সৌভাগ্য আমার! আমি যাবো দূত।
মহীয়সী রাণী আমাকে দেখে মোহিত হলেন।
আহারে, বড়ো কষ্ট তোমার! ঘোরাঘুরির ধকল তোমার সইছে না গালিভার। তুমি রাজসভায় থাকবে?
সে তো আমার দুর্লভ সৌভাগ্য!
ওহে, এই নাও থলিভর্তি সোনা, তোমার ঐ খুদে মানুষটির দাম। রাণী দিয়েছেন।
ঠিক আছে ভাই। সুখে থাকুক গালিভার।
খুকুমণিকে আমার দেখাশোনার জন্যে রেখে দিলেন রাণী। ওরই হাতের তালুতে চড়ে আমি রাজদরবারে ঢুকলাম।
এসো এসো গালিভার, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।
অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাজ। আমি আপনার ক্ষুদ্রতম প্রজা।
বাহ, তুমি তো দেখছি যথার্থই একজন মানুষ, সুসভ্য এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু কী আশ্চর্য রকমের ছোট।
অসম্ভব, এটা ব্যতিক্রম।
প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এমন কোন মানুষ জন্মাতেই পারে না।
এটা একটা আকস্মিক সৃষ্টি, ঈশ্বরের খেয়াল।
আমার জন্মরহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তিনজন পণ্ডিতকে নিয়োগ করলেন রাজা। তাঁদের মতামত শুনে মনে হল আমি হাসতে হাসতে ফেটে যাবো।
আহ, কী আরাম! রাণীকে সত্যিই ধন্যবাদ, এমন চমৎকার একটা বাক্সবাড়ী আমার জন্যে গড়িয়ে দিয়েছেন।
দিন কেটে চললো আনন্দে।


রাণীর কী মায়া আমার জন্যে। আমাকে ছাড়া তিনি খান না, কিন্তু খাওয়া দেখলেই অবাক।
অতো কম খেলে কি চলে? কম খাও, তাই এমন ছোটই থেকে গেলে।
রাজা মাঝে মাঝে ইউরোপের কাহিনী শোনেন আমার কাছে।
কতো বড় বড় দেশ, কতো রাজা, রাণী, প্রবল পরাক্রান্ত সরকার। আছে বিশাল আয়তন শহর, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী, নিত্য নতুন আবিষ্কার --
বলো কী হে, তোমার মতো ছোট ছোট পোকার দল, তারা দেশ শাসন করে,
বাড়ী বানায়, শহর গড়ে, জাহাজ চালায়? হা হা হা--
আমি কিন্তু হাসতে পারতাম না। রাণী যখন হাতের তালুতে তুলে নিতেন আমাকে--
হে ভগবান, এমন ছোট করে
কেন গড়লে আমাকে? মানুষ বলে কেউ মানতেই চায় না!
এটা রাণীর পিয়ানো, অথচ আমার কাছে একটা সেতুর মতো বিশাল।
রাণীর পাশে তাঁর বামনকে দেখে একদিন হেসে ফেললাম আমি।
হো হো, কী বেঁটে হে তুমি! যেন একটা বুড়ো আঙুল।
ভারী যে বড় মানুষ হে! দেখি তো এই ক্রীমের বাটিতে কেমন সাঁতার কাটতে পারো!
রাণী আমাকে বাঁচালেন। তবু হাবুডুবু যেটুকু খেয়েছিলাম, তাতেই বিছানা নিতে হল।
একদিন ছোট্ট একটা পাখী এসে আমার রুটি ছিনিয়ে নিয়ে পালালো।
আর একদিন-
শিলাবৃষ্টির সময়
আত্মরক্ষা করতে হল একটা ফুলের নিচে দাঁড়িয়ে।


আদ্যিকাল থেকেই এই মানবজাতি মুদ্রণ-কলা জানতেন।
কতো সরল করে লেখা এঁদের আইন।
কোনও কচকচি নেই, মারপ্যাঁচ নেই।
রাজনীতির দাবা খেলায় ইউরোপ এখন আদর্শ।
কী লাভ গালিভার? তা দিয়ে তো মানুষের পেট ভরবে না।
আমি সর্বদাই আশা করতাম - একদিন না একদিন আমি বাড়ী ফিরে যাবো। বছর দুই পরে এক সফর উপলক্ষ্যে আমরা এলাম সমুদ্রের তীরবর্তী এক রাজপথে।
পাশেই সমুদ্র। হে ঈশ্বর, একটা জাহাজ এ সময় মিলিয়ে দাও!
ভালো করে আমি সমুদ্র দেখবার ইচ্ছা করায় রাণী আপত্তি করলেন না। খুকুমণি ছিল অসুস্থ, তাই নতুন এক ভৃত্য আমার বাক্সবাড়ী নিয়ে চললো সমুদ্রের দিকে।
ওহে গালিভার! জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখো। আমি দুয়েকটা পাখীর ডিম খুঁজে দেখি!
বাক্সবাড়ীটা নামিয়ে রেখেও চলে গেল।
আহ্, এ সময় যদি একবার বের হতে পারতাম! কিন্তু পালিয়ে গিয়েই বা কী লাভ? জাহাজ পাবো কোথায়?
উল্টে যেতে না পেলে সর্বনাশ, কিংবা কোনও নিষ্ঠুরের হাতে যদি পড়ে যাই!
বাক্সবাড়ীটা হঠাৎ করে ভীষণ কেঁপে উঠলো। শুনতে পেলাম - ডানার প্রচণ্ড গর্জন। আমার প্রাণ এখন এক দানব-পাখীর থাবায়।
বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছো, আমাকে বাঁচাও!

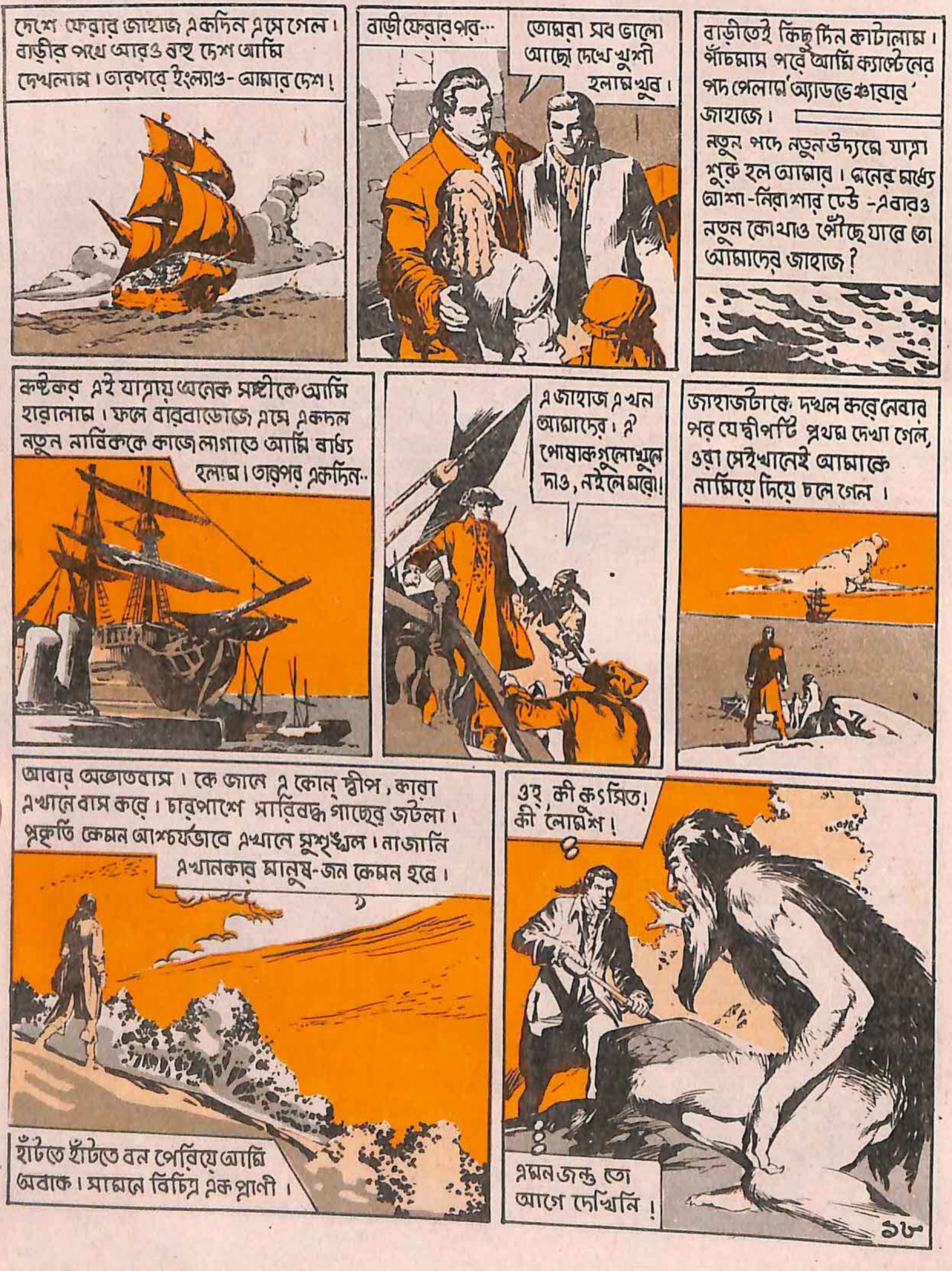

পাখীটার পা ফসকে হঠাৎ খসে পড়লো বাক্সটা। আমি আছড়ে পড়লাম সমুদ্রের জলে। জ্ঞান হতে দেখলাম-বাক্সটা ভাসছে, আর মাথার ঢাকাটা নেই।
বিছানার চাদর দিয়ে একটা পতাকা বানিয়ে আমি নাড়তে লাগলাম। মনে নতুন আশা।
ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, তারপর কখন যেন একটা জাহাজ আমাকে উদ্ধার করলো। দেখলাম- ছোট ছোট মানুষ।
আপনারা কি পিগমী?
বলেন কী! আপনি তাহলে কে?
দানবের দেশে বাস করে এই অতিদ্রম!
ভিতরে অনেক জিনিষ আছে আমার। সব তুলে আনো।
ক্যাপ্টেনকে আমি উপহার দিলাম একটি দাঁত আর রানীর আংটি।
আশ্চর্য! এমন দেশও আছে?
ক্যাপ্টেন আমাকে বিশ্বাস করলেন।
এই আমার ডায়েরী।
ধন্যবাদ, পড়ে দেখবো, আর পৌঁছে দেবো আপনাকে।
বাড়ী এসে পৌঁছলাম। কী নিচু ছাদ! হাত বাড়ালেই ধরা যাবে মনে হল।
মেয়ে আশীর্বাদ চাইছিল। ওকে দেখতেই পেলাম না।
আমার স্ত্রীকে তো আমি প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলাম!
হা ভগবান! কী হয়েছে তোমার? দেখতেই পাচ্ছো না আমাকে?
ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেলাম খুব।
দেশে ফেরার খবর পেয়ে হোপ ওয়েল জাহাজের ক্যাপ্টেন এলেন দেখা করতে। চাকরী হয়ে গেল। এবার শুরু হল আমার তৃতীয় অভিযান।


পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যখন পৌঁছলাম, তখন দেখা গেল আমাদের পণ্যসম্ভার এসে পৌঁছেনি। কয়েক দিন বসে থাকতে হবে।
ক্যাপ্টেন, নৌকা দেবেন একটা? দ্বীপগুলো ঘুরে আসতাম!
ঠিক আছে মিঃ গালিভার
কয়েকটা দ্বীপ ঘোরাঘুরি করবার পর একদিন ঝড় উঠলো ভয়ঙ্কর। একদিকে প্রবল বাতাস, অন্যদিকে উন্মাদ ঢেউ, পর পর পাঁচদিন এভাবে চললো। আমরা ভেসেই চললাম।
সর্বনাশ, জলদস্যুদের জাহাজ! কী হবে এখন?
বাবু মানুষ দেখে আমার দিকে ওরা তাকালোনা। কিন্তু সঙ্গীদের সকলকে বন্দী করে নিয়ে গেল।
হা ভগবান! কী হবে আমার! চারপাশে ছোট ছোট দ্বীপ আর ন্যাড়া পাহাড়। মানুষজন আছে তো?
এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে একাই নৌকা বেয়ে চললাম। জনমানব নেই, গাছপালা নেই; শুধু পাথর আর পাথর।
সামনে এ বৃহত্তম দ্বীপটি, ওখানেও যদি কিছু না পাই!
নৌকা থেকে পা বাড়িয়ে সবে নেমেছি, বেলা দুপুর, মাথার উপর ভয়ঙ্কর সূর্য, হঠাৎ...
আরে, কী ওটা? মেঘ? না তো, একটা পর্বত, আকাশে উড়ে যাচ্ছে। এ কেমন করে সম্ভব?
চমকে উঠে দেখলাম—পর্বতের উপর ওঠানামা করছে লোকজন। ওরা কারা? কেমন বিচিত্রভাবে খাঁজ কাটা পর্বতের শরীর। সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে।
শুনতে পাচ্ছেন? রক্ষা করুন আমাকে। জলদস্যুরা যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেছে। দয়া করে বাঁচান!
উপর থেকে একটা চেয়ার নেমে এলো আমার সামনে। চেপে বসলাম।
কতো কী-ই তো জীবনে দেখলাম! এবারও নতুন কিছু নিশ্চয়ই দেখবো।


এক আশ্চর্য শ্রেণীর মানুষ আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।
সকলেই গভীর চিন্তায় মগ্ন। এঁরা কি তারার দেশের মানুষ?
উড্ডীয়মান দ্বীপটির একেবারে মাথার উপর আমি পৌঁছে গেলাম।
আশ্চর্য, আমার দিকে কারো দৃষ্টিই নেই! আমি এখন একা।
তবু উপরে আমাকে যেতেই হবে, কারণ ঐ খানেই রাজা বসে আছেন।
ঐ বোধহয় রাজা, গভীর চিন্তায় মগ্ন। কী ভাবছেন উনি? আমাকে উনি মিত্রভাবে নেবেন তো?
অবশেষে রাজা তাকালেন। মনে হল যেন জেগে উঠলেন। ভৃত্যকে দু-চার কথা বললেন। সে আমায় নিয়ে গেল একটা চমৎকার কক্ষে।
চমৎকার আসন, অপূর্ব খাবার! সঙ্গীরাও কী সুন্দর!
কয়েকদিনের মধ্যেই উঁদের ভাষা আমি শিখে গেলাম।
এবার আমার পোষাক বানানোর পালা, কেমন বিচিত্র এঁদের মাপ নেবার পদ্ধতি!
কী এক আজব পোষাক যে আমি পেলাম! মনে হল-আমিও যেন একতারার দেশের মানুষ। আহ, কী অপূর্ব এঁদের সঙ্গীত! একদিন যখন এই দ্বীপটা আকাশে ভেসে যাচ্ছিল, সেদিনও এমনি শুনেছিলাম।


কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি বৈজ্ঞানিকদের গুহাকক্ষের দিকে আগালাম।
রাজ্যটির রাজধানী লিগ্যাডোর দিকে দ্বীপটিকে চালিত করা হচ্ছে। মহাবিজ্ঞানীজন হাতে একটা শক্তিশিলায় চাপ দিচ্ছেন, বাঁ হাতে একটা গোলক নিয়ন্ত্রণ করছে দ্বীপের গতি।
রাজা একদিন মাটিতে আমাকে পাঠালেন লর্ড মুনোডির দেশ দেখবার জন্যে।
সারা পথ বেয়ে দেখে এলাম শুধু দারিদ্র আর হাহাকার। এখানে দেখছি ঐশ্বর্যের অফুরান দম্ভ।
প্রক্ষেপক আকাদেমীর নির্দেশ মতো সব নির্মাণ করা হচ্ছে। চলুন, আকাদেমীটা আপনাকে দেখাই।
এলাহী কাণ্ড ! যেন ছোটখাটো একটা শহর।
প্রক্ষেপক আকাদেমী
সারা দেশে দারিদ্র, অথচ গবেষণার জন্যে কী অপব্যয় !
এখানে আমি শত শত বিজ্ঞানীকে দেখলাম। বিচিত্র তাঁদের ধ্যান-ধারণা।
শশা থেকে সূর্যরশ্মি আহরণ করা হচ্ছে, মেঘলা দিনে তা ব্যবহার করার জন্যে।
শূকরদের বাগান তৈরী করার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।
মাকড়সাদের কাপড় বোনা শেখানো হচ্ছে।
আগে ছাদ তৈরী করে বাড়ীর নিচের অংশ পরে নির্মাণ করার উপায় শেখানো হচ্ছে।
কোন ধারণাই অবশ্য পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। ইতিমধ্যে বাড়ীগুলি ধ্বসে পড়েছে, মাঠগুলি অনাবৃত হয়ে গেছে। জনসাধারণ তাদের খাবার আর পোষাক পাচ্ছেনা, তবু গবেষণার বিরাম নেই। মনে হল নতুন কিছু আর জানবার নেই। তাই বাড়ী ফেরার জন্যে যাত্রা শুরু করলাম।


ভাড়া করা এই খচ্চরটা বন্দরে পৌঁছে দিতে পারবে।
সর্বনাশ! ইংলণ্ডে ফিরে যাবার জাহাজ পেতে এখনো একমাস দেরীআছে। কী করা যায় এতোদিন?
চিন্তার কী আছে? সামনের দ্বীপ যেটা দেখা যাচ্ছে ওখানে ঘুরে আসুন। ওটা যাদুকরের দ্বীপ। মজা পাবেন গেলে।
দ্বীপের মাঝখানে বিরাট বাড়ীটায় আমি পৌঁছলাম।
কাজ পাবো একটা?
না মশায়, এখানে কাজ করে যারা অশরীরী। মাইনে লাগেনা।
কেন জানিনা, মুখ্য যাদুকর আমাকে ডাকলেন। তুড়ি দিতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সব।
আসুন, আসুন। জীবিত কোন মানুষ বহুদিন দেখিনি। যতোদিন খুশী থাকুন, যা চাইবেন, পাবেন।
মুখ্য যাদুকরের অনুগ্রহে আমিও সুযোগ পেলাম অশরীরীদের ডেকে আনার। অনেক কিছু এভাবে শেখা হল আমার। বুঝতে পারলাম- ইতিহাসের বইগুলো শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যার ভাণ্ডার। বিখ্যাত সব ঐতিহাসিক ঘটনার আসল কারণ আমি জানতে পারলাম।
সবশেষে ডাকলাম এক ইংরেজ চাষীকে।
আহ, কী সহজ, কী সরল ছিল এদের জীবন!
১৭


দেশে ফেরার জাহাজ একদিন এসে গেল। বাড়ীর পথে আরও বহু দেশ আমি দেখলাম। তারপরে ইংল্যাণ্ড- আমার দেশ!
বাড়ী ফেরার পর···
তোমরা সব ভালো আছো দেখে খুশী হলাম খুব।
বাড়ীতেই কিছু দিন কাটালাম। পাঁচমাস পরে আমি ক্যাপ্টেনের পদ পেলাম 'অ্যাডভেঞ্চারার' জাহাজে।
নতুন পদে নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু হল আমার। মনের মধ্যে আশা-নিরাশার ঢেউ -এবারও নতুন কোথাও পৌঁছে যাবে তো আমাদের জাহাজ?
কষ্টকর এই যাত্রায় অনেক সঙ্গীকে আমি হারালাম। ফলে বারবাডোজে এসে একদল নতুন নাবিককে কাজে লাগাতে আমি বাধ্য হলাম। তারপর একদিন··
এ জাহাজ এখন আমাদের। ঐ পোষাকগুলো খুলে দাও, নইলে মরো!
জাহাজটাকে দখল করে নেবার পর যে দ্বীপটি প্রথম দেখা গেল, ওরা সেইখানেই আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।
আবার অজ্ঞাতবাস। কে জানে এ কোন্ দ্বীপ, কারা এখানে বাস করে। চারপাশে সারিবদ্ধ গাছের জটলা। প্রকৃতি কেমন আশ্চর্যভাবে এখানে সুশৃঙ্খল। নাজানি এখানকার মানুষ-জন কেমন হবে।
হাঁটতে হাঁটতে বন পেরিয়ে আমি অবাক। সামনে বিচিত্র এক প্রাণী।
ওহ্, কী কুৎসিত! কী লোমশ!
এমন জন্তু তো আগে দেখিনি!


দৈত্যটি আমার কাছে আসতেই ভয়ে আমার তলোয়ারের বাঁট দিয়ে ওকে আঘাত করলাম।
ও এতো জোরে আর্তনাদ করে উঠলো যে পাশের জমি থেকে একটা বিরাট জনতা সেখানে ছুটে এলো। আমি তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়ালাম।
হঠাৎ কিছু যেন ওরা দেখতে পেয়ে ভয়ে পালালো।
আরে, খানিক দূরে একটা ঘোড়া মনে হচ্ছে। এতো ভয় ওদের ঘোড়াকে!
বাহ্, ঘোড়াটা কি পা তুলে আমাকে অভ্যর্থনা করছে নাকি? ডাক শুনে মনে হচ্ছে-কিছু বলছে।
কিছুক্ষণের মধ্যে আর একটি ঘোড়া এসে পড়লো পাশাপাশি। ওরা দুটিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করলো বারকয়েক।
কী যেন বলছে মনে হচ্ছে, কিন্তু কী? মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে এরা বেশ বিজ্ঞ। পশুরাই যদি এখানে এমন হয় তাহলে মানুষ যারা আছে, তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে বিজ্ঞতম।
ভাষা বুঝতে পারছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে- ওদের চোখগুলো যেন কথা বলছে আমাকে।
দ্বিতীয় ঘোড়াটি বিরাট একটা বাড়ীতে আমাকে নিয়ে এলো। কয়েকবার ডাকলো। মনে হল - চারপাশ থেকে উত্তরও এলো।
কী আশ্চর্য! ঘোড়ারা এখানে মুক্ত, স্বাধীন ভাবে বসবাস করছে। পোষাক এরা পরে না, তবু মনে হচ্ছে এরা যথেষ্ট সভ্য।
আর একটি ঘোড়া বাইরে এসে আমাকে দেখলো। কথাবার্তার মধ্যে ওরা বার কয়েক বললো-ইয়াহু। আমি প্রতিধ্বনি করে বললাম - ইয়াহু! ওরা মুগ্ধ হল। মনে হল কথাটা আমি শিখে নিয়েছি দেখে ওরা খুশী।


ওরা একটা খাঁচার কাছে আমাকে নিয়ে গেল। এখানে সেই লোমশ প্রাণীদের তিনটিকে আমি দেখলাম।
সর্বনাশ! এরা তো মানুষ! তবে বন্য, গায়ে কাপড় নেই। এরা বন্দী, ঘোড়াদের দাস।
আমার গায়ের রঙ ফর্সা, তার উপর পোষাক দিয়ে ঢাকা। তাই এতো খাতির।
আমাকেও যদি কখনো একজন ইয়াহু বলে চিনতে পারে, তবে অবস্থা যে কী হবে, ভাবতেও ভয় লাগছে এখন।
কয়েক ধরনের মূল এনে ওরা খেতে দিল আমাকে। আমি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন একজন ইয়াহু খানিকটা মাংস নিয়ে এলো।
ইস্, কী দুর্গন্ধ! একদম পচা।
আমি ওটা না নিতে ওটা খেয়ে ফেললো ইয়াহুটা। দূরে একটা গরু দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম এবার।
চিন্তা নেই, ওর দুধ পেলেই আমার চলবে।
কথাটা ওরা বুঝলো। বিরাট একটা থালায় অনেকখানি দুধ এনে একটি ঘোড়া আমাকে খেতে বললো তখুনি।
আহ্, ক্ষুধা খানিক মিটলো! দেখা যাক আর কী এখানে পাওয়া যায়।
ওহ্, কী দেখছি! ঘোড়া এখানে আরোহী, ইয়াহুরা ওদের বাহন।
ঘোড়াটি বোধহয় এখানকার প্রধান। চারপাশ থেকে ওর অভ্যর্থনার কী বহর!
মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমাকে জই, দুধ, আগুন, জল – এসবের প্রতি শব্দগুলি শেখানো হল। ওরা দুঃখ করলো আমার উপযোগী কোন খাদ্য নেই বলে।
চিন্তার কিছু নেই, জই দিয়ে কিছু রুটি তৈরী করে গরম দুধ দিয়ে সুন্দর খাওয়া যাবে।
প্রতিদিন তা-ই করতাম। সুখের কথা যে একটা দিনের জন্যেও আমি বুঝতে পারিনি – শরীর খারাপ কাকে বলে।



এখন আমার একমাত্র কাজ – এদের ভাষা শেখা। কতো যত্নেই না এরা প্রতিদিন আমাকে শেখাচ্ছে!
আহ্ – কী আরাম! ঘরটা বেশ ভালোই করে দিয়েছে। ইয়াহুদের থেকে দূরে – কতো শান্ত আর নিরিবিলি!
ভাষা শেখার পর ইউরোপের গল্প শুনতেন আমার প্রভু। আমার প্রতি যে ব্যবহার নাবিকেরা করেছিল তা শুনে উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।
বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান - দুর্বলের উপর প্রবলের প্রভুত্ব করবার অন্তহীন অধিকার, সে কথাটা উনি বুঝতেই পারলেন না। একজনের জিনিষ জোর করে আরেকজন কেড়ে নিতে পারে, এটা ওঁদের ধারণার অতীত।
পতাকা কি কোটের রঙ কী হবে তাই নিয়ে দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ - এটাও ওঁদের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।
অনেক শব্দেরই প্রতিশব্দ ওঁদের ভাষায় ছিল না। তবু সাধ্যমত আমি চেষ্টা করতাম বোঝাবার।
আদালতের কার্যকলাপ শুনে ব্যথিত হলেন প্রভু। টাকা খেয়ে একজনের বিরুদ্ধে আর একজন মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে, সত্য চাপা পড়ে যাবে কথার মারপ্যাঁচে, তাহলে ভাষা নিয়ে কী লাভ?
অবশেষে আমার স্বদেশে ঘোড়ার ভূমিকার কথা উনি জানতে চাইলেন।
ঘোড়াই এখন মানুষের প্রধান বাহন। কখনো গাড়ী টানে, কখনো সরাসরি ঘোড়ার পিঠে চড়েই মানুষ যাতায়াত করে।
না, না, আর বোলো না গালিভার, এ কী অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়!

২৫. ৭. ২০১০


এসব কথা না বলাই হয়তো উচিত ছিল আমার। কিন্তু আশ্রয়দাতাদের মহত্ব আমাকে শিখিয়েছে-মানুষকে এক অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে। বাস্তবিকই এক বছর পরে আমি স্থির করলাম -দেশে আর কখনো ফিরবো না ।
ইয়াহুদের মানবিক প্রকৃতি আরো ভালোভাবে আমি বুঝবার চেষ্টা করতাম। ঘোড়াদের পাশাপাশি থেকে আমার মহৎ হবার ইচ্ছাও ছিল।
ইয়াহুরা ছিল অসভ্য কিন্তু নিষ্পাপ। এক ধরণের উজ্জ্বল পাথর সম্পর্কে ওদের আগ্রহ দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম।
দিনের পর দিন হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে ওগুলি বের করতো ওরা ।
তারপর বুকে জড়িয়ে খুব সাবধানে নিয়ে পালাতো যাতে আর কেউ তাকে দেখতে না পায়।
মহামূল্যবান কোনও রত্নের মতোই সে লুকিয়ে রাখতো ঐ পাথর।
তরুণ ইয়াহুদের কেউ কেউ হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো। দেখে কষ্ট হোতো আমার।
ঘোড়াদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। দূরতম স্থান থেকে কোনও বিদেশী এলেও তার অভ্যর্থনা হোতো ঠিক পাশের সঙ্গীটির মতো। যেন সে বাইরের কেউ নয়।
সে যেখানে যেতো, মনে করতো - সেটা তার নিজের বাড়ী।
আমার প্রভু তাঁর প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদের ঠিক নিজের ছেলেমেয়ের মতোই দেখতেন। রাগ, অহংকার, ঔদ্ধত্য, ঘৃণা, অবহেলা - এসব ছিল তাঁর জ্ঞানের অগোচর।


আহ্‌ , বড়ো শান্তি পেলাম এখানে ! আর কখনোই এখান থেকে যাবো না । এখানে আমার শরীর নষ্ট করার জন্যে কোনও ডাক্তার নেই, ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার জন্যে কোনও উকিল নেই, আমার কথা কিংবা কাজের দিকে চোখ পাকাতে কোনও প্রতিবেশী নেই।
মানুষের সমাজ, মানুষের সভ্যতা সম্বন্ধে গভীর মোহ দিনে দিনে দূর হয়ে গেল ।
আমি আমার প্রভুর ভাষণ শুনতে খুব ভালোবাসতাম । খ্যাতিমান পণ্ডিতদের বক্তৃতা শুনেও এতো আনন্দ আগে পাইনি
আমি বিকেল কাটাতাম মনিবের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে । এঁরা বিশ্বাস করতেন - পরস্পর মিলিত হয়ে খানিক চুপচাপ থাকলে আলোচনা আরও পরিণত, আরও মধুর হয় । দিনে দিনে আমিও তাই শিখলাম ।
বিবেক এবং ভালোবাসার দ্বারা চালিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ঘোড়াদের রীতিনীতি ছিল অতুলনীয় । প্রতি চতুর্থ বর্ষে বসন্তকালের প্রথম দিনটিতে একটা সম্মেলন যেতো ওদের । সারা দেশ থেকে ওদের স্বজাতিরা সবাই যোগ দিত এই মহাসম্মেলনে ।
এখানে ওরা আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের সমস্যার সমাধান করতো । কারও কিছু অভাব ঘটে থাকলে যার বেশী থাকতো সে পূরণ করে দিতো তার প্রয়োজন ।


দিনগুলো বেশ কাটছিল। হঠাৎ একদিন সকালে আমার প্রভু এলেন আমার দরজায়।
কিছু মনে কোরো না গালিভার। বলতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। সবাই বলছে-তুমি আমাদের স্বজাতির কেউ নও, তাই তোমার এভাবে থাকাটা উচিত নয় এখানে। তুমি বরং নিজের দেশে ফিরে যাও।
খুবই খারাপ লাগলো আমার, কিন্তু উপায় কী? অতএব একটা ডিঙি বানাতে হল।
বিদায় দিন প্রভু, আপনাদের কথা আজীবন মনে থাকবে আমার।
এসো গালিভার।
অবশেষে আবার সমুদ্রে। সামান্য একটা ডিঙি নৌকায় ভেসে পড়ার পর-আমি ভেবেছিলাম—এযাত্রা একদিন শেষ হয়ে যাবে সমুদ্রের অতলে। সঙ্গে সামান্য মাত্র খাবার, ডিঙিটা যদি না-ও ডোবে, তবু অনাহারেই আমি শেষ হয়ে যাবো একসময়। দেশে ফেরা আর হবেনা। দিনকয়েক পার হয়ে যাবার পরই কিন্তু জাহাজ একটা পেয়ে গেলাম।
দয়া করে তুলে নিন আমাকে!
বাড়ী পর্যন্তই আমাকে পৌঁছে দিলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু কী ভীষণ অস্বস্তি। মনে হল—এরাও তো এক একজন ইয়াহু।
মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগলো আমার। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।
আর আমি কোথাও যাবো না। তাই শেষবারের মতো ছুটি চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে। ফিরে যাচ্ছি আমার চিরাচরিত সংসারে। আমি জানি না, উপদেশ দিয়ে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে আমি উন্নত-মনা করে তুলতে পারবো কিনা। যদি পারি, তবে জীবন আমার ধন্য।
আর যদি না পারি, তবে আমার যে দুটি ঘোড়া এ বাড়ীতে রয়েছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমি বসে থাকবো ঘন্টার পর ঘন্টা। জীবনের বাকী দিনগুলি এভাবেই কাটিয়ে দেবো।
বর্ণযোজনা
শেষ



১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স। ধনী পরিবারের লোকেরা এ সময় যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই মেতে থাকতেন। রাজার সঙ্গে রেষারেষি চলছিল মন্ত্রীর। সকলেই জানতেন- রাজার সঙ্গে রাণীর মতের মিল নেই আর। চারপাশে তখন চক্রান্ত আর তলোয়ারের ঝনঝনানি। রাজার যারা দেহরক্ষী, তাদের বলা হত মাস্কেটিয়ার। দেখাদেখি মন্ত্রীও একদল দেহরক্ষী নিয়েই চলাফেরা করতেন। দুপক্ষের রক্ষীবাহিনীর মধ্যে মারামারি বেধে যেতো হামেশাই।

এমনি এক অনৈক্যের দিনে এক রূপবান যুবক চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। সময়টা হচ্ছে এপ্রিল মাস। রাজার মাস্কেটিয়ারদের একজন হবার উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে সে প্যারির পথে চলেছে। যুবকটির নাম- দারতাঁয়া ।

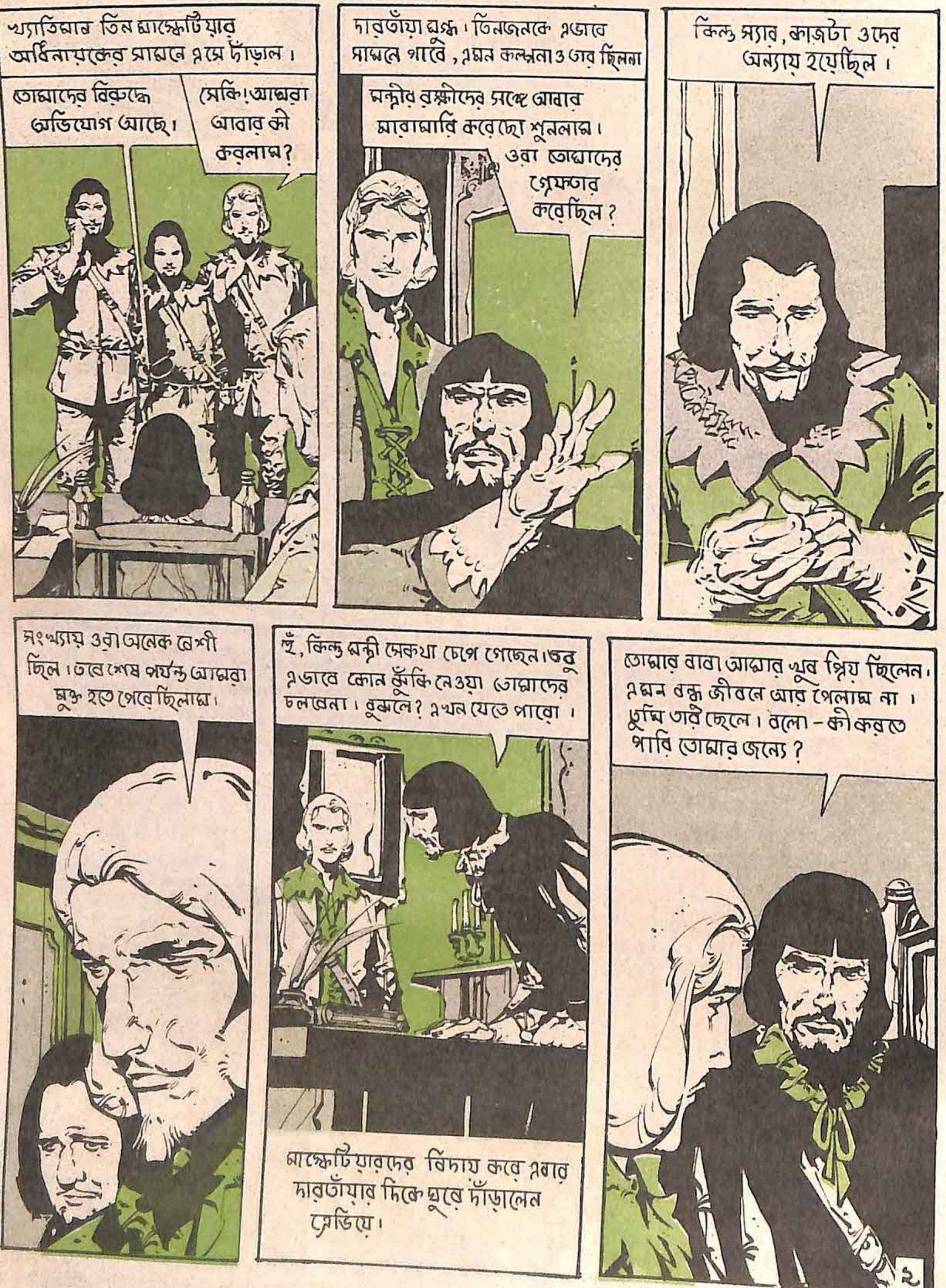
মাস্কেটিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক ত্রেভিয়ে তার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। তাই আশা তার অগাধ।

প্যারি এসে সে পৌছলো। খুঁজে নিল ত্রেভিয়ের বাড়ী। একজন পরিচারক তাকে পৌঁছে দিল অধিনায়কের দরবারে ---

বর্ণযোজনা-
গৌতম কর্মকার







খ্যাতিমান তিন মাস্কেটিয়ার অধিনায়কের সামনে এসে দাঁড়াল।
তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।
সেকি! আমরা আবার কী করলাম?
দারতাঁয়া মুগ্ধ। তিনজনকে এভাবে সামনে পাবে, এমন কল্পনাও তার ছিলনা
মন্ত্রীর রক্ষীদের সঙ্গে আবার মারামারি করেছো শুনলাম।
ওরা তোমাদের গ্রেফতার করেছিল?
কিন্তু স্যার, কাজটা ওদের অন্যায় হয়েছিল।
সংখ্যায় ওরা অনেক বেশী ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা মুক্ত হতে পেরেছিলাম।
হুঁ, কিন্তু মন্ত্রী সেকথা চেপে গেছেন। তবু এভাবে কোন ঝুঁকি নেওয়া তোমাদের চলবেনা। বুঝলে? এখন যেতে পারো।
মাস্কেটিয়ারদের বিদায় করে এবার দারতাঁয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ত্রেভিয়ে।
তোমার বাবা আমার খুব প্রিয় ছিলেন। এমন বন্ধু জীবনে আর পেলাম না। তুমি তারই ছেলে। বলো – কী করতে পারি তোমার জন্যে?


জীবনে আমার একমাত্র আকাঙ্খা, একজন মাস্কেটিয়ার হওয়া।
তারজন্যে ফৌজে দু বছর কাজ করতে হয় যোগ্যতা দেখাতে, নাহয় বীরত্বপূর্ণ কোনও মহৎ কাজ।
ঠিক আছে। রাজার সেনাদলে তোমাকে ভর্তি করে দেবো। সেখানে অনেক কিছু শিখবে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। সেনাদলের পরিচালককে একটা পত্র লিখে দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে দেখা কর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি- তোমার আকাঙ্খা যেন অচিরেই পূর্ণ হয়।
পত্র হাতে বাইরে এলো দারতাঁয়া। মনের আনন্দে যেন মাটিতে আর পা পড়তে চায়না।
ফলে পা পিছলে আথসের পিঠে···
ওহ, মাফ করবেন, আমার খুব তাড়া আছে।
মাফ করবেন বললেই যথেষ্ট হয়না হে, আর একটু বিনয়ী হওয়া উচিত।
আপনি আমাকে উপদেশ দেবার কে?
ওহ, তাই নাকি। তাহলে তলোয়ারের মুখেই ঠিক হোক। আজ দুপুরে, সন্ন্যাসীদের মঠের সামনে। বেলা ঠিক বারোটায়। সাহস আছে?
ঠিক আছে, তাহলে ঐ কথাই রইলো। ঠিক বারোটায় আমার দেখা পাবেন।
সদরে দারতাঁয়া দেখল পোর্থস একজন রক্ষীর সঙ্গে কথা বলছেন। পাশ কাটাবার সময় বাতাসের একঝটকায় পোর্থসের পোষাক তার গায়ে এসে আটকে গেল।
কী, হচ্ছে কী?
মাফ করবেন, আমার তাড়া ছিল


নোংরা বুদ্ধু! লুক্সেমবুর্গে যেন একটার সময় দেখা পাই। ডুয়েল হবে।
ভালো কথা, একটার সময়।
স্যার, মাফ করবেন, আপনার রুমাল।
না হে, ওটা আমার নয়।
আরামিস কথা বলছিল বন্ধুর সঙ্গে, সে-ও চটে গেল।
কিন্তু ওটা যে আপনার পায়ের তলাতেই ছিল।
আহ্! আবার বেয়াদবি! এর কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে।
ঠিক আছে, আমি রাজি। বেলা দুটোয়-
এইযে স্যার, এখানে।
আথসের সঙ্গে বারোটায়, আমার ১টায়!
আমার সঙ্গেও, দুটোয়!
লড়াই শুরু হল আথসের সঙ্গে।
ওহে, থামো, থামো। শিগগির!
কী! মাস্কেটিয়ারদের ডুয়েল? জানো, এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা তোমাদের গ্রেফতার করবো। মন্ত্রীর হুকুম আছে।


আমরা কি লড়বো ?
পাঁচজনের বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু মাত্র তিনজন।
না মশায়, ভুল করছেন, আমরা চারজন।
দারতাঁয়াও ঝাঁপিয়ে পড়ল তলোয়ার নিয়ে। আরম্ভ হল লড়াই।
যুদ্ধে দারতাঁয়ার অসিনৈপুণ্য প্রমাণিত হল। মন্ত্রীর রক্ষীদল রণে ভঙ্গ দিল। মনের আনন্দে তারা চারজনে চললো হাত ধরাধরি করে।
যদিও আমি কোন মাস্কেটিয়ার নই, তবু আমি তো তিন মাস্কেটিয়ারের বন্ধু !
শুরু হল দারতাঁয়ার নবজীবন। একদিন দুপুরে···
আরে, আসুন, আসুন গৃহস্বামী মশায় !
আমার স্ত্রী কঁন্স্যা রাণীর সেবিকা। তাকে অপহরণ করা হয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে।
কাউকে সন্দেহ করেন ?
নিশ্চয়, মন্ত্রীকে। রাণীর অনেক গোপন কথা কঁন্স্যা জানে। তাই বোধহয়···
ঠিক আছে, আমি দেখছি কী করা যায় !
গৃহস্বামীর বাড়ী। ভিতরে গোলমাল কেন?


ভিতরে সে দেখল – একজন সুন্দরী মহিলা তিনজন পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। দারতাঁয়া এগিয়ে গিয়ে তাদের ভাগালো।
আপনিই কি কঁন্স্টা?
হ্যাঁ, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। এরা মন্ত্রীর লোক, কোনক্রমে পালিয়ে এসেছি ওদের কবল থেকে।
এখন কী করবেন?
রাণীর কাছে যাবো। তার আগে আমার একজন সাহসী লোক দরকার যে রাণীর জন্যে একটা বিপদজনক অভিযানে যেতে পারে।
আমি রাজী আছি।
তাহলে এই বার্তা নিয়ে আপনি লণ্ডনে বাকিংহামের ডিউকের কাছে যান। রাণী যে বারোটি হীরের বোতাম তাঁকে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে আসতে হবে। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা জেদ ধরেছেন - সামনের সপ্তাহের বলনাচের আসরে বোতামগুলি রাণীকে পরতে হবে।
কঁন্স্টার হাত থেকে বার্তা নিয়ে দারতাঁয়া এলো বন্ধুদের কাছে। দীর্ঘ আলোচনার পর শেষে দারতাঁয়াই প্রস্তাব করলে -
একজন গেলে খুব সহজেই সে ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু চারজনে যদি একসঙ্গে যাই তাহলে সন্দেহ হবেনা। একজন ধরা পড়লে আর একজন, সে ধরা পড়লে অন্য একজন...
চমৎকার প্রস্তাব! এটা দারতাঁয়ার নামে!
একজনের জন্যে আমরা সকলে, সকলের জন্যে আমরা প্রত্যেকে!
আরম্ভ হল বিপজ্জনক অভিযান। চার বন্ধু প্যারি ত্যাগ করল বেলা দুটোয়। ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে তারা চলল জাহাজঘাটার দিকে। দারতাঁয়া প্রতিজ্ঞায় অটল, তাকে জিততেই হবে।


গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে চারজন। বাকী দিনটা নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। পথে কেবল তারা চারজন।
দারতাঁয়া কিন্তু আশঙ্কিত। বেদনার্ত সে রাণীর কথা চিন্তা করে। রাজা তাঁকে ভালোবাসেন না। মন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। বাকিংহামের ইংরেজ ডিউক তাঁকে ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি ফরাসী দেশের শত্রু। রাণীও রাজার প্রতি বিশ্বস্ত। তবু মন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন?
চিঠি এই ভিতর-পকেটে রয়েছে। আমি না পারলে আর একজন···
দিনের শেষে একটা সরাইখানায় তারা থামলো। আহারের জন্যে গিয়ে বসলো একটা টেবিলে। এখনো পর্যন্ত সন্দেহ কেউ করেনি।
হঠাৎ পিছনে এলো এক আগন্তুক, হাতে এক পাত্র মদ। সে ঘোষণা করলো-
এসো ভাই সবাই, এটা মন্ত্রীর নামে।
আপত্তি নেই, তবে আগে এক পাত্র রাজার নামে
ফুঃ, রাজা আবার কে? মন্ত্রীই সব।
আপনি অতিরিক্ত পান করেছেন!
আরম্ভ হল আক্রমণ। বাকী তিন বন্ধু তখুনি লাফিয়ে উঠলো ঘোড়ায়। পোর্থস ওদের মোকাবিলা করুক, সুযোগ হলে পরে আবার সঙ্গী হবে।
খানিক পরেই পথ রোধ করলো একদল সড়ক-কর্মী। দূর থেকে মনে হল-ওরা মেরামতী কাজ করছে। দারতাঁয়া হাঁকলো-
ওহে, সামনে থেকে সরে দাঁড়াও সব, আমাদের তাড়া আছে!
দারতাঁয়ার কথা কেউ শুনলোনা। খাদ আগে থেকেই তৈরী ছিল। ওরা লাফ দিয়ে খাদে নামলো। শুরু হল গুলীবর্ষণ।
আকস্মিক আক্রমণ, প্রাণপনে ঘোড়া ছোটাও
আহত হল আরামিস, তবু থামলো না।


শেষরক্ষা কিন্তু হলনা...
আমি আর পারলাম না। এখানেই রয়ে গেলাম।
ঠিক আছে, শুভকামনা রইলো।
রাতটা কাটলো আর এক সরাইখানায়। সকালে আথস গেল বিল মেটাতে।
এগুলো জাল টাকা, তোমাদের গ্রেফতার করা হবে।
তবেরে মিথ্যুক কোথাকার!
রক্ষীদল ছুটে এলো মালিকের চিৎকারে।
দারতাঁয়া, আমি ধরা পড়েছি। তুমি এগিয়ে যাও।
অবশেষে বন্দর...
আমাকে এখুনি ইংলণ্ড রওনা হতে হবে। কোন জাহাজটা যাচ্ছে?
উপায় নেই, মন্ত্রীর আদেশ তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ ইংলণ্ড যেতে পারবে না।
দারতাঁয়া হঠাৎ খোঁজ পেলো- মন্ত্রীর আদেশ-নামা একজনের আছে। সে সেটি দাবী করলো যে কোন মূল্যের বিনিময়ে। পেলেই কাজ হাসিল...
দেখুন, ওটা আমার চাই। যদি রাজী না হন, তাহলে প্রস্তুত হোন!
পর পর তিন আঘাত...
আথস, পোর্থস আর আরামিসের জন্যে
লুটিয়ে পড়ল লোকটি। এবার বন্দর অধ্যক্ষ...
আদেশনামাটি কাউন্ট দ্য ওয়ার্ডেসের নামে।


বন্দর-অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে দারতাঁয়া আদেশনামাটি দিল।
আপনিই কাউন্ট দ্য ওয়ার্ডেস? ঠিক আছে। ব্যাপার কি জানেন- মন্ত্রী একজনকে আটক করতে চান, তাই...
জানি, দারতাঁয়া নামে কে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করছে, তাকেই মন্ত্রী খুঁজছেন।
কী নাম বললেন? দারতাঁয়া? আসুক সে, সামনে এলেই তাকে গ্রেফতার করা হবে।
পাশপোর্ট হাতে নিয়ে দারতাঁয়া পৌঁছে গেল জাহাজে। তারপর লণ্ডনে- ডিউকের কাছে।
সেকি! রানীর বিপদ?
এই বার্তাটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।
ভেবেছিলাম হীরার বোতামগুলি আজীবন সঙ্গে করে রাখবো, তবে রানী নিজেই যখন ফেরৎ চেয়েছেন, তখন তাঁর অমর্যাদা করবোনা। তুমি একটু বোসো, আমি আনছি।
সর্বনাশ! দুটো বোতাম কম। এ কেমন করে সম্ভব? আশ্চর্য ব্যাপার, চাবি আমার নিজেরই সঙ্গে, অথচ...
বোতামগুলো পরে কোথাও যাননি?
একদিন মাত্র পরেছিলাম। গত সপ্তাহের বলনাচের আসরে। সেদিন কাউন্টেস দ্য উইন্টার আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন। আর কেউ তো কাছাকাছি আসেনি!
কিন্তু তিনি কেন?



তিনি মন্ত্রীর চর। যাই হোক আমি মণিকারকে দিয়ে এরকম দুটি তৈরী করিয়ে দিচ্ছি।
বোতাম নিয়ে ফিরে এলো দারতাঁয়া। পৌঁছে দিল কঁন্স্যাকে
বলনাচের আসরে রাজা এবং রাণী মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করলেন।
আমার এই হীরার বোতামগুলি বড়ো সুন্দর, তাই না মন্ত্রী?
নিশ্চয়, মহান রাণী।
পরের দিনই দারতাঁয়ার হাতে চিঠি এলো একটি। কঁন্স্যার চিঠি। দেখা করতে লিখেছেন।
আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। সেন্ট ক্লাউডের চুড়ার কাছে রাত দশটায় সময় আসবেন।
যথাসময়ে সেন্ট ক্লাউডে গেল দারতাঁয়া
গতিক সুবিধার নয় মনে হচ্ছে!
মাটির উপর ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন। কঁন্স্যার দস্তানা, ছেঁড়া এবং কাদামাখা। মন্ত্রীর চরেরা আবার অপহরণ করেছে তাঁকে।
দারতাঁয়া ত্রেভিয়ের কাছে গেল।
এখন উপায়?
দেখি, কী করা যায়!
রাণীকে বলে দেখি, তিনি নিশ্চয়ই পারবেন। তুমি কিন্তু সাবধান!
কঁন্স্যার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হল দারতাঁয়া। তার কর্তব্য শেষ। কিন্তু বন্ধুরা কেউ ফেরেনি। কে জীনে, কে এখন কী অবস্থায় রয়েছে।
বন্ধুদের সন্ধানে এবার যাত্রা শুরু হল দারতাঁয়ার।



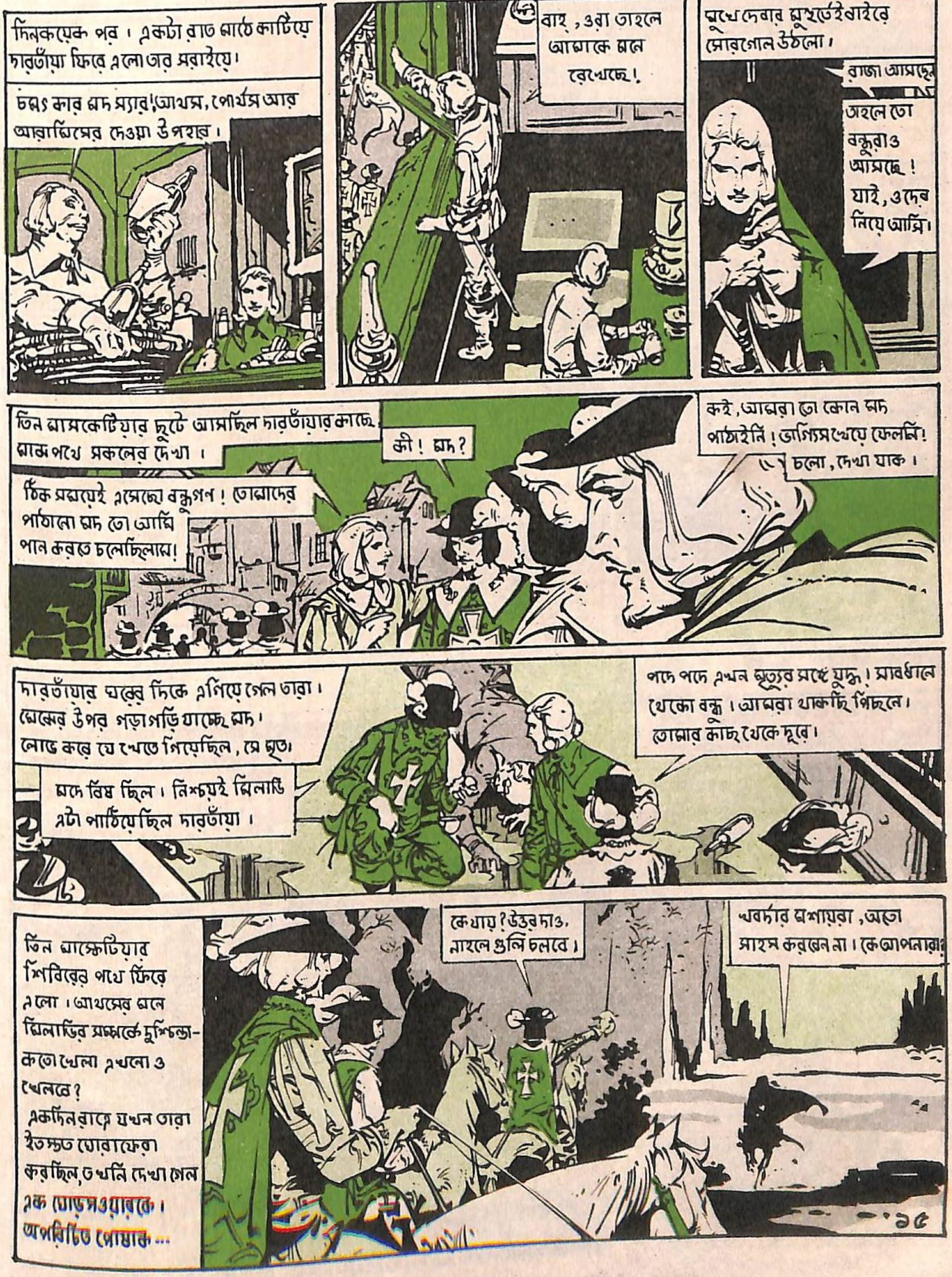
বলতে পারেন, আমার বন্ধুর কী হয়েছে ?
পোর্থস ? উঁর বুকে আঘাত লেগেছিল, এখন ভালো
না হে, বুকে নয়, পায়ে, সামান্যই…
কেন গোপন করছো বন্ধু ? ঠিক আছে, আমি এখন আরামিস আর আথসের সন্ধানে চললাম ।
আমি এখন জগৎ সংসার ভুলে গেছি, বিশেষত ভালোবাসা
ঠিক আছে, এই চিঠিটা তবে পুড়িয়ে ফেলি ।
চিঠি ? দেখি, দেখি‥আহ্-সে এখনো আমাকে ভালোবাসে। আমি কী ভাগ্যবান !
আরামিস এখনো অসুস্থ, তাই আথসের সন্ধানে এগিয়ে গেল দারতাঁয়া ।
বারো দিন আগে আমার বন্ধুকে তুমি বন্দী করেছিলে। সে কোথায় ?
আমাকে বাঁচান !
তিনি এখন ভাঁড়ারঘরে আত্মগোপন করে আছেন । আমরা মারা যেতে বসেছি স্যার !
কি হে, এতদিন খুব ভুরিভোজন হয়েছে মনে হচ্ছে ?
নিশ্চয় !

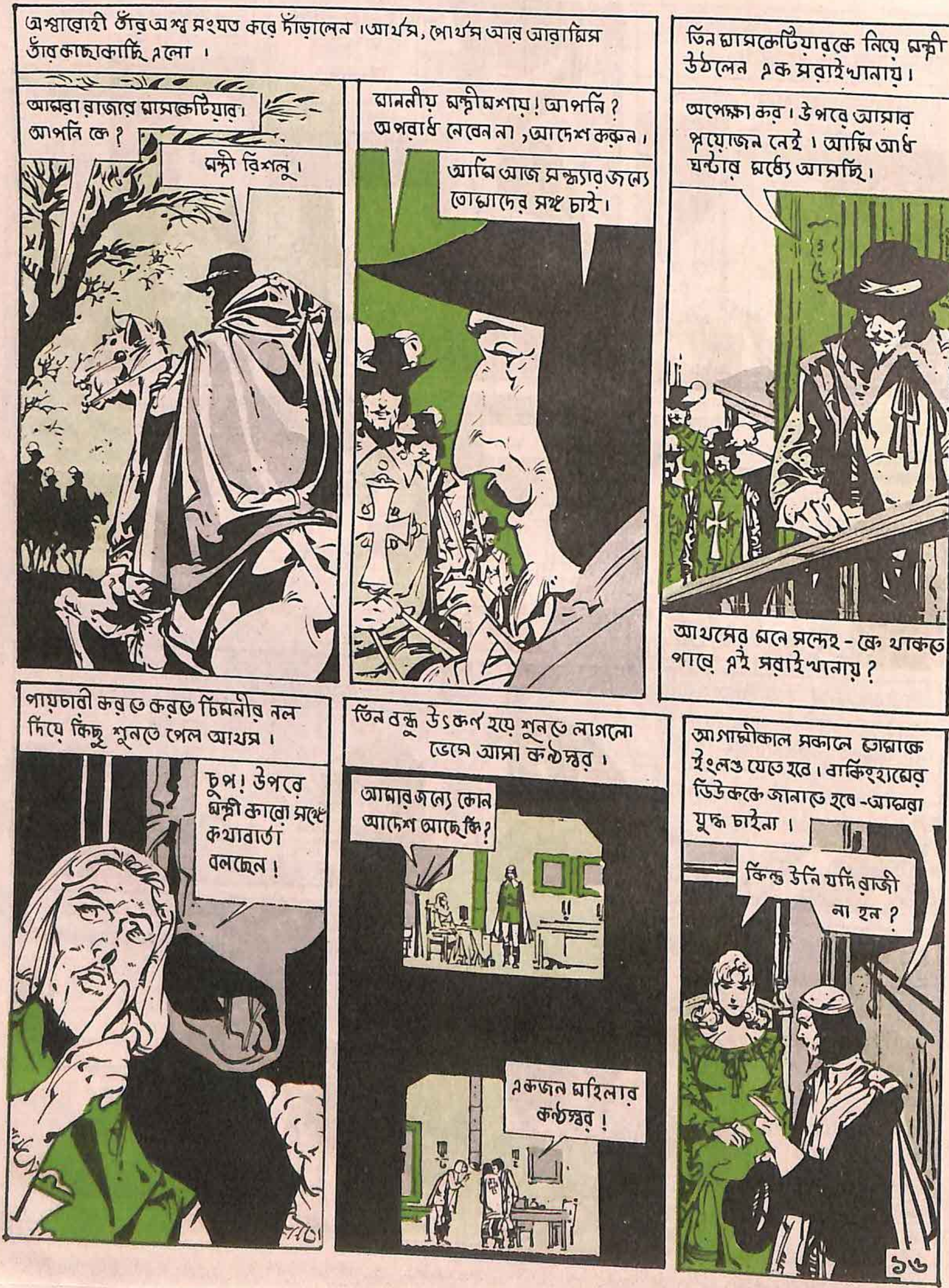

চলো, বাইরে গিয়ে বরং গল্প করা যাক।
আমি তোমাকে একটা ভালোবাসার গল্প শোনাবো- একজন কাউন্টের কাহিনী। তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন একটি অপরূপা মেয়েকে।
মেয়েটির ভাই ছিল একজন যাজক। সে তার কাছেই থাকতো। কেউ তাদের চিনতো না। তারা ছিল কপর্দক শূন্য। কিন্তু মেয়েটি এতো সুন্দরী আর তার ভাই এতো ভালো- কে তাদের অবিশ্বাস করবে বলো?
তরুণ কাউন্ট ইচ্ছে করলে তাকে নিয়ে পালাতে পারতেন কিন্তু তিনি একজন সম্মাননির্ভ ব্যক্তি। তিনি তাকে বিয়ে করলেন।
একদিন তাঁরা যখন শিকার করে ফিরছেন, তখন মেয়েটি হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মুর্চ্ছা গেল। কাউন্ট তাড়াতাড়ি তার পোষাক আলগা করতে গিয়ে দেখলেন, কী দেখলেন - ভাবতে পারো দারতাঁয়া? দেখলেন - লিলি-পদ্মের চিহ্ন!
অর্থাৎ মেয়েটি একটি দাগী আসামী
ওহ্ - কী ভয়ানক!
তারপর কী হল?
সেই শেষ আবার কী হবে?
সত্যি, কাউন্ট কী ভাগ্যহীন!
কাউন্ট অথবা আমি, কার কী আসে যায়!
চার বন্ধু ফিরে এলো প্যারিতে। ঘরে এসেই দেখল - একটা দারুণ খবর!
যুদ্ধ! আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে।


দুয়েকদিন পরে বেড়াতে বেরিয়ে দারতাঁয়া একটি রূপসী মেয়ের সামনে পড়ে গেল। তিনি বসে ছিলেন গাড়ীতে, বাইরে এক যুবক ---
কী আশ্চর্য, ঝগড়া বেধেছে নাকি?
মাদাম, আমি কি আপনার সাহায্যে আসতে পারি? মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোক আপনাকে বিরক্ত করছেন।
প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ, তবে সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ভদ্রলোক আমার দেবর।
মাফ করবেন, আমি জানতাম না।
তাতে কী হয়েছে? আমি লেডি দ্য উইন্টার। কাছেই আমার বাড়ী। চলুন না একদিন!
ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে দারতাঁয়া। লেডি দ্য উইন্টার! ইনিই তাহলে মন্ত্রীর গুপ্তচর। বাকিংহামের ডিউকের জামা থেকে হীরের বোতাম চুরি করেছিলেন এই মহিলা? ভাবাই যায়না! কী নিষ্পাপ রূপের জ্যোতি, দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।
কঁন্স্তার কোন খবর এখনও মেলেনি। নিশ্চয়ই দিতে পারবেন ইনি। অতএব দারতাঁয়া একদিন গেল। আন্তরিকতার ছলনায় তারপর বারবার সেখানে যেতে লাগলো। শেষে একদিন সে যখন বাইরে অপেক্ষায়, তখন কানে এলো গোপন কথোপকথন ···
মিলাডি, দারতাঁয়াকে যদি আপনি ঘৃণা করেন, তবে বারবার কেন ডাকছেন?
ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। মন্ত্রীর কাছে ও হেয় করেছে আমাকে — সেই হীরের বোতাম চুরির ঘটনায়। তারপর কঁন্স্তাকে আমি ধরিয়েছি। জন্মের মতো তাকে শেষ করে দেবো। তারপর দারতাঁয়া ···



শয়তানী, কঁন্সাকে তুমি কী করেছো ?
দারতাঁয়া ! তুমি !
মিলাডির জামা টেনে ছিঁড়ে ফেললো সে।
হা ভগবান ! লিলিপদ্মের ছাপ !
নরাধম ! আমার গায়ে হাত তোলো- এমন সাহস ! তুমি আমার গোপন কথা জেনে ফেলেছো, এবার মরতে হবে।
মর্মাহত দারতাঁয়া বেরিয়ে এলো রাস্তায়। হাজির হল আথসের দরজায়। তখনো টলছে।
ওহ্ বন্ধু, আমি একটা ভয়ঙ্কর আবিষ্কার করেছি।
মিলাডির কাঁধে লিলিপদ্মের ছাপ !
তুমি তাকে ছেড়ে দিলে ? খুব সাবধান ! একা আর কখনো বেরিয়ো না, যা খাবে দেখে শুনে খেয়ো।
নিজের ছায়াকে পর্যন্ত বিশ্বাস কোরনা। মিলাডি এবার প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে উঠবে।
আর তো মাত্র ১ দিন, তারপর যুদ্ধযাত্রা
নির্দিষ্ট দিনে রাজকীয় বাহিনী যাত্রা শুরু করল লা রোঁশের দিকে। দারতাঁয়া তার বাহিনী নিয়ে চলল আগে আগে। পথে রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে থেমে যেতে হল। ফলে বন্ধুদের কাছ থেকে দারতাঁয়া হয়ে গেল আলাদা।


দিনকয়েক পর। একটা রাত মাঠে কাটিয়ে দারতাঁয়া ফিরে এলো তার সরাইয়ে।
চমৎকার মদ স্যার! আথস, পোর্থস আর আরামিসের দেওয়া উপহার।
বাহ্, ওরা তাহলে আমাকে মনে রেখেছে!
মুখে দেবার মুহূর্তেই বাইরে সোরগোল উঠলো।
রাজা আসছেন
তাহলে তো বন্ধুরাও আসছে! যাই, ওদের নিয়ে আসি।
তিন মাসকেটিয়ার ছুটে আসছিল দারতাঁয়ার কাছে। মাঝপথে সকলের দেখা।
ঠিক সময়েই এসেছো বন্ধুগণ! তোমাদের পাঠানো মদ তো আমি পান করতে চলেছিলাম!
কী! মদ?
কই, আমরা তো কোন মদ পাঠাইনি! ভাগ্যিস খেয়ে ফেলনি! চলো, দেখা যাক।
দারতাঁয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল তারা। মেঝের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে মদ। লোভ করে যে খেতে গিয়েছিল, সে মৃত।
মদে বিষ ছিল। নিশ্চয়ই মিলাডি এটা পাঠিয়েছিল দারতাঁয়া।
পদে পদে এখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ। সাবধানে থেকো বন্ধু। আমরা থাকছি পিছনে। তোমার কাছ থেকে দূরে।
তিন মাস্কেটিয়ার শিবিরের পথে ফিরে এলো। আথসের মনে মিলাডির সম্পর্কে দুশ্চিন্তা- কতো খেলা এখনো ও খেলবে? একদিন রাতে যখন তারা ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল, তখনি দেখা গেল এক ঘোড়সওয়ারকে। অপরিচিত পোষাক…
কে যায়? উত্তর দাও, নাহলে গুলি চলবে।
খবর্দার মশায়রা, অতো সাহস করবেন না। কে আপনারা?



অশ্বারোহী তাঁর অশ্ব সংযত করে দাঁড়ালেন। আর্থস, পোর্থস আর আরামিস তাঁর কাছাকাছি এলো।
আমরা রাজার মাসকেটিয়ার। আপনি কে?
মন্ত্রী রিশলু।
মাননীয় মন্ত্রীমশায়! আপনি? অপরাধ নেবেন না, আদেশ করুন।
আমি আজ সন্ধ্যার জন্যে তোমাদের সঙ্গ চাই।
তিন মাসকেটিয়ারকে নিয়ে মন্ত্রী উঠলেন এক সরাইখানায়।
অপেক্ষা কর। উপরে আমার প্রয়োজন নেই। আমি আধ ঘন্টার মধ্যে আসছি।
আথসের মনে সন্দেহ - কে থাকতে পারে এই সরাইখানায়?
পায়চারী করতে করতে চিমনীর নল দিয়ে কিছু শুনতে পেল আথস।
চুপ! উপরে মন্ত্রী কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন!
তিন বন্ধু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো ভেসে আসা কণ্ঠস্বর।
আমার জন্যে কোন আদেশ আছে কি?
একজন মহিলার কণ্ঠস্বর!
আগামীকাল সকালে তোমাকে ইংলণ্ড যেতে হবে। বাকিংহামের ডিউককে জানাতে হবে - আমরা যুদ্ধ চাইনা।
কিন্তু উনি যদি রাজী না হন?


না, রাজী ওঁকে হতেই হবে। রাজী না হলে শেষ পর্যন্ত ওঁকে হত্যা করেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে।
সে দায়িত্বও কি আমার?
নিশ্চয়, তুমি ছাড়া আর কে?
বেশ, আমি দায়িত্ব নিলাম, কিন্তু বিনিময়ে আমি চাই দারতাঁয়ার মৃত্যু। বলুন, রাজী আছেন?
ঠিক আছে, তাই হবে। কাগজ কলম দাও। লিখে দিচ্ছি।
তুমি যা-ই করো, এতে তার সমর্থন রইলো। তোমার কোন ঝামেলা হোক, এটা আমিও চাই না।
পত্রবাহক যে কাজ করেছে তা আমারই নির্দেশে, দেশের মঙ্গলের জন্যে।
রিশলু
মিলাডির ভয়ঙ্কর চক্রান্তের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সরে পড়ল আথস। মন্ত্রী নেমে এসে দেখলেন – দুজন মাস্কেটিয়ার।
কই হে, চলো। একি, আর একজন কোথায়?
আজ্ঞে, রাস্তা নিরাপদ কিনা দেখতে গেছে।
ঘোড়া ছুটিয়ে সবাই ফিরে যেতেই আথস গোপন স্থান থেকে বাইরে এলো। সরাসরি গিয়ে হাজির হল মিলাডির দরজায়।
কে তুমি? কী চাও এখানে?
আমি লা-ফ্রের কাউন্ট, একদা তোমার স্বামী। মন্ত্রীর লেখা কাগজটি আমি চাই। নইলে ...
কী, দেবে? নাকি জোর করে আদায় করতে হবে?
রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভিতরে গেল মিলাডি ---


এই নাও কাগজ। দূর হও আমার সামনে থেকে।
তা যাচ্ছি। কিন্তু তোমার দুষ্কর্মের সব পথ এবার বন্ধ করে দেবো। এ পাপ আর চলতে দেওয়া যায় না!
পরের দিন জলযোগের সময় দারতাঁয়ার সঙ্গে দেখা হল মাসকেটিয়ারদের। সরাইখানায় প্রচণ্ড হল্লা। কথাবার্তা বলবার সুযোগ কোথাও নেই।
গতকাল একটা দুর্গের খানিকটা আমরা উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। আজ ওদের লোকজন আসবে ওটা মেরামত করতে। দুর্গটাও দখলে রাখবার চেষ্টা করবে।
তাহলে আমি বাজী ধরতে পারি ওখানে গিয়েই আমরা চার বন্ধু জলখাবার খেয়ে আসবো।
এটা কিন্তু জেনেশুনে মৃত্যুকে ডেকে আনা!
তা কেন? ওখানে গেলে আমাদের কথাবার্তা বলবার সুযোগ হবে। কেউ সন্দেহও করবে না।
চার বন্ধু জলখাবার হাতে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল। এখনো লোকজন কেউ আসেনি। দেখা গেল - ভিতরেও কেউ নেই। অতএব নিশ্চিন্ত।
বল আথস, কী যেন বলবে বলছিলে?
গতরাত্রে মিলাডিকে আমি দেখেছি। কার্ডীর সঙ্গে তার একটা চুক্তি হয়েছে। বিনিময়ে সে চায় তোমার প্রাণ।
মিলাডি! এখানেও?
হঠাৎ দূরে দেখা গেল শত্রুপক্ষ।
ওরা মনে হয় কাজের লোক। মেরামতির জন্যে আসছে।

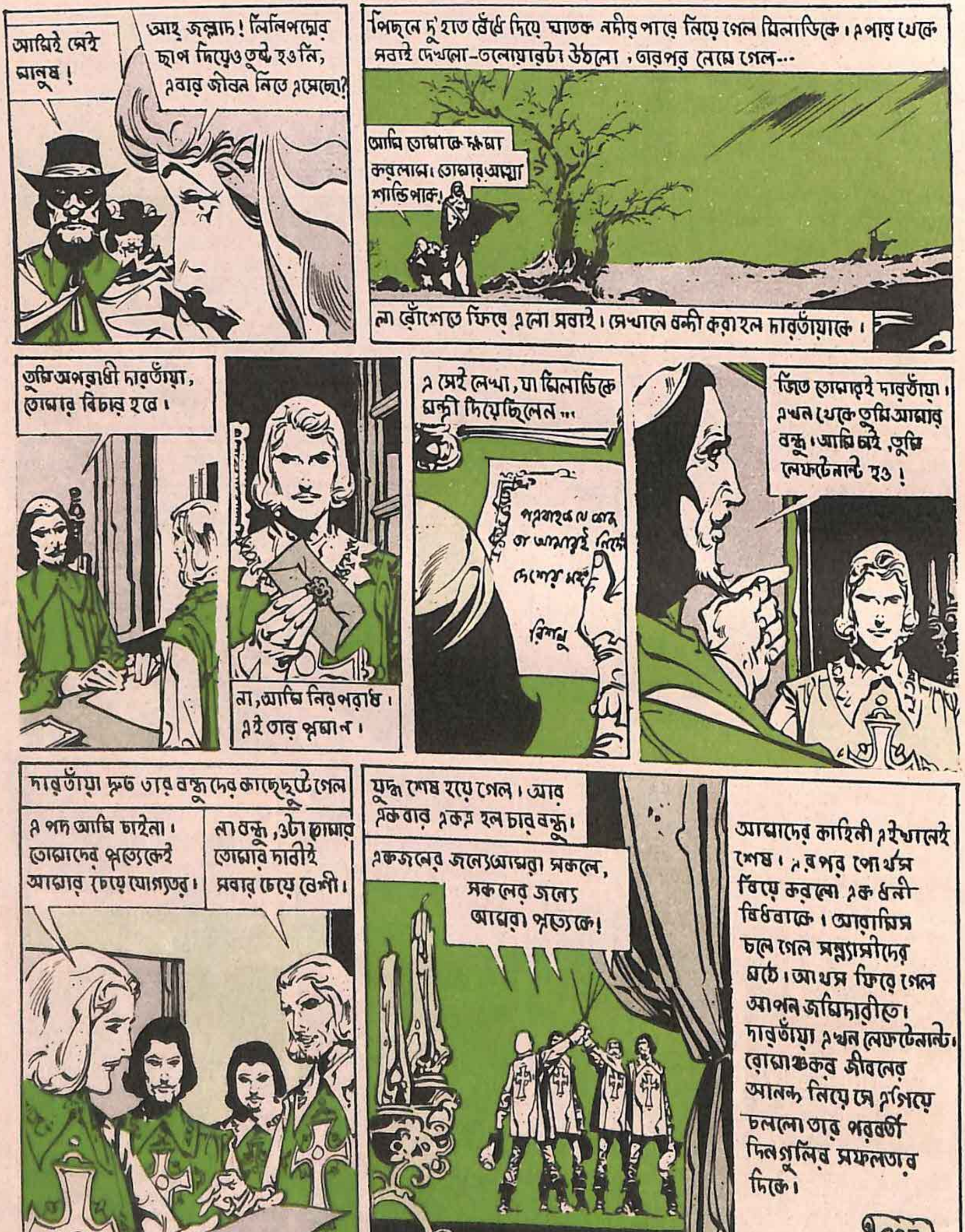

দুহাত তুলে দারতাঁয়া হাঁকলো-
ওহে, এখানে আমরা এখন খাওয়া-দাওয়া করছি। একটু পরে এসো।
সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল গুলিবৃষ্টি। চারবন্ধুর পালটা জবাবে পিছু হটে শত্রুরা পালালো।
মিলাডি বাকিংহামের ডিউককে হত্যা করবার চেষ্টা করবে। তাঁকে সাবধান করতে হবে। আর এই চিঠিটা রাখো, পরে কাজে লাগবে
এবার দেখা গেল একটা বাহিনী…
তৈরী হও বন্ধুগন, ঐ আরও সৈন্যদল আসছে!
সৈনিকরা এসে পৌঁছে গেল দুর্গের নিচে…
আমাদের অস্ত্র এই ভাঙা দেয়ালটা। এটা কাঁপছে। একটু ঠেলা দিলেই একদম নিচে। গোলাগুলির দরকারই হবে না।
ভাঙা দেয়াল হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়লো…
ঐ সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আর মনে হয় সাহস করে এখানে আসবে না। যুদ্ধ শেষ।
এই যথেষ্ট। এক ঘন্টা হয়ে গেল, জলখাবারও শেষ। চলো এবার, বাজীর টাকা আদায় করতে হবে।
১৭


চার বন্ধু ফিরে এলো। বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ রাজা মাস্কেটিয়ার রূপে দার্তাঁয়াকে গ্রহণ করলেন।
আমার সারা জীবনের স্বপ্ন আজ সার্থক হল।
মিলাডি পৌঁছে গেল ইংলণ্ডে। মাস্কেটিয়ারদের চিঠিও যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। ফলে বন্দর থেকেই তাকে অভ্যর্থনা করা হোল।
এই যে ম্যাদাম, আমার সঙ্গে আসুন।
তাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, সেটা একটা গরাদ-ঘেরা ছোট ঘর।
এর মানে কী? আমি কি বন্দী?
দরজায় লর্ড উইন্টার দেখা দিলেন।
ফেলটন, তুমি এখন যাও।
আমি জানি, তুমি কী কারণে ইংলণ্ডে এসেছো। কিন্তু তোমাকে আমি সফল হতে দেবোনা।
চালান করে দেবো হাজার মাইল দূরে।
একা ঘরে বন্দী হয়ে রইলো মিলাডি।
ওহ্‌-দার্তাঁয়া, শুধু তার জন্যে এই হেনস্থা। একবার যদি তাকে পেতাম! এখন ভরসা শুধু এই ফেলটন।
বইটা পড়ুন, মনে শান্তি পাবেন।
শান্তি! আপনিও একথা বলছেন?
একজন পিউরিটান হয়েও আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন?
আপনি একজন পিউরিটান?
হা ঈশ্বর! তা-ও কি আপনাকে বলে দিতে হবে?


রূপমুগ্ধ ফেলটন তখনি রাজী হয়ে গেল মিলাডিকে মুক্ত করে দিতে। তারপর এক ঝড়জলের রাতে…
এসেছো ফেলটন? আহ্, বাঁচলাম!
চুপ করুন। এই শিকগুলো আগে কেটে ফেলি।
শিক কাটবার পর…
আপনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকবেন। কোন ভয় করবেন না।
ধীরে ধীরে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তারা নেমে গেল বাড়ীটার বাইরে। এবার বন্দরের পথ –
ফেলটন মিলাডিকে পৌঁছে দিল একটা জাহাজে। একটা নৌকা এসে তাকে নিয়ে গেল। ফ্রান্সের উপকূলে এবার পৌঁছে যাবে মিলাডি। অথচ ডিউক অফ বাকিংহাম এখনো অক্ষত। তাহলে?
আপনি যাবেন না?
না, আমি পরের জাহাজে গিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হব। তার আগে ডিউককে দেখি। আপনার কথা মতো যদি তাঁকে হত্যা করতে পারি!
আহ্ ফেলটন, প্রিয় আমার!
ডিউককে অবশেষে পাওয়া গেল। মুহূর্তমাত্রও অবকাশ ডিউক পেলেন না। ফেলটনের ছোরা সবেগে তাঁকে বিদ্ধ করলো।
আহ্-বিশ্বাসঘাতক! আমাকে মেরে ফেললে তুমি?
হ্যাঁ, এটা আমার পবিত্র কর্তব্য। পিউরিটানদের বাঁচাতেই হবে!


চারজন মাস্কেটিয়ার কঁন্স্কার সন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলো। সেভিয়ে কিছু বলতে পারেননি। মিলাডি পৌঁছে গেল ফ্রান্সে। একটা মঠের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো মন্ত্রীর নির্দেশের জন্যে। আর একজন মহিলাকেও সে পেয়ে গেল সেখানে।
তুমি এখানে কেন প্রিয়?
মন্ত্রীর গুপ্তচরেরা আমাকে বন্দী করেছিল। রাণী আমাকে মুক্ত করেছেন আর নিরাপত্তার জন্যে এখানে পাঠিয়েছেন।
তুমিই তো কঁন্স্কা?
দারতাঁয়ার খবর জানো?
আজ সন্ধ্যায় তাকে আশা করছি।
বাইরে হঠাৎ ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল..
কে আসছে? দারতাঁয়া, না মন্ত্রীর গুপ্তচর?
ভয় নেই, আমি তো আছি! আমি তোমাকে রক্ষা করবো।
গোপনে মিলাডি এক গ্লাস মদে একটা লাল গুঁড়ো খানিক মিশিয়ে দিল।
এটা পান কর। এতে তোমার মনের জোর বাড়বে।
দাও ভাই, দাও। আমার হাত-পা সব কাঁপছে।
পান করবার সঙ্গেসঙ্গেই টলতে লাগলো কঁন্স্কা। বসে পড়লো মাটিতে। মিলাডি তখুনি ছুটে পালালো।
এরকম প্রতিশোধ আমি চাইনি। তবু দারতাঁয়া, তোমাকে আমি জিততে কিছুতেই দেবোনা!
এসে পড়লো চারজন মাস্কেটিয়ার।
একটা প্রাণঘাতী বিষ। এর কোন প্রতিষেধক নেই।
মাদাম কঁন্স্কা, এটা কে আপনাকে দিয়েছিল?
সে বলেছিল, তার নাম মিলাডি।
ওহ্-মিলাডি! শয়তানী!
২২


আথস মঠের অধ্যক্ষাকে সব কিছু খুলে বললো।
আমরা এই মহিলার মৃতদেহ আপনার পবিত্র হেফাজতে রেখে যাচ্ছি। আমরা এই বোনটির সমাধিতে প্রার্থনা করতে পরে আসবো।
সরাইখানায় আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি এখুনি আসছি।
খানিক পরে একজন মুখোশধারীকে নিয়ে ফিরে এলো আথস। প্রচণ্ড দুর্যোগের রাত। তবু অপেক্ষা করার কোন উপায় এখন নেই। মিলাডিকে ধরতেই হবে।
চার ঘোড়সওয়ার এগিয়ে চললো আথসের নির্দেশিত একটা বাড়ীর দিকে।
আথসকে দেখেই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো মিলাডি।
কী চাও তোমরা?
কেন এখানে এসেছো?
আমরা তোমার বিচার করতে এসেছি। দার্তাঁয়া, তোমার অভিযোগই প্রথম। শুরু করো তুমি।
আমি এই মহিলাকে অভিযুক্ত করছি মাদাম কঁন্স্যাকে হত্যা করার জন্যে এবং আমাকেও বিষ দিয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করবার জন্যে।
আমি বাকিংহামের ডিউককে হত্যা করার জন্যে তোমাকে অভিযুক্ত করলাম।
এই মহিলাটিকে আমি বিয়ে করেছিলাম। আমার নাম এবং ঐশ্বর্য একে দিয়েছিলাম। তারপর জানলাম—এ একজন দাগী অপরাধী, লিলি-পদ্মের ছাপ মারা।
বিচারে দোষী সাব্যস্ত হল মিলাডি। প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হল। রাগে কাঁপতে লাগলো মিলাডি।
তোমরা কাউকে পাবেনা যে এমন শাস্তি আমাকে দিতে পারে।


আমিই সেই মানুষ !
আহ্ জল্লাদ ! লিলিপদ্মের ছাপ দিয়েও তুষ্ট হওনি, এবার জীবন নিতে এসেছো?
পিছনে দু'হাত বেঁধে দিয়ে ঘাতক নদীর পারে নিয়ে গেল মিলাডিকে। এপার থেকে সবাই দেখলো–তলোয়ারটা উঠলো , তারপর নেমে গেল...
আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমার আত্মা শান্তি পাক।
লা রোঁশেতে ফিরে এলো সবাই। সেখানে বন্দী করা হল দারতাঁয়াকে।
তুমি অপরাধী দারতাঁয়া, তোমার বিচার হবে।
না, আমি নিরপরাধ। এই তার প্রমাণ।
এ সেই লেখা, যা মিলাডিকে মন্ত্রী দিয়েছিলেন...
জিত তোমারই দারতাঁয়া। এখন থেকে তুমি আমার বন্ধু। আমি চাই, তুমি লেফটেনান্ট হও !
দারতাঁয়া দ্রুত তার বন্ধুদের কাছে ছুটে গেল
এ পদ আমি চাইনা। তোমাদের প্রত্যেকেই আমার চেয়ে যোগ্যতর।
না বন্ধু, ওটা তোমার তোমারই দাবীই সবার চেয়ে বেশী।
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আর একবার একত্র হল চার বন্ধু।
একজনের জন্যে আমরা সকলে, সকলের জন্যে আমরা প্রত্যেকে!
আমাদের কাহিনী এইখানেই শেষ। এরপর পোর্থস বিয়ে করলো এক ধনী বিধবাকে। আরামিস চলে গেল সন্ন্যাসীদের মঠে। আথস ফিরে গেল আপন জমিদারীতে। দারতাঁয়া এখন লেফটেনান্ট। রোমাঞ্চকর জীবনের আনন্দ নিয়ে সে এগিয়ে চললো তার পরবর্তী দিনগুলির সফলতার দিকে।
শেষ

উইলিয়াম সেক্সপিয়ারের
ম্যাকবেথ

স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডানকান যখন মহা-সমারোহে রাজত্ব করছেন, দেশে অগাধ শান্তি-সুখ, তখনি একদিন নরওয়ের যুদ্ধ-জাহাজ এসে থামলো স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে। আর এলো ম্যাকডোন্যাল্ড–দুর্ধর্ষ আইরিশ যোদ্ধা। সঙ্গে সুবিশাল এক বাহিনী।

রাজা ডানকান তাঁর সেনাবাহিনীকে পাঠালেন বিদ্রোহীদের দমন করে সমুদ্রপারে তাড়িয়ে দেবার জন্যে। বাহিনীর পুরোভাগে রইলেন রাজ-কুমার ম্যালকম, প্রধান সেনাপতি ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো।

যুদ্ধ যখন এক ভয়ানক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তখন স্কটল্যাণ্ডের এক পাহাড়-ঘেরা জলার ধারে তিন ডাইনী নাচছিল। আর ফন্দী আঁটছিল একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে। বলাবলি করছিল–যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ওরা ম্যাকবেথের সঙ্গে দেখা করবে।










রণক্ষেত্র থেকে একজন রক্তাক্ত সৈনিককে ধরে ধরে আনা হল রাজার সামনে।
এই সেই সার্জেন্ট, পিতা, শত্রু যখন চার পাশ থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছিল, তখনও-ই আমাকে রক্ষা করেছে প্রচণ্ড লড়াই করে।
পিতার কাছে যুদ্ধের সম্পর্কে কিছু বলো বন্ধু। উনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।
মহান রাজার জয় হোক!
যুদ্ধের অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কখনো জিতছি আমরা, কখনো ওরা। দীর্ঘকাল যাবত মনে হচ্ছিল — শত্রুদল এবং রাজকীয় বাহিনী, দু-পক্ষই সমান বলবান।
কোন পক্ষই জয় লাভ করতে পারবে না বলেই মনে হচ্ছিল সকলের।
তারপর প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাকডোনাল্ড। সঙ্গে আইরিশ পদাতিকদের সুবিশাল বাহিনী। রণক্ষেত্রে যেন প্রচণ্ড একটা সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হল এবার। আমরা অনেকটা কোনঠাসা হয়ে এলাম। অবস্থা এমন হল যে ম্যাকবেথ আর ব্যাংকোর পরিচালিত রাজকীয় বাহিনী প্রায় পরাজিত হবার মুখে।
দুঃসাহসী ম্যাকবেথ কিন্তু নির্বিকার।
বিপুল বিক্রমে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুবাহিনীর উপর। সামনে যাকে পেলেন তাকেই হত্যা করতে করতে এগিয়ে চললেন তিনি।


সে কী আশ্চর্য বীরত্ব! দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন ম্যাকবেথ। এমন সময়ে ম্যাকডোন্যাল্ড তাঁর সামনে।
তলোয়ারটা উপরের দিকে তুলে ধরে শত্রুর বুকের উপর আচমকা আঘাত করলেন ম্যাকবেথ।
তারপর কেটে ফেললেন তার মাথা। আইরিশ বাহিনী তখন হতচকিত।
নায়কহীন শত্রুরা এবার সন্ধি করতে বাধ্য হল। ম্যাকবেথ জয়ী হলেন রাজা!
এবার কাছাকাছির একটা প্রাসাদে খানিক বিশ্রাম নেবার জন্যে চলে গেলেন ম্যাকবেথ। সামনের দেয়ালে তিনি সাজিয়ে রাখলেন ম্যাকডোন্যাল্ডের মাথা। শত্রুদের বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে।
এদিকে নরওয়ের রাজা সোয়েনো ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন রণক্ষেত্রে। সঙ্গে কয়েক হাজার দুর্ধর্ষ পদাতিক।
সেনাপতি ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো আবার এগিয়ে গেলেন শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্যে। সেকী প্রচণ্ড উদ্দীপনা!


ক্ষতমুখ থেকে ঝরে ঝরে চলেছে রক্ত। নেতিয়ে পড়লো সার্জেন্ট। তার কাহিনী শেষ করা হলনা।
ক্ষমা করুন মহান রাজা, বড়ো কষ্ট হচ্ছে আমার! মনে হচ্ছে, এখনিআমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো।
ব্যথিত হলেন ডানকান।
সৈনিকগণ, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ক্ষতমুখগুলোর শুশ্রূষা করা এখনি দরকার।
ঠিক তখনি দুজন বীর সৈনিক – রস আর অ্যাঙ্গাস শিবিরে পৌঁছলেন রাজা ডানকান তাঁদের খবর শোনার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।
তোমরা কোন্খান থেকে আসছো?
ফাইফের কাছে এখন যেখানে যুদ্ধ চলছে আমরা সেখান থেকে আসছি মহান রাজা।
রাজা সোয়েনো ম্যাকবেথ এবং তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচুর সৈন্য নামিয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করছেন কডরের থেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন।
আবার মনে হল-আমরা বোধহয় যুদ্ধে হেরে যাবো।
কিন্তু এবারও সেই দুর্জয় ম্যাকবেথ আর মহান ব্যাংকো প্রচণ্ড দক্ষতায় যুদ্ধের গতি আমাদের অনুকূলে নিয়ে এলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা সোয়েনো আর তাঁর সেনাবাহিনী এখন প্রচণ্ড মার খাচ্ছে, মহান রাজা। আমরা জয়লাভ করছি।
শুভ সংবাদ রস। যুদ্ধ তাহলে শেষ! আমি রাজা সোয়েনোর সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দেবো।


কিন্তু কুডরের থেনকে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
আর ম্যাকবেথ, মহৎ কাজের জন্যে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এবার সে-ই হবে কুডরের নতুন থেন।
অনুমতি করুন রাজা, খবরটা ম্যাকবেথকে আমি জানিয়ে আসি।
ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে একসময়। তিন ডাইনী ম্যাকবেথের সঙ্গে কথা বলার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।
উলুখড়ের জলাভূমি অতিক্রম করে ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো তাদের সামনে এসে পৌঁছলেন।
কে তোমরা? কী চাও? কথা বলো, নইলে···
খিল খিল করে হেসে উঠলো তিন ডাইনী। তারপর ঘোষণা করলো-
জয় হোক ম্যাকবেথ, গ্ল্যামিসের থেন!
জয় হোক ম্যাকবেথ, কুডরের থেন!
জয় হোক ম্যাকবেথ, স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা!
ম্যাকবেথ ইতিমধ্যেই গ্ল্যামিসের থেন হয়েছিলেন। রাজা ডানকান যে তাঁকে কুডরের থেন করেছেন সে খবর তখনো পাননি। ফলে ডাইনীদের কথা শুনে তিনি কেঁপে উঠলেন। স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা! ডানকানের মৃত্যু কি তাহলে আসন্ন?
ভয় পাচ্ছো কেন বন্ধু? ওরা তো কোন মন্দ কথা তোমাকে বলেনি।



ব্যাংকো এবার ডাইনীদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।
কই, আমার সম্পর্কে কিছু বলবে না?
তুমি রাজা হতে পারবে না ব্যাংকো, তবে রাজাদের পিতা হবার গৌরব তুমি লাভ করবে।
কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল তিন ডাইনী। ম্যাকবেথ চিৎকার করে উঠলেন।
থামো! কেন এ সব কথা আমাকে বললে! আরও কিছু অন্তত: বলে যাও আমাকে।
রস এবং অ্যাঙ্গাস ইতিমধ্যে কাছে এসে পড়েছেন।
ম্যাকবেথ, রাজার কাছ থেকে শুভসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।
আপনিই হবেন কুডরের নতুন থেন।
বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে রাজা ডানকান কুডরের থেনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তারপর ঐ পদ দিয়েছেন আপনাকেই।
ডাইনীদের ভবিষ্যৎ-বাণী এভাবে সত্য হতে দেখে ম্যাকবেথ স্তম্ভিত।
বন্ধু ব্যাংকো, তোমার কী মনে হচ্ছে এ সব শুনে? তোমার ছেলেরা রাজা হবে জেনে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হচ্ছে তোমার?
না ম্যাকবেথ, ডাইনীদের কথা আমি বিশ্বাস করি না।
কখনো কখনো ভুল পথে মানুষকে চালিত করার জন্যে এ রকম কথা ওরা বলে থাকে বন্ধু।
কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ-বাণীর একটি তো ইতিমধ্যেই সত্য হয়ে উঠেছে!



রস, অ্যাঙ্গাস, এই শুভ সংবাদ দেবার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ।
চলো, এখন আমরা সবাই রাজার কাছে যাই।
ডাইনীদের কথাগুলি ভেবে দেখো ব্যাংকো।
পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।
এ সব যখন ঘটছিল তখন রাজা ডানকান তাঁর ফোরেসের প্রাসাদে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ম্যাকবেথের জন্যে।
কুডরের থেনের মৃত্যুদন্ড কি কার্যকর হয়েছে ম্যালকম?
হ্যাঁ পিতা, স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা স্বীকার করে তিনি মারা গেছেন।
খানিক পরেই ম্যাকবেথ, ব্যাংকো, রস এবং অ্যাঙ্গাস ফোরেসে পৌঁছালেন। সরাসরি তাঁরা হাজির হলেন রাজার সামনে।
অভিনন্দন নাও ম্যাকবেথ! স্কটল্যাণ্ডকে রক্ষা করার জন্যে তোমাকে এবং ব্যাংকোকে আমি পুরস্কৃত করবো। তোমরা দুজনেই দেশের গর্ব।
আজ থেকে কুডরের থেন হল ম্যাকবেথ। আরও একটি উপাধি আমার হাতে এখনো রয়েছে ম্যালকম। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এখন থেকে তুমিই হবে কামবারল্যাণ্ডের যুবরাজ।
আমিই তাহলে স্কটল্যাণ্ডের পরবর্তী রাজা! ধন্যবাদ পিতা। আশা করি এ নির্বাচনের মর্যাদা রাখতে আমি পারবো।
ম্যাকবেথ, আমি তোমাকে যথোচিতভাবে সম্মান জানাতে চাই। সেই কারণে আমরা সকলেই আজ তোমার ইনভারনেস প্রাসাদে অতিথি হবো।
আমি ভাগ্যবান!


রাজপ্রাসাদ থেকে রাজপথে এসে ম্যাকবেথ দাঁড়ালেন। ভিতরে তাঁর তোলপাড় চলেছে---
কামবারল্যাণ্ডের যুবরাজ সম্পর্কে আমার এখনি কিছু করা উচিত। যুবক ম্যালকম যদি আমার পথে এসে দাঁড়ায় তবে কেমন করে আমি রাজা হবো?
ইতিমধ্যে ম্যাকবেথের প্রাসাদে লেডি ম্যাকবেথ তাঁর স্বামীর লেখা একটি চিঠি পড়ছিলেন।
ম্যাকবেথ লিখেছে-তিন ডাইনী ভবিষ্যৎ- বাণী করেছিল যে সে কডরের থেন হবে। এখন তা সত্যি হয়েছে। তারা এমনও বলেছে যে ম্যাকবেথ রাজা হবে। কিন্তু সে কি পারবে তা সত্যি করে তুলতে?
হঠাৎ একজন দূত এলো দারুণ খবর নিয়ে।
রাজা ডানকান ইনভারনেসের পথে আসছেন।
কই, ম্যাকবেথ তো সে কথা লেখেনি?
তিনিই আমাকে দূত পাঠিয়েছেন। উনিও বোধ হয় পৌঁছে যাবেন এখনি।
যাক, ম্যাকবেথ তাহলে আগে এসে পড়বে।
একটা কাজই এখন করার আছে কেবল ডানকানকে মরতেই হবে!
এসব মতলব কাজে লাগাতে হলে শক্ত হতে হবে আমাকে। ম্যাকবেথকে তো জানি, রাজ-সিংহাসনের লোভেও সে এমন কিছু করবে না যা ন্যায়সঙ্গত নয়।
ইনভারনেসে প্রবেশ করলেন ম্যাকবেথ
অভিনন্দন নাও স্বামী, একাধারে গ্ল্যামিস আর কডরের থেন!
প্রিয়তমা আমার, আজ রাতেই রাজা আসছেন।
সেই তো একটা সুযোগ!



কখন উনি ফিরে যাবার কথা ভেবেছেন?
আগামীকাল।
তাহলে উনি আগামীকাল কখনো দেখবেন না। প্রিয় স্বামী, ওঁকে অভ্যর্থনার জন্যে তৈরী হও। বাকী কাজ আমার হাতে ছেড়ে দাও।
চিন্তা কোরো না। আজ রাতেই স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন তুমি জয় করবে।
ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল ম্যাকবেথের।
পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।
সামান্য কিছু পরেই রাজা ডানকান তাঁর পাত্র মিত্র সভাসদদের নিয়ে ইনভারনেসে পৌঁছলেন।
এই প্রাসাদটি আমি বড়ো ভালোবাসি। এখানে বাতাস খুব মৃদু এবং মধুর।
আহ, লেডি ম্যাকবেথ! তোমার বীর স্বামী এখন কোথায়?
ভিতরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।
চলো, তার সঙ্গে আগে দেখা করা যাক
রাজা ডানকান এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্যে বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন ম্যাকবেথ। ইনভারনেসে পৌঁছতে তাঁদের অনেক দূর ভ্রমণ করতে হয়েছে। ফলে তাঁরা সকলেই খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন।


ম্যাকবেথের চিন্তা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল কেবল। তিনি টেবিল ছেড়ে সরে গেলেন। লেডি ম্যাকবেথ তাঁকে অনুসরণ করলেন। প্রাসাদের বাইরে দুজনের দেখা হল।
ম্যাকবেথ! টেবিল ছেড়ে চলে এলে কেন? তুমি কি চাও, রাজা কিছু সন্দেহ করুন?
এভাবে কিছু করাটা আমি উচিত বলে মেনে নিতে পারছি না। ডানকান সম্পর্কে আমার ভাই, বিশেষ করে আজ তিনি আমার অতিথি!
কিন্তু তুমিই তো প্রথমে ভেবেছিলে-রাজমুকুটের জন্যে তাঁকে হত্যা করতে হবে?
চিন্তা কোরো না ম্যাকবেথ। প্রহরীদের আমি মাতাল করে রাখবো। ওরা কেউ জেগে থাকতে পারবে না। ঘুমন্ত অবস্থায় রাজাকে তুমি ছুরিকাঘাত করতে পারবে।
ভোজ শেষ হয়ে যাবার পর ব্যাংকোর ছেলে তার পিতাকে খুঁজছিল।
রাত বড়ো অন্ধকার পিতা। শুতে যাবেন না?
ঘুম এলেই কেমন আজে-বাজে স্বপ্নে ঘুমটা ভেঙে যায়
হঠাৎ ব্যাংকো কারও পদশব্দ পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠলেন। উন্মুক্ত করে নিলেন তলোয়ার
কে ওখানে?
বন্ধু!
ম্যাকবেথ, তুমি! শুতে যাওনি এখনো? আমিও ঘুমোতে পারছি না। গতকাল সেই তিন ডাইনীকে স্বপ্নে দেখেছি।
ওদের সম্পর্কে আমি অবশ্য এখনো ভাবিনি তবে তোমার সঙ্গে পরে এ বিষয়ে কিছু কথা বলবো ভাবছি।
ঠিক আছে। যখন খুশী বোলো ম্যাকবেথ। শুভরাত্রি!
ম্যাকবেথ চত্বরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না লেডি ম্যাকবেথ রাজার প্রহরীদের পানীয় দিয়ে অচৈতন্য করে ফেলেন।
হঠাৎ একটা অলৌকিক ছোরা জেগে উঠলো ম্যাকবেথের সামনে। চমকে উঠলেন তিনি।


ছোরাটার হাতল রয়েছে আমারই দিকে, অথচ কী আশ্চর্য, এটাকে আমি ছুঁতে পারছি না কেন? কী ইঙ্গিত এটা করছে?
ঠিক তখনি একটা ঘন্টা বেজে উঠলো ভিতরে। এটা লেডি ম্যাকবেথের সংকেত। ভিতরে সবকিছু এখন প্রস্তুত হয়ে গেছে।
ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-
ঐ- ঐ ঘন্টা বাজছে! রাজা ডানকানকে এখন আর-এক জীবনে পৌঁছে দেবার জন্যে আমাকে যেতেই হবে!
রাজার শয়ন-কক্ষের বাইরে লেডি ম্যাকবেথ দাঁড়িয়েছিলেন-
প্রহরীরা এখন ঘুমে অচেতন। ওদের ছোরাগুলো নাও এবং আঘাত করো রাজাকে এমন সুযোগ আর আসবে না। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।
প্রহরীদের ছোরাদুটো কেড়ে নিয়ে ম্যাকবেথ ডানকানের ঘরে প্রবেশ করলেন। খানিক পরেই ফিরে এলেন তিনি। ছোরা থেকে তাজা রক্ত ঝরে ঝরে তখনো পড়ছে।
প্রিয়া আমার, কাজ হাসিল! ডানকান আর নেই।
চমৎকার! ঠিক যেমনটি আমি চেয়েছিলাম।
ভীত ব্যথিত ম্যাকবেথ ডানকানের পাশের ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করলেন।
ও ঘরে কে রয়েছে, তুমি কি জানো?
ওঁর ছেলে ডোনালবেন। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করছো?
যখনি আমি আঘাত করলাম ডানকানকে, তখনি একটা কন্ঠস্বর ভেসে এলো ওখান থেকে। আমাকে উদ্দেশ করেই বললো- ম্যাকবেথ আর কখনো ঘুমোবে না!


কই,আমি তো কিছু শুনিনি!তুমি এবার ফিরে যাও। এই রক্তমাখা ছোরাগুলো এখনি ভিতরে রেখে এসো।
অসম্ভব, আমি পারবো না। ডানকানের মৃতদেহ আমি পুণরায় দেখতে পারবো না। আমি যা করেছি তা ভাবতে ভীষণ ভয় করছে আমার।
ঠিক আছে, ছোরাদুটো আমাকে দাও। তোমার হয়ে আমিই ওটা করে দিচ্ছি।
লেডি ম্যাকবেথ স্বামীর কাছ থেকে ছোরাদুটি নিলেন।
তিনি প্রবেশ করলেন রাজার শয়ন-কক্ষে। প্রহরী দুজনের হাতে দুটি ছোরা তিনি আটকে দিলেন।
ইতিমধ্যে ম্যাকবেথ তাঁর হাত দুখানি দেখছিলেন।
রক্তের দাগ কি ধুলে উঠবে?
এক সমুদ্র জল হয়তো দরকার হবে আমার।
লেডি ম্যাকবেথ যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর হাতদুটিও রক্তে মাখামাখি।
ম্যাকবেথ, এবার যেতে হবে আমাদের। দুজনেরই এখন হাত ধুয়ে ফেলা দরকার। তারপর শুতে যাবার জন্যে তৈরী হতে হবে।
চলতে চলতে অনুশোচনায় ম্যাকবেথ কাতর হয়ে উঠলেন।
আমি একটা ভয়ঙ্কর অন্যায় করে ফেলেছি। কেমন করে এই সাংঘাতিক চিন্তা নিয়ে আমি বাঁচবো?
পরের দিন লেনক্স এবং ম্যাকডাফ খুব ভোরেই ইনভারনেসে পৌঁছলেন।
দ্বাররক্ষী, ম্যাকবেথ কি ইতিমধ্যে জেগেছেন?
মাননীয়গন, আমি আমার প্রভুকে ডেকে দিচ্ছি।


কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ম্যাকবেথ এলেন।
সুপ্রভাত, মহাশয়গণ!
সুপ্রভাত! রাজা কি শয্যাত্যাগ করেছেন?
করেছেন আশা করি। ঐ তো ওঁর শয়নকক্ষ।
ঠিক আছে ম্যাকবেথ, আমরা ওখানেই যাচ্ছি
রাজা ডানকানের দরজায় ম্যাকডাফ করাঘাত করলেন।
দরজা খুলে গেল। ভয়ে পিছিয়ে এলেন ম্যাকডাফ
খুন! বিশ্বাসঘাতকতা! খুন!
ম্যাকডাফের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সকলের।
কী ভয়ঙ্কর! রাজা ডানকান নিহত!
কী! আমাদের প্রাসাদে? হায় ভগবান, আমি মূর্চ্ছা যাবো মনে হচ্ছে!
কে খুন করলো আমার পিতাকে?
দেখে মনে হচ্ছে প্রহরীদের ই কাজ এটা। ওদের হাতে ছোরা রয়েছে, রক্তে মাখামাখি, মুখেও রক্তের ছিটে। কিন্তু আদেশ দিল কে?
কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের কোপে প্রহরীদের হত্যা করলেন ম্যাকবেথ।
এ কী করলে ম্যাকবেথ? প্রহরীদের মেরে ফেললে!
আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ওদিকে মহান রাজা, রক্তে মাখা, মৃত। এদিকে প্রহরীরা... ওঁকে খুন করে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। এ কী ভয়ঙ্কর অন্যায়!


কিছুক্ষণ পরে রাজার ছেলে ম্যালকম এবং ডোনালবেন দুজনে আলোচনায় বসলেন।
কেউ নিশ্চয়ই স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন দখল করতে চায়। আমাদের পিতাকে যে হত্যা করেছে সে আমাদেরও এবার হত্যা করতে পারে। আমি বরং গোপনে ইংল্যাণ্ডে চলে যাই। স্কটল্যাণ্ড এখন আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।
আমি তাহলে ইরিল্যাণ্ড যাবো। আমরা যদি দূরে দূরে থাকি তবে দুজনেরই মঙ্গল।
কয়েক ঘন্টা পর। রস এবং ম্যাকডাফ ডানকানের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।
কে সেই শত্রু রাজাকে হত্যা করবার জন্যে যে প্রহরীদের আদেশ দিয়েছিল?
কে বলতে পারে, তবে ম্যালকম এবং ডোনালবেন দুজনেই এখন পলাতক।
সত্যি, এটা খুবই খারাপ ব্যাপার। এমনভাবে পালিয়ে যাওয়াটা উচিত হয়নি ওদের। কে জানে, হয়তো ওরাই কাণ্ডটা করেছে!
যে-ই এটা করে থাকুক, ম্যাকবেথই এখন পরবর্তী রাজা।
চলে যাচ্ছেন? আপনি কি স্কোনে যাবেন না ম্যাকবেথের অভিষেক দেখতে?
না, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি ফাইফে আমার প্রাসাদে যাচ্ছি! বিদায়!
স্কটল্যাণ্ডের রাজা হতে ম্যাকবেথের দেরী হল না বিশেষ। তিনি স্থির করলেন-একটা বিরাট ভোজ দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করবেন।
ফোরেসের প্রাসাদে তার আয়োজন চললো।
রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ব্যাংকো ম্যাকবেথের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।
ডাইনীরা যা বলেছিল তার সবই ম্যাকবেথ লাভ করলো।
কিন্তু আমার ভয় হয়, রাজ-সিংহাসনের লোভেও-ই হয়তো খুন করেছে ডানকানকে।
তূর্য বেজে উঠলো। রাজা ম্যাকবেথ তাঁর রাজসভার কয়েকজন সভাসদকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।
ব্যাংকো, বন্ধু আমার! আজ রাতে একটা ভোজসভা হচ্ছে। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে তো?
নিশ্চয়। তবে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে খানিক বেড়িয়ে তার পরে এখানে আসবো।


ব্যাংকো চলে যাবার পর…
ডাইনীরা বলেছিল-ব্যাংকো হবে রাজাদের পিতা। তাহলে সে আমার সিংহাসনের অন্তরায়
খানিক পরেই দুজন ঘাতককে তিনি ডাকালেন।
শোনো তোমরা, ব্যাংকো আমার শত্রু। তিনি এবং তাঁর ছেলেকে আজ রাতেই তোমরা হত্যা করবে।
যথা আজ্ঞে প্রভু!
ঘাতকরা চলে যাবার পর কক্ষে প্রবেশ করলেন লেডি ম্যাকবেথ।
যা আমরা করেছি তার জন্যে অতো চিন্তা করছো কেন? ও সব তো শেষ হয়ে গেছে!
না, এখনো হয়নি! আজ রাতে আরও একটা হত্যাকাণ্ড ঘটবে, তবেই এর নিষ্পত্তি। ওটা শেষ হয়ে যাবার পর আমি সব কিছু তোমাকে বলবো।
অন্ধকার রাত। পুত্র ফ্লিয়্যান্সকে নিয়ে ব্যাংকো তাঁর ভ্রমণ শেষ করে ফিরছেন, ওদিকে পথের আড়ালে ঘাতকের দল…
ঐ ওরা আসছে!
আচমকা ব্যাংকোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘাতকের দল। তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো ব্যাংকোকে। কিন্তু ফ্লিয়্যান্সকে ধরতে পারলো না।
পালাও, পালাও ফ্লিয়্যান্স, যেমন করে পারো আত্মরক্ষা করো।
বাপকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু ছেলেটা পালালো!
উপায় কী! চলো, খবরটা রাজাকে দিয়ে আসি।
ইতিমধ্যে ভোজ-সভার অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে।
আপনারা সকলেই এখানে স্বাগত। দয়া করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন।


আপনাদের সকলকে এখানে পেয়ে আমি আনন্দিত। রাণী খানিক পরেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।
ভোজ সভা শুরু হয়ে গেল। ম্যাকবেথ দেখলেন-দরজার মুখে একজন ঘাতক।
চমকে উঠলেন ম্যাকবেথ। তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন আড়ালে, তবু বুকের মধ্যে কীসের যেন একটা তাণ্ডব--
একি! তোমার মুখে রক্ত?
হ্যাঁ প্রভু, এ রক্ত ব্যাংকোর। তিনি একটা খানার মধ্যে এখন মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।
আর ফ্লিয়্যান্স?
আমাদের মার্জনা করুন প্রভু। ছেলেটা পালিয়েছে।
ঠিক আছে, মূল কাজটাই হয়ে গেছে। অন্য সময় আমরা ব্যবস্থা করবো ফ্লিয়্যান্সের। এখন তুমি এসো। এভাবে এখানে থেকো না।
যথা আজ্ঞা প্রভু!
ভোজসভায় প্রবেশ করলেন ম্যাকবেথ। দেখলেন-একটা আসনও খালি নেই।
এ কি! আমি কোথায় বসবো? একটা চেয়ারও তো কোথাও খালি দেখছি না!
রাজসিংহাসনের পাশেই বসেছিলেন এক সভাসদ। ম্যাকবেথের কথা শুনে তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকালেন।
সেকি প্রভু, আপনার জন্যে তো এই সিংহাসন!


ম্যাকবেথের মনে হল ব্যাংকোর প্রেতাত্মা তাঁর সিংহাসনের উপর বসে আছে।
না, এ হতে পারে না! কে এ কাজ করলো?
তুমি বলতে পারো না - আমিই এটা করেছি। তোমার ঐ রক্তমাখা মুখ আমাকে দেখিও না!
রাজা অসুস্থ মনে হচ্ছে। আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত।
সেই ভালো। ম্যাকবেথের এখন বিশ্রাম দরকার। এই রোগটা ওর ছেলেবেলা থেকেই দেখা গিয়েছিল, কাজেই ভাববেন না। আমিই ওর যত্ন নিচ্ছি। আপনারা আসুন।
আমার হাতে এখনো রক্ত। মনের মধ্যে বিচিত্র সব চিন্তা। ডাইনীদের সঙ্গে আবার আমার কথা বলা দরকার।
বেশ তো, কাল যেয়ো। আজ এখন তোমার ঘুমের দরকার স্বামী!
পরের দিন খুব ভোরেই ম্যাকবেথ প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন। লেনক্স তখন এক বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।
ম্যাকডাফের সঙ্গে রাজার এখন কিছু গণ্ডগোল চলছে। ম্যাকডাফ গতরাতের ভোজসভা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন তিনি কোথায়?
তুমি জানো না লেনক্স, ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন ম্যাকডাফ।
ম্যাকডাফ ইচ্ছা করেন - ইংলণ্ডের রাজা এডওয়ার্ড নর্দামবারল্যাণ্ডের আর্ল সিওয়ার্ডকে পাঠান ম্যালকমকে সাহায্য করার জন্য। তাহলে তিনি ম্যাকবেথকে পরাস্ত করতে পারবেন। কারণ এখন সকলেই বুঝে গেছেন - ম্যাকবেথই মহান রাজা ডানকানের হত্যাকারী।
ম্যাকডাফকে আদেশ করা হয়েছে স্কটল্যাণ্ডে ফিরে আসতে। তবে মনে হয় - উনি সে নির্দেশ মানবেন না।


ইতিমধ্যে ম্যাকবেথ তিনডাইনীর গুহা খুঁজে বের করেছেন।
মহিলাগণ, আমার ভবিষ্যৎ আমাকে দেখান।
ঠিক আছে ম্যাকবেথ, সামনে তাকাও।
তিন ডাইনীর যাদু প্রভাবে একে একে উঠে এলো একটি সৈনিকের মুখ, একটি রক্তমাখা কিশোর এবং একটি শিশু। তারা ঘোষণা করলো ···
ম্যাকবেথ, ফাইফের থেন ম্যাকডাফ থেকে সাবধান।
নারীগর্ভজাত কোনও মানুষ তোমার ক্ষতি করতে কখনো পারবেনা
ম্যাকবেথ, ডানসিনেন পাহাড়ের উপরে যতোদিন বার্নাম বন উঠে নাআসছে ততোদিন তোমার পরাজয় কখনো ঘটবে না।
শুনে খুশী হলেন ম্যাকবেথ। কিন্তু ব্যাংকো রাজাদের পিতা হবেন - এই ভবিষ্যৎ-বাণীও কি তাহলে সত্য হয়ে উঠবে? ডাইনীরা এবার হাসলো।
ঐ প্রথম লোকটি ব্যাংকো, বাকী সবাই ওরই মতো দেখতে। অর্থাৎ - ওরই বংশধর। সবারই মাথায় রাজমুকুট। আজ আমার বড়ো মন্দ দিন!
ম্যাকবেথকে রাগান্বিত মনে হচ্ছে কেন? আমরা তো ওকে খুশী করবার জন্যে যথেষ্ট করলাম!
ডাইনী তিনজন অন্তর্হিত হয়ে গেল শূন্যে। ম্যাকবেথের খোঁজ করতে করতে লেনক্স গুহায় এসে পৌঁছলেন।
প্রভু, থেন ম্যাকডাফ সম্পর্কে আমি খবর নিয়ে এসেছি। তিনি এখন ইংলণ্ডে পলাতক।


ম্যাকডাফের স্পর্ধা সীমাহীন হয়ে উঠেছে। ওকে শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে তৎপর হতে হবে। তার স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করবার জন্যে তার প্রাসাদে আমি সৈন্যদের পাঠাবো ।
ইতিমধ্যে লেডি ম্যাকডাফকে আনন্দ দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন রস। তাঁর স্বামী যে কেন এভাবে চলে গেলেন - এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন ।
ম্যাকডাফ বিশ্বাসঘাতকের মতো কাজ করলো ।
না ম্যাডাম, আপনার স্বামী বুদ্ধিমান। তিনি যা করেছেন তা দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যে।
খানিক পরে রসও চলে গেলেন ইংলণ্ডের পথে। লেডি ম্যাকডাফ চোখের জলে ভেসে গেলেন ।
মা, তুমি কাঁদছো কেন ?
তোমার বাবা চলে গেছেন। আমি জানিনা, তাঁকে ছাড়া আমরা কেমন করে বাঁচবো ?
কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন দূত এলো এক ভয়ঙ্কর খবর নিয়ে ।
ম্যাকবেথের সৈন্যদল এই পথেই আসছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালান !
কেন, আমরা তো কোন অন্যায় করিনি !
আলোচনার সময় আর মিললো না । সৈন্যদল জোর করে ভিতরে প্রবেশ করলো ওরা হত্যা করলো লেডি ম্যাকডাফ এবং তাঁর পুত্রকে।
ইংলণ্ডে পৌঁছবার আগেই রস খবর পেয়ে গেলেন লেডি ম্যাকডাফ এবং তাঁর পুত্র নিহত। রাজা এডওয়ার্ডের প্রাসাদে প্রবেশ করে রস দেখলেন- ম্যালকমের সঙ্গে কথা বলছেন ম্যাকডাফ ।
আসুন, আসুন রস। স্কটল্যাণ্ডের খবর কী ?
ম্যাকবেথ একটা পাগল। সারা দেশ এর জন্যে কষ্ট ভোগ করবে ।
বিচলিত হোয়ো না রস । ইংলণ্ডের রাজা নর্দামবারল্যাণ্ডের আর্ল সিওয়ার্ডকে আমাদের দিয়েছেন। সঙ্গে দশ হাজার যোদ্ধা । খুব শীগগিরই আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো ম্যাকবেথের কবল থেকে স্কটল্যাণ্ডকে বাঁচাতে।



রস আর বেশীক্ষণ ম্যাকডাফের স্ত্রী-পুত্রের খবরটা চেপে রাখতে পারলেন না
কী, ম্যাকবেথ আমার সংসার শেষ করে দিয়েছে! আমি এর প্রতিশোধ নেবো। হত্যা করবো ম্যাকবেথকে।
স্কটল্যাণ্ডের রাজ-অন্তঃপুরে এ দিকে শুরু হয়েছে এক নতুন নাটক। লেডি ম্যাকবেথের এক পরিচারিকা একজন ডাক্তার ডেকে এনেছেন
অসুখটা আজ কতোদিন হল?
যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্যে রাজা ম্যাকবেথ যেদিন প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন সেদিন থেকেই এটা হচ্ছে। ঐ-ঐ দেখুন!
বিস্ফারিত চোখে লেডি ম্যাকবেথ তাঁর ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন। বারবার তাঁর হাত দু'খানা তিনি ঘষছেন, যেন জল দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছেন মনে হল।
এই হাতদুটো কি আর পরিষ্কার কখনো হবে না? কে জানতো, ঐ বুড়ো মানুষটার শরীরে এতো রক্ত এখনো ছিল!
একটু পরেই উনি বিছানায় ফিরে যাবেন। ডাক্তার, আপনি কি ওঁকে নীরোগ করতে পারেন না?
না, আমার করবার কিছু নেই। তবে ওঁর দিকে সবাই নজর রাখবে। বলা যায়না, আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারেন।
যুদ্ধের দিন ক্রমে ঘনিয়ে আসতে লাগলো। চারপাশেই শুধু 'সাজো' 'সাজো' রব। বহু উদারচেতা মানুষ এই যুদ্ধে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলেন।
ইংরেজ সেনাবাহিনী বার্ণাম বনে এসে পড়েছে এখন।
হ্যাঁ। ম্যালকম, সিওয়ার্ড আর ম্যাকডাফ ওদের চালিত করছেন। আমরা সেখানে মিলিত হবো।
ম্যাকবেথ ডানসিনেন প্রাসাদে তার সৈন্যদলকে সজ্জিত করেছে। তারা ওকে ভয় করে, তাই মেনে চলে। কেউ ওকে ভালোবাসে না।
এগিয়ে এসো সবাই। আমরা এখন বার্ণামের দিকে যাবো। ইংরেজ বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।
ম্যাকবেথ কিন্তু ডানসিনেন প্রাসাদে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস-ডাইনীদের ভবিষ্যৎ-বাণী তাঁকে নিরাপদ রাখবে।
বার্ণাম বন হেঁটে আসতে কখনো পারবে না। স্ত্রীলোকের গর্ভজাত কোন মানুষও পারবে না আমার ক্ষতি করতে। আমার ভয় করার কিছু নেই।


হঠাৎ একজন দূত এলো ভয়ঙ্কর সংবাদ নিয়ে।
প্রভু, দশ হাজার ইংরেজ সৈন্য এই পথেই আসছে!
আসতে দাও, তাদের ভয়ে ভীত আমি নই। যাও, পাঠিয়ে দাও সেটনকে।
বিচক্ষণ ম্যাকবেথ আর নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না। শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।
সেটন, বর্ম পরতে সাহায্য করো আমাকে। সবাই দেখুক—শত্রুর ভয়ে ভীত নয় ম্যাকবেথ।
সবাই সেটা জানে প্রভু।
ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের রাজদ্রোহী বাহিনী খুব শীগগিরই বার্নাম বনে মিলিত হল।
এখন ডানসিনেনে আমরা ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত। এগিয়ে চলো সবাই।
সৈন্যদের বলো—বার্নাম বন থেকে সবাই এক একটা গাছের ডাল নিয়ে এবার যাত্রা শুরু করুক। এভাবে গেলে ম্যাকবেথ আমাদের সৈন্যবল সম্পর্কে কোন ধারনা করতে পারবে না।
তাই হবে স্যার!
ম্যাকবেথ এ সময় ভাবছিলেন—ম্যালকম, সিওয়ার্ড, ম্যাকডাফ—সবাই তাঁর বিরুদ্ধে অসহায়।
পতাকাগুলো দেয়ালের উপর নামিয়ে দাও। ডানসিনেন প্রাসাদ শত্রুর চেয়ে শক্তিশালী।
নিজের প্রাসাদেই কিন্তু বিপদ ঘটে গেল এবার। ম্যাকবেথ শুনতে পেলেন—ভিতর থেকে মহিলাদের কান্না ভেসে আসছে।
সেটন, কী হয়েছে ভিতরে?
হায় প্রভু, রাণী এইমাত্র মারা গেলেন!


শোক করার মতো সময় ম্যাকবেথের ছিল না। ঠিক সেই সময়ই এক দূত এলো এক আশ্চর্য খবর নিয়ে।
প্রভু, কথাটা প্রলাপের মতো শোনাবে, কিন্তু আমি যখন প্রাসাদের উপর থেকে বার্ণাম বনের দিকে তাকিয়েছিলাম— আমার মনে হল—বনের গাছগুলো সব পাহাড়ের মাথার দিকে উঠে আসছে।
গর্জে উঠলেন ম্যাকবেথ—
মিথ্যে কথা! এ কখনো হতে পারে না।
না প্রভু, সত্যি, আপনি নিজের চোখে দেখে আসুন।
ডাইনীদের ভবিষ্যৎ-বাণী এবার মনে পড়লো ম্যাকবেথের। বার্ণাম বন ডানসিনেনের দিকেই উঠে আসছে তাহলে!
যুদ্ধের জন্যে প্রাসাদের সকলকেই ম্যাকবেথ ডাক দিলেন।
অস্ত্র নাও সবাই। প্রাসাদের বাইরে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হবো। যদি মরতেই হয় তবে লড়াই করতে করতেই মরবো।
ম্যালকম এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী ততক্ষণে প্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেছেন।
ম্যাকডাফ, সৈন্যদের বলো—ওরা ওদের ডালপালার আড়ালগুলো ফেলে দিক।
ভেরীগুলো বাজাও! ম্যাকবেথ জানুক—আমরা তার জন্যে নিয়ে এসেছি শুধু রক্ত আর মৃত্যু!
রণদামামার শব্দ পেয়ে ম্যাকবেথ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন একটা সমতলভূমিতে।
যুদ্ধের সময় নর্দাম্বারল্যাণ্ডের আর্ল সিওয়ার্ডের ছেলে তলোয়ার-যুদ্ধে আহ্বান করলো ম্যাকবেথকে।
কী নাম তোমার?
নাম শুনলে চমকে উঠবে। আমি ম্যাকবেথ!


যুদ্ধ হল সামান্যই। ম্যাকবেথের তলোয়ার হত্যা করল শত্রুকে
হা-হা ! নারীগর্ভজাত মানুষ ! আমি তোমাদের ভয় করি না। কেউ আমাকে আঘাত করতে পারবে না এই যুদ্ধে!
যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে আসছিলেন ম্যাকডাফ -
কোথায় রাজা ? তার দেখা না পেলে নিহত স্ত্রী-পুত্র আমার ব্যর্থ প্রতিশোধের লজ্জায় চিরকাল ঘৃণা করবে আমাকে।
ম্যালকম এবং সিওয়ার্ড ম্যাকবেথের প্রাসাদে এবার প্রবেশ করলেন।
ম্যাকবেথের নিজের লোকেরাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। তারা এখন আমাদেরই দলে। ডানসিনেন এখন আমাদের !
অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর অবশেষে ম্যাকডাফ মুখোমুখি হলেন ম্যাকবেথের ।
অস্ত্র তুলে নাও ম্যাকবেথ। এবার তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ।
আমাকে হারাতে পারবে না ম্যাকডাফ। আমার জীবন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা রক্ষিত। নারীগর্ভজাত কোন মানুষ আমাকে হত্যা করতে পারবে না ।
তোমার বংশকে আমি শেষ করেছি। তোমার রক্তে আমার হাত কলঙ্কিত করবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। চলে যাও ম্যাকডাফ। যদি বাঁচতে চাও, এখনো পালাও।
না ম্যাকবেথ, আমি মরবো না, মরবে তুমিই।
নারীগর্ভ থেকে মানুষ যে ভাবে জন্ম নেয়, সেভাবে আমার জন্মলাভ হয়নি ম্যাকবেথ ! ডাক্তার আমার মায়ের পেট চিরে আমাকে বের করে এনেছিলেন।
তা হোক, তবু ভেঙে পড়তে আমি জানি না ম্যাকডাফ !


এসো, যুদ্ধ হোক!
ম্যাকবেথ বিপুল বিক্রমে আঘাত হানলেন।
আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সরে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করলেন ম্যাকডাফ তারপর আক্রমণ করলেন ম্যাকবেথকে।
ইতিমধ্যে ম্যালকমের বাহিনী যুদ্ধশেষ করে ফেলেছে। তারা জয়ী।
কতো মানুষকে আমরা হারালাম!
বলতে কষ্ট হচ্ছে প্রভু, তরুণ সিওয়ার্ড ম্যাকবেথের হাতে নিহত হয়েছেন।
হায় পুত্র, বীরের মৃত্যু লাভ করেছো তুমি!
ম্যাকডাফ ছুটতে ছুটতে ভিতরে এলেন এবার।
ম্যাকবেথের ছিন্নমুণ্ড আমার হাতে।
জয় ম্যালকম!
ম্যাকডাফের এই চরম কৃতিত্বের পর প্রতিটি থেন স্কটল্যাণ্ডের নতুন রাজা রূপে অভিনন্দন জানালেন ম্যালকমকে।
কসাই ম্যাকবেথের মৃত্যু হয়েছে! আমরা জয়ী।
এবার স্কটল্যাণ্ডে শান্তি আসুক।
অভিনন্দন গ্রহণ করুন ম্যালকম।
স্কটল্যাণ্ডের নতুন রাজা ম্যালকমের জয়!
শেষ

ডন কুইকসোট

মিগুয়েল সার্ভান্তিস





তিনি যখন তাঁর বন্ধু মেয়র এবং ক্ষৌরকারের সঙ্গে কথা বলতেন,তখনও ঠিক এসব কথাই এসে যেতো ।
স্যার পামেরিন সবার উপরে।
বন্ধুগণ ! কেমন করে তোমরা ভুলে যাচ্ছো জ্বলন্ত তলোয়ারের নাইটকে, যিনি শুধু এক হাতেই এক দঙ্গলে দৈত্য সংহার করেছিলেন? আহা, আমি যদি তাঁর মতো হতে পারতাম!
এইসব বন্ধুরাও কিন্তু জানতে পারলেন না , ভিতরে ভিতরে কী ভাবছেন অ্যালোনসো ।
ওকে দেখো, কেবল যাদু, দৈত্য আর যুদ্ধের কথাই সারাক্ষণ ভাবছে।
এর শেষ কোথায় ?
কিন্তু এই তো সবে শুরু !
যথেষ্ট পড়া হয়েছে, এবার আমি নিজেই একজন নাইট হবো ।
ঘরের একটা পরিত্যক্ত কোণায় তাঁর ঠাকুর্দার একটা পুরানো বর্ম পড়ে ছিল। যথেষ্ট ময়লা ধরা।
আঃ , পেয়ে গেছি! এবার আমাকে পায় কে ?
সাবধানে ওটা পরিষ্কার করলেন তিনি। প্রায় সপ্তাহখানেক কাজ করলেন, যতোক্ষণ না ওটা সোনার মতো ঝকঝকে হয়ে উঠলো।
বাঃ, সুন্দর হয়েছে! নিশ্চয় এটা অন্য সব নাইটদের মতোই চমৎকার।
এবার তিনি গেলেন আস্তাবলে ।
মহান অশ্ব ! ভুলে যাও তুমি কখনো একটা সাধারণ ঘোড়া ছিলে। আজ থেকে তুমি রোজিনান্টি - ডন কুইকসোট-ডিলা-মাঞ্চার বাহন ।


এখন আমার একটা আশ্চর্য নাম, চমৎকার বর্ম আর একটি অতুলনীয় অশ্ব রয়েছে। এবার আরাধনা করার জন্যে একটি সুন্দরী বালিকার প্রয়োজন।
তুমি তো জানো রোজিনান্টি, একজন হৃদয়হীন নাইট একটা পাতাঝরা গাছের মতো, আত্মাহীন শরীরের মতো।
কাছেই ছিল একটা গ্রাম - এল টোবোসো। সেখানে বাস করতো অতি সাধারণ একটি গ্রাম্য মেয়ে। নাম - অ্যালডোনজা লোরেঞ্জো। কুইকসানো একবার গ্রামের মেলায় তাকে দেখেছিলেন।
অবশ্যই, অ্যালডোনজাই আমার আরাধনার নারী।
এই মুহূর্ত থেকে সে-ই আমার স্বপ্ন - ডালসিনিয়া-ডেল-টোবোসো।
নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যদিও তুমি জানো না, তবু তুমিই আমার আরাধ্যা। এই মুহূর্ত থেকে আমার গৌরব, যা আমি অর্জন করবো - সব তোমার।
এবার তিনি গৌরবের সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন।
সব কিছু ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সম্মানই হচ্ছে সব।
মহৎ কাজ করে সেই গৌরব আমাকে অর্জন করতে হবে।
খুব শিগগিরই কিন্তু ভাবিত হয়ে পড়লেন কুইকসোট।
ওহ, নাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। কেউ একজন নাইট বলে আমাকে স্বীকার না করলে মহৎ কাজকর্ম আমি করবো কী ভাবে?
হুম, মনে হচ্ছে - এ সম্পর্কে কিছু পড়েছিলাম। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই ধরতে হবে যাতে সে আমাকে নাইট বানিয়ে দেয়।
অতএব এগিয়ে চললেন কুইকসোট।
৩



খুব তাড়াতাড়িই একটা সরাইখানায় তিনি পৌঁছে গেলেন।
দেখো রোজিনান্টি, আমরা একটা প্রাসাদের সামনে এসে পড়েছি। দুটি রূপসী মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।
ঠিক তখনই এক রাখাল তার শূকর ছানাগুলিকে ডাকবার জন্যে শিঙা বাজিয়ে দিয়েছে।
আমাকে এভাবে অভ্যর্থনা করার জন্যে ধন্যবাদ।
সরাইখানার মালিকও তখন বাইরে এসে পড়েছে।
স্যার নাইট, আপনি সর্বদাই স্বাগত। কিন্তু আজ যে কোন ঘর খালি নেই?
চিন্তা নেই, আমি গাছতলায় ঘুমোবো।
বেশ, তবে নামুন।
ঘোড়াটিকে কিন্তু যত্নে রাখতে হবে, কারন এমন মহাজ্ঞানী অশ্ব আপনি দুটি পাবেন না।
ডন কুইকসোট তাঁর শিরস্ত্রাণ খুললেন না। তখন মেয়ে দুটি তাঁকে খাইয়ে দিল।
ইস! কী দুর্গন্ধ!
না না, চমৎকার খাবার।
খাওয়া শেষ হবার পর--
দেখুন, আরো একটু দাক্ষিণ্য আমার চাই।
নিশ্চয়, নিশ্চয়। তার জন্যে এতো কাতর হচ্ছেন কেন? উঠে দাঁড়ান।
প্লিজ স্যার, দেখুন, অনেক মানুষ আছে যাদের আমি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আমি শুরু করতেই পারছি না, যদি না আপনার মতো কোন রাজকুমার আমাকে নাইট বলে ঘোষণা করেন।
বেশতো, বেশতো, আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমিও খুশী হবো। আজ রাতের মতো এখানের পূজাবেদীতে আপনার বর্মগুলি আপনি রাখতে পারেন মহান নাইট।


রাত বাড়ছিল। এমন সময় এক পথিক এসে পড়লো সঙ্গে একটি তৃষ্ণার্ত ঘোড়া নিয়ে।
দেখুন, এই কিম্ভুতটাকে সরিয়ে দিন। আমি ঘোড়াটাকে জল খাওয়াবো।
রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন কুইকসোট।
কী, আমি কিম্ভুত? একজন নাইটের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা-ও শেখেন নি?
কী ব্যাপার? মারবেন নাকি আমাকে?
সরাইমালিক এগিয়ে গিয়ে আটকে দিলেন কুইকসোটকে।
থামুন স্যার, থামুন! এ আপনি কী করছেন?
ও আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। ও কী জানে না – সারা-রাত আমি এখানে প্রার্থনা করবো?
ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন না। চলুন, এখান থেকে আমরা সরে যাই।
কিন্তু আমরা কি ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো না?
ওহ্, না, না। সময় বদলে গেছে। এখন আর ভোর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার দরকার হয় না। উঠে দাঁড়ান কুইকসোট, তাড়াতাড়ি করুন। পৃথিবী এখন আপনাকে খুঁজছে।
অতএব ডন কুইকসোট এবার বের হবার জন্যে তৈরী হলেন।
দেখুন, আপনার সঙ্গে টাকাকড়ি আছে তো?
না। কেন বলুন তো? কোন নাইটের এসব দরকার হয় বলে তো শুনিনি।

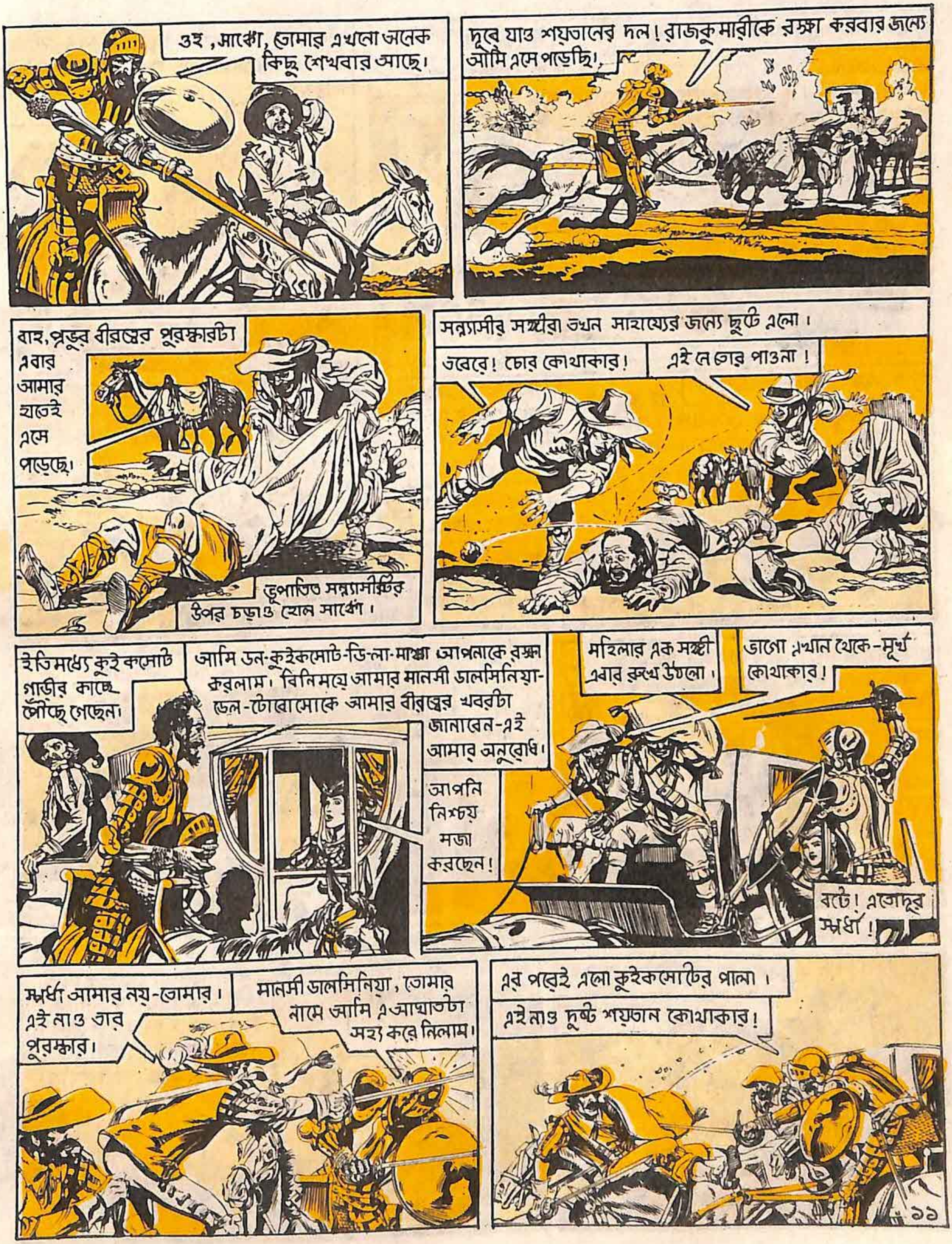

রোজিনান্টির পিঠের উপর কুইকসোটকে তুলে দিলেন সরাইমালিক।
ভুল ধারণা আপনার। সব নাইটেরই একটা সোনা ভর্তি থলি থাকে সঙ্গে।
আশ্চর্য! আমি তো এটা জানতাম না।
আমার কথাগুলো মনে রাখবেন। আপনি এখন বাড়ী ফিরে যান। কিছু পরিষ্কার জামা-কাপড় সংগ্রহ করুন। তারপর একজন অনুচর খুঁজে নিন। অনুচর বাদ দিয়ে কোন নাইটের কথা কখনো শুনেছেন?
সুতরাং ডন কুইকসোট তাঁর গাঁয়ের পথেই ফিরে চললেন। ভোরবেলা একটা আর্তনাদ তাঁর কানে এলো।
কী ব্যাপার! মনে হচ্ছে - কারো কোন সাহায্য দরকার নাইটের?
এগিয়ে গেলেন কুইকসোট।
থামো, আমার হুকুম! নিজেকে যে রক্ষা করতে পারে না, তেমন কাউকে আঘাত করা ঠিক নয়।
দেখুন স্যার নাইট, এই ছেলেটা আমার ভেড়াগুলোকে পাহারা দিত। কিন্তু রোজই ও একটা করে ভেড়া হারিয়েছে। এখন ও তার কাজের জন্যে পারিশ্রমিক চেয়েছে।
আমি সেটা ভালোভাবেই ওকে মিটিয়ে দিচ্ছি।
খবর্দার! এখনি ওর বাঁধন খুলে দাও। আর ওর পাওনা টাকা মিটিয়ে দাও। নইলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।
আপনার আদেশ শিরোধার্য মহান নাইট।
আমি হলাম ডন কুইকসোট-ডি-লা-মাঞ্চা। বেঠিক ব্যাপারকে ঠিক করাই আমার কাজ।
মনের আনন্দে আবার এগিয়ে চললেন কুইকসোট
কিন্তু যখনি তিনি চোখের আড়ালে চলে গেছেন--
নে, এবার তোর পাওনা। ডাক ওকে, ওইযে- বেঠিক জিনিষকে ঠিক করার ওস্তাদ - নাইট না কে, দেখি সে এটা ঠিক করতে পারে কিনা।


ডন কুইকসোট তাঁর স্বপ্নের নারীটির কথা এবার ভাবতে শুরু করলেন।
ওগো অপরূপা ডালসিনিয়া, আজ তোমার দুঃসাহসী নাইট পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করে দিয়েছে। এ গৌরব আমি তোমাকেই দিলাম।
চলতে চলতে এক দল বণিকের সঙ্গে কুইকসোট মুখোমুখি হলেন।
থামো, আমার হুকুম! কেউ তোমরা যেতে পারবে না যতোক্ষণ না স্বীকার করছো ডালসিনিয়া-ডেল-টোবোসোই হচ্ছে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী।
স্যার, আমরা এ কথা বলতে খুবই আনন্দ পাবো, কিন্তু আগে তার একটা ছবি অন্ততঃ আমাদের দেখান।
কী! আমার কথায় অবিশ্বাস?
ডন কুইকসোট আক্রমণ করতে গেলেন, কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রোজিনান্টি।
-ও-হো-হো-
তবেরে! এইবার?
সুযোগ পেয়ে বণিকের দল বেশ দু-চার ঘা বসিয়ে দিল কুইকসোটের পিঠে।
ধুলোর উপর পড়ে রইলেন অসহায় কুইকসোট। তাঁর অতো সাধের বর্শাটা ভেঙে দু টুকরো করে দিয়ে গেল ওরা।
রোজিনান্টি, এটা তোমার দোষ। তোমার ভুলেই এমন হাল হোল আমার। আমি উঠতে পারছি না। কী করা যায়? ঠিক আছে, গান ধরা যাক।
প্রথমে একটা ব্যালাডের কথা মনেপড়লো ডন কুইকসোটের।
হৃদয়ের রাণী ওগো অপরূপা কন্যে
কাঁদছো কি তুমি বীর নাইটের জন্যে


গান শুনতে পেয়ে তাঁর গাঁয়েরই এক জন ভাগ্য-ক্রমে এসে পড়লো সেখানে।
কে ওখানে? আশ্চর্য!
মুখের থেকে বর্ম সরানোর পর--
অ্যালোনসো, আপনি?
না, আমি ডন-কুইকসোট-ডি-লা-মাঞ্চা। দশজন দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে এই অবস্থা।
সরল মানুষটি তাঁকে তার খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিল।
মানুষটা গেল কোথায়?
ঐ দেখুন উনি আসছেন।
ও সব বই আপনি আর পড়বেন না। ওগুলো পড়ে আপনার মাথার ঠিক নেই।
সবাই মিলে ধরাধরি করে কুইকসোটকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।
খানিক পরে তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন ...
চিন্তা করবেন না। উনি জেগে ওঠার আগেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
একি! কী হয়েছে?
জেগে উঠেই চমকে উঠলেন কুইকসোট
আর বলবেন না! গত রাতে মেঘে চড়ে এক যাদুকর এখানে এসেছিল। সেই আপনার লাইব্রেরীর সব বইপত্তর নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছে।
ওহ, বিরাট যাদু আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোন কিছুই আমার কর্তব্য থেকে এক চুল সরাতে পারবে না।
দু'সপ্তাহ বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই বাড়ীতে কাটালেন কুইকসোট। এ সময় এক গরীব প্রতিবেশীকে তিনি লোভ দেখাতে লাগলেন।
আমার অনুচর হলে তুমি বিরাট ধনী হয়ে যাবে, এমনকি কোন দিন কোন রাজ্যপালও হয়ে যেতে পারো
রাজ্যপাল? আমি!


কতকগুলো পারিবারিক সম্পদ এবার বিক্রী করে দিলেন কুইকসোট।
আপনি কিন্তু আমার ভাইঝি বা গৃহকর্ত্রীকে কিছু বলবেন না।
ভয় নেই স্যালোনসো… মানে ডন কুইকসোট, আপনার গোপন সম্পদ আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে।
এরপর এক রাতে কুইকসোট বের হয়ে পড়লেন পথে। সরাইমালিক যেমনটি বলেছিলেন – এবার তাঁর সঙ্গে একজন অনুচর - সাঙ্কো পাঞ্জা, একথলি সোনা আর কতকগুলো পরিস্কার পোষাক। মনের আনন্দে এগিয়ে চললেন কুইকসোট।
পরের সকালে কতকগুলো বায়ু-কলের সামনে এসে তাঁরা থামলেন।
ভাগ্য আমাদের ঠিক জায়গাতেই এনে দিয়েছে সাঙ্কো। আমি ঐ দৈত্য-গুলোর সঙ্গে লড়াই করবো। ওদের ধন-সম্পদ সব আমার হবে।
দৈত্য? কোথায়?
আরে ঐ তো, দেখতে পাচ্ছো না, বিরাট বিরাট হাত নেড়ে কেমন ভয় দেখাচ্ছে?
ভালো করে দেখুন স্যার, ওগুলো বায়ু-কল। হাত যেগুলো বলছেন - ওগুলো কলের পাখা। কল দিয়ে জাঁতা ঘোরানো হচ্ছে।
ঠিক তখনি একটা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে লাগলো, আর বায়ুকলের পাখাগুলো ঘুরতে শুরু করলো।
সাঙ্কো, অভিযান সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে - ওরা আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে হাতগুলো নাড়ছে।
সুতরাং বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুইকসোট।


এবার আমি বুঝতে পারছি-যে যাদুকরটা আমার লাইব্রেরী চুরী করেছিল, এটা তারই কাণ্ড। দৈত্যগুলোকে বায়ু-কল বানিয়ে রেখেছে।
আমি বললাম-ওগুলো বায়ু-কল। শুনলেন না। এখন কী করে ওঁকে নামাই!
ভয় কোর না সাঙ্কো, শেষ পর্যন্ত আমি জিতবোই। এখন আমাকে রোজিনান্টির কাছে নিয়ে চলো।
রাতটা তাঁরা একটা গাছতলায় কাটালেন।
প্রভু, আপনার সঙ্গে কি কোন খাবার নেই?
না সাঙ্কো, আমি যখন আমার ডালসিনিয়ার কথা ভাবি, তখন উপোষ দিয়েই থাকি।
পরের সকালে গাছের ভাঙা ডাল বেঁধে বর্শাটা জুড়ে নিলেন কুইকসোট।
এবার আমরা অভিযানে যেতে পারবো।
আশা করি গতকালের চেয়ে আরো ভালো হবে এবার।
খানিক পরেই তাঁরা এক দল ভ্রমণকারীর সামনে এসে পড়লেন।
দেখো, ওরা একজন রাজকুমারীকে চুরী করে নিয়ে পালাচ্ছে।
আমি কিন্তু দু জন সন্ন্যাসী আর একটা গাড়ী দেখতে পাচ্ছি স্যার।



ওহ, সাঙ্কো, তোমার এখনো অনেক কিছু শেখবার আছে।
দূরে যাও শয়তানের দল! রাজকুমারীকে রক্ষা করবার জন্যে আমি এসে পড়েছি।
বাহ, প্রভুর বীরত্বের পুরস্কারটা এবার আমার হাতেই এসে পড়েছে।
ভূপাতিত সন্ন্যাসীটির উপর চড়াও হোল সাঙ্কো।
সন্ন্যাসীর সঙ্গীরা তখন সাহায্যের জন্যে ছুটে এলো।
ওরেরে! চোর কোথাকার!
এই নে চোর পাওনা!
ইতিমধ্যে কুইকসোট গাড়ীর কাছে পৌঁছে গেছেন।
আমি ডন-কুইকসোট-ডি-লা-মাঞ্চা আপনাকে রক্ষা করলাম। বিনিময়ে আমার মানসী ডালসিনিয়া-ডেল-টোবোসোকে আমার বীরত্বের খবরটা জানাবেন-এই আমার অনুরোধ।
আপনি নিশ্চয় মজা করছেন!
মহিলার এক সঙ্গী এবার রুখে উঠলো।
ভাগো এখান থেকে-মূর্খ কোথাকার!
বটে! এতোদূর স্পর্ধা!
স্পর্ধা আমার নয়-তোমার। এই নাও তার পুরস্কার।
মানসী ডালসিনিয়া, তোমার নামে আমি এ আঘাতটা সহ্য করে নিলাম।
এর পরেই এলো কুইকসোটের পালা।
এই নাও দুষ্ট শয়তান কোথাকার!

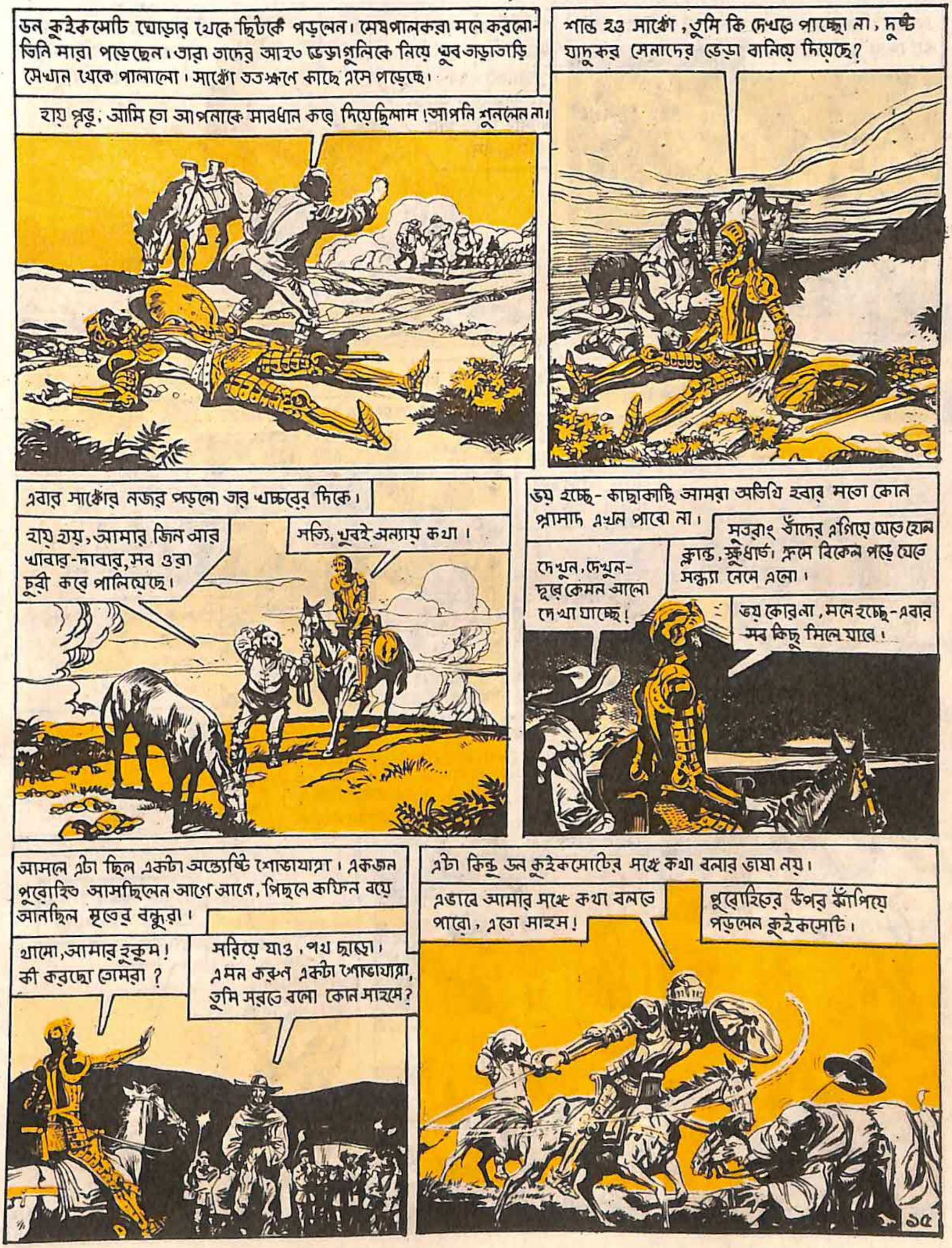


কুইকসোট এবার রোজিনান্টির পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালেন।
অস্ত্র ফেলে দাও, নইলে মাথা কাটবো তোমার!
ওহ, মহান নাইট। আমি ওর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।
আপনি মহৎ, তাই আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করলাম। কিন্তু ওকে এল টোবোসোতে যেতে হবে। ডালসিনিয়ার কাছে সব বলতে হবে।
ঠিক আছে, ও যাবে।
মুক্তি পেয়ে যাত্রীরা ছুটে পালালো।
ওহ, প্রভু! কী দারুণ খেল আপনি দেখালেন! এবার আমাকে রাজ্যপাল করে করছেন?
আহ, সাঙ্কো, অপেক্ষা করতে শেখো। সামনে যে সব দুঃসাহসিক কাজ আমাদের করতে হবে-এটা তারই একটা ভূমিকা।
অতএব তাঁরা এগিয়ে চললেন সামনে।
শিরস্ত্রাণটা নষ্ট হয়ে গেল। খুবই দুঃখের কথা সাঙ্কো।
তবু ভালো, মাথাটা তো বেঁচেছে!
রাত নেমে আসতে তাঁরা কয়েকজন মেষপালকের কাছে পৌঁছে গেলেন।
আসুন আসুন বীর নাইট!
ধন্যবাদ। তোমাদের দেখা পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমার।
মনের আনন্দে সবাই রাতের আহারে মেতে গেলেন।
ওদিকে এক মেষপালক এসে হাজির।
বন্ধুগণ! ক্রাইসোসটোম আর এ জগতে নেই।
সে কে ছিল?
ওহ, পথিক, এখানের সবাই ঘটনাটা জানে। এখানের পাহাড়গুলিতে রূপসী মার্সেলা তার মেষপাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যে তাকে দেখে সে-ই মজে যায়। কেউ তাকে বশে আনতে পারে না। হতভাগ্য ক্রাইসোসটমের মতো অনেকেই এভাবে প্রাণ হারায়।



যে পাথরটার ধারে মার্সেলাকে সে প্রথম দেখেছিল, সেখানেই কাল সকালে তাকে কবর দেওয়া হবে।
ভালো কথা, আমিও সেখানে তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।
পরের দিন সকালে···
এখানে শুয়ে আছে ক্রাইসোসটোম। সে মার্সেলাকে ভালোবাসতো। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছে ঘৃণা। অহঙ্কারী মেয়েটি তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।
হঠাৎ করে মার্সেলা হাজির।
শান্ত হোন,
কেন আমাকে মন্দ বলছেন?
আমি কখনো কাউকে ঠকাইনি। আমি শুধু বলি - আমাকে একা থাকতে দিন।
শুনেছি-খাঁটি ভালোবাসা কখনো বাঁধে না। তাহলে একটা জন্তুর মতো লোকে আমাকে শিকার করতে চায় কেন? আমি শুধু ভালোবাসি - একা একা ঘুরে বেড়াতে। চারপাশের এই পাহাড়, বন আর নদীর ধারে বসে বসে আমার প্রিয় গান-গুলি গাইতে।
আমার স্বাধীনতা কেউ দয়া করে কেড়ে নেবেন না। আমাকে একা থাকতে দিন।
এই বলেই মেয়েটি চোখের আড়ালে সরে গেল।
মেষপালকদের কেউ কেউ ওর পিছু নেবার চেষ্টা করছিল।
না, পিছু নেবে না। ও দোষী নয়, ওকে বরং সম্মান করা উচিত।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর···
এত তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাচ্ছি কেন প্রভু? কোথায় যাচ্ছেন?
মার্সেলাকে আমি খুঁজে বের করবো। ওর এখন নিরাপত্তার দরকার।


সুতরাং তিনি পর্বতগুলির দিকে এগিয়ে চললেন, কিন্তু সেই মিষ্টি সুন্দর মেয়েটিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।
সেদিন বিকেলে এক বিরাট সমতলভূমির উপর তাঁরা দু'জনে এসে পৌঁছলেন। দূরে দুটো সুবিশাল মেঘ এসময় জেগে উঠলো।
আহ, কী দারুণ ভাগ্য! মেঘদুটো দেখে মনে হচ্ছে-দু'দল যোদ্ধা ওখানে লড়াই করছে। শুনতে পাচ্ছো সাঙ্কো-রণদামামা বাজছে, শিঙা বাজছে।
কিন্তু আমি তো কেবল মেষপালের সাড়া পাচ্ছি প্রভু!
ভয় পেয়ে ও রকম মনে হচ্ছে তোমার। তুমি বরং এখানে দাঁড়াও, আমি একাই যুদ্ধযাত্রা করি।
না প্রভু ওখানে যাবেন না, ফিরে আসুন এখানে।
ডন কুইকসোট সে কথায় কান দিলেন না। তিনি একাই সেই মেঘের মধ্যে ছুটে গেলেন।
ভেড়াগুলো আহত হয়ে প্রবল চিৎকার শুরু করে দিল। তাই দেখে মেষপালকের দল তাদের ফিঙা দিয়ে সবাই পাথর ছুঁড়তে শুরু করলো কুইকসোটের দিকে।
১৪



ডন কুইকসোট ঘোড়ার থেকে ছিটকে পড়লেন। মেষপালকরা মনে করলো- তিনি মারা পড়েছেন। তারা তাদের আহত ভেড়াগুলিকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালালো। সাঙ্কো ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে।
হায় প্রভু, আমি তো আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম! আপনি শুনলেন না।
শান্ত হও সাঙ্কো, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, দুষ্ট যাদুকর সেনাদের ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে?
এবার সাঙ্কোর নজর পড়লো তার খচ্চরের দিকে।
হায় হায়, আমার জিন আর খাবার-দাবার, সব ওরা চুরী করে পালিয়েছে।
সত্যি, খুবই অন্যায় কথা।
ভয় হচ্ছে- কাছাকাছি আমরা অতিথি হবার মতো কোন প্রাসাদ এখন পাবো না।
সুতরাং তাঁদের এগিয়ে যেতে হোল ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। ক্রমে বিকেল পড়ে যেতে সন্ধ্যা নেমে এলো।
দেখুন, দেখুন- দূরে কেমন আলো দেখা যাচ্ছে!
ভয় কোরনা, মনে হচ্ছে- এবার সব কিছু মিলে যাবে।
আসলে এটা ছিল একটা অন্ত্যেষ্টি শোভাযাত্রা। একজন পুরোহিত আসছিলেন আগে আগে, পিছনে কফিন বয়ে আনছিল মৃতের বন্ধুরা।
থামো, আমার হুকুম! কী করছো তোমরা?
সরিয়ে যাও, পথ ছাড়ো। এমন করুণ একটা শোভাযাত্রা, তুমি সরতে বলো কোন সাহসে?
এটা কিন্তু ডন কুইকসোটের সঙ্গে কথা বলার ভাষা নয়।
এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো, এতো সাহস!
পুরোহিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুইকসোট।

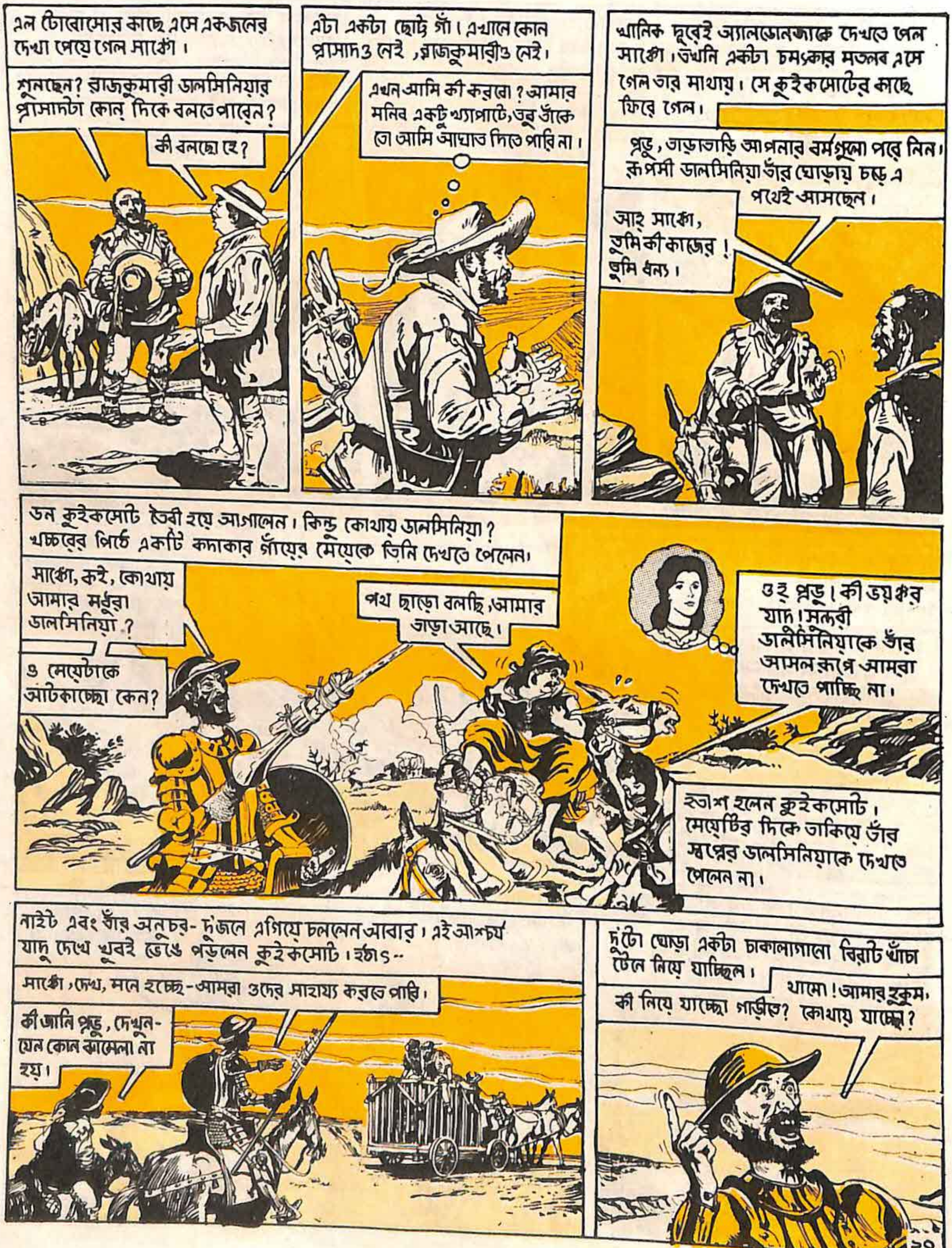

এভাবে তাঁকে আক্রান্ত হতে দেখে তাঁর সঙ্গীরা সবাই ভয় পেয়ে ছুটে পালালো।
প্লিজ, মহান নাইট! আমাকে বাঁচতে দিন। আমি একজন গরীব পুরোহিত। একজন মৃত ব্যক্তিকে তার কবরখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম।
আগে বলনি কেন? ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।
গাধাটার উপর পুরোহিতকে ডন কুইকসোট চড়িয়ে দিলেন। তিনিতখনি সেখান থেকে চম্পট। ইতিমধ্যে সাঙ্কো গোটা দলটার ফেলে যাওয়া খাবার-দাবার সব জড়ো করে ফেলেছে।
চলো, পুরোহিতের সঙ্গীদের এবার খুঁজে বের করতে হবে।
না, না, প্রভু। এখান থেকে এখনি চলে যাওয়া দরকার।
চলতে চলতে রাত কাটাবার মতো একটা জায়গা শেষ পর্যন্ত মিলে গেল।
ভাগ্য এখন বড়ো মন্দ মনে হচ্ছে সাঙ্কো।
ঠিক কথা প্রভু। পেট যদিও ভরে গেছে তবু আমার খচ্চরটার কোন জিন এখনো জোটেনি।
সকাল হতে তাঁরা পর্বতের দিকে এগিয়ে চললেন।
চলতে চলতে একজন ভ্রাম্যমান ক্ষৌরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
ঐ একজন নাইট আসছে। মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ
না প্রভু, ও একজন নাপিত। মাথায় ওটা দাড়িকামানোর বাটি।
আহ সাঙ্কো, তোমাকে এখনো অনেক কিছু শিখতে হবে। ওটা হচ্ছে ম্যামব্রিনোর সোনালী শিরস্ত্রাণ। ওটা আমার নিজের জন্যে জয় করে নিতে হবে।
আপনি তাহলে এগিয়ে যান। আমি পিছনে থাকছি।


ডন কুইকসোট আক্রমণ করলেন। গরীব ক্ষৌরকার তার গাধার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে পড়েই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দে ছুট।
ম্যামব্রিনোর শিরস্ত্রাণ মাথায় নেবার মতো মহৎ তুমি নও।
আহ্! আমার সবগুলি যুদ্ধের বিনিময়ে এই আশ্চর্য শিরস্ত্রাণটি আমি গ্রহণ করলাম।
আর নাইটের অনুচর হিসাবে পুরস্কার স্বরূপ আমি নিলাম এই জিনটা।
আবার তাঁরা এগিয়ে চললেন। সাঙ্কো তার জিন পেয়ে খুব খুশী
আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম- নাইটের অনুচরের জন্যে কোন পুরস্কার কখনো মেলে না।
থামো। কারা আসছে।
ওরা কয়েদী। রক্ষীরা ওদের বান্দা করতে নিয়ে যাচ্ছে কোন যুদ্ধজাহাজে।
ব্যাপারটা তো খুব ভালো মনে হচ্ছে না আমার।
কয়েদীগুলোর করুণ অবস্থা দেখে রাগে গর্জন করে উঠলেন কুইকসোট।
থামো! কার হুকুমে এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সবাইকে বন্দী করে তোমরা বান্দা করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছো?
রাজার হুকুম। পথ ছাড়ো!
না, এ আমি মানবো না। অন্যের স্বাধীনতা হরণ করা ঠিক নয়। আমি প্রতিটি কয়েদীর কাছ থেকে জানতে চাই- কেন তাকে বন্দী করা হয়েছে। ভয় নেই, তোমরা সব বলো।
আমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।
আমি ছিলাম খুব গরীব।
আমি চুপ করে থাকতে পারতাম না। মাঝে মাঝে গান গেয়ে উঠতাম।



কারণগুলো হাস্যকর। আমি বলছি- ওদের মুক্ত করে দাও।
তুমি মূর্খ, তাই এমন কথা বলছো। এটা রাজার হুকুম। সরে যাও বলছি।
কিন্তু ডন কুইকসোট জানতেন - কী ওঁর করা উচিত। তিনি আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীরাও রক্ষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।
মনে রেখো- তোমাদের সাহায্য করলেন ডন কুইকসোট ডি লা মাঞ্চা।
হুররে!
কী চমৎকার মানুষ!
আনন্দে দু'হাত তুলে কয়েদীরা সম্মান জানালো তাদের মুক্তিদাতাকে।
এর বিনিময়ে আমি তোমাদের বলছি- ডালসিনিয়া ডেল টোবোসোর কাছে যাও। তাঁকে বলো - ওঁর নাইট কী দুঃসাহসের সঙ্গে লড়াই করে তোমাদের মুক্তি এনে দিয়েছে।
কথা শুনে ঘাবড়ে গেল কয়েদীরা, তারপর চটে গেল।
কী বলছে রে পাগলটা? বুড়ো বানরটাকে আচ্ছা করে ঢিল মারো সবাই।
কয়েদীরা তাদের মুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সদলে আক্রমণ করলো কুইকসোটকে।
বেচারা স্যাঞ্চোর পোষাকগুলোও তারা চুরী করে নিয়ে পালালো। কুইকসোট তক্ষুনে ধরাশায়ী।
শিগগির এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে প্রভু। রক্ষীদের জ্ঞান ফিরলে আর রক্ষা থাকবে না।


সুতরাং তাঁরা পর্বতশ্রেণীর দিকে এগিয়ে চললেন।
তুমি বোধহয় ভাবছো – আমি ভয় পেয়ে এভাবে চলে যাচ্ছি?
হা ভগবান! এ আবার কী কথা!
জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বদাই নিজেদের রক্ষা করে চলেন।
অবশেষে তাঁরা পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে সমতলভূমির সামনে এসে দাঁড়ালেন।
আঃ সাঙ্কো, এবার আমার আসল কাজটা সেরে ফেলতে হবে।
সেটা কী প্রভু?
রাজকুমারী ডালসিনিয়াকে সব খবর আমাকে জানাতেই হবে। বিনিময়ে তার সুমধুর প্রশংসা আমরা পেয়ে যাবো।
আমি আমার বর্মগুলো খুলে রেখে এখানে অপেক্ষা করি।
আপনি কতো মহৎ। আপনার ভাবনাগুলো সব সময় আমাকে চমক লাগায়।
আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওটা নিয়ে তুমি এল টোবোসোতে যাও।
নিশ্চয়ই যাবো প্রভু।
আঃ - ডালসিনিয়া! আমার জীবনের স্বর্গ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা রূপসী। আমার মধুর ডালসিনিয়া, আমার নাইট জীবনের প্রতিটি গৌরব অবশ্যই তোমার।
আমি তাকে এখানে আসতে লিখে দিলাম। সে এলে খুব আশ্চর্য লাগবে আমার।
আমি আসছি প্রভু। আশা করি তাঁর প্রাসাদটা আমি খুঁজে নিতে পারবো।



এল টোবোসোর কাছে এসে একজনের দেখা পেয়ে গেল সাঞ্চো।
শুনছেন? রাজকুমারী ডালসিনিয়ার প্রাসাদটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?
কী বলছো হে?
এটা একটা ছোট্ট গাঁ। এখানে কোন প্রাসাদও নেই, রাজকুমারীও নেই।
এখন আমি কী করবো? আমার মনিব একটু খ্যাপাটে, তবু তাঁকে তো আমি আঘাত দিতে পারি না।
খানিক দূরেই অ্যালডোনজাকে দেখতে পেল সাঞ্চো। তখনি একটা চমৎকার মতলব এসে গেল তার মাথায়। সে কুইকসোটের কাছে ফিরে গেল।
প্রভু, তাড়াতাড়ি আপনার বর্মগুলো পরে নিন। রূপসী ডালসিনিয়া তাঁর ঘোড়ায় চড়ে এ পথেই আসছেন।
আহ সাঞ্চো, তুমি কী কাজের! তুমি ধন্য।
ডন কুইকসোট তৈরী হয়ে আসলেন। কিন্তু কোথায় ডালসিনিয়া? খচ্চরের পিঠে একটি কদাকার গাঁয়ের মেয়েকে তিনি দেখতে পেলেন।
সাঞ্চো, কই, কোথায় আমার মধুরা ডালসিনিয়া?
ও মেয়েটাকে আটকাচ্ছো কেন?
পথ ছাড়ো বলছি, আমার তাড়া আছে।
ওহ্ প্রভু। কী ভয়ঙ্কর যাদু! সুন্দরী ডালসিনিয়াকে তাঁর আসল রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।
হতাশ হলেন কুইকসোট। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাঁর স্বপ্নের ডালসিনিয়াকে দেখতে পেলেন না।
নাইট এবং তাঁর অনুচর- দুজনে এগিয়ে চললেন আবার। এই আশ্চর্য যাদু দেখে খুবই ভেঙে পড়লেন কুইকসোট। হঠাৎ--
সাঞ্চো, দেখ, মনে হচ্ছে- আমরা ওদের সাহায্য করতে পারি।
কী জানি প্রভু, দেখুন- যেন কোন ঝামেলা না হয়।
দুটো ঘোড়া একটা চাকালাগানো বিরাট খাঁচা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।
থামো! আমার হুকুম। কী নিয়ে যাচ্ছো গাড়ীতে? কোথায় যাচ্ছো?


আজ্ঞে, এটা একটা সিংহ। রাজাকে উপহার দিতে হবে। পথ বড়োই দীর্ঘ, আর সিংহটাও ক্ষুধার্ত। তাই থামতে পারছি না।
সিংহটাকে বের করে দাও। আশ্চর্য যাদুর বলে ওটা যতোই শক্তিমান হোক, আমি দেখিয়ে দেবো- ডন কুইকসোট ওটার চেয়েও শক্তিধর।
খাঁচার দরজাটা যদি এখনি খুলে না দাও, তবে এই বর্শাটা দিয়ে তোমাকে গেঁথে ফেলবো আমি।
আপনি যদি ওটার সাথে লড়তে চান, আমি থামাতে পারি না। কিন্তু জেনে রাখুন- এতে আমার কোন দোষ নেই।
প্রভু! দয়া করে এটা করবেন না।
দূরে থাকো সাঙ্কো —তুমি এবং আর সবাই। তবে আমি যদি মারা পড়ি, তুমি সুন্দরী ডালসিনিয়ার কাছে যাবে। তাকে বলবে- আমি তার জন্যেই প্রাণটা দিয়েছি।
রক্ষকটি এবার খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে ছুটতে ছুটতে পালালো।
ছুটতে থাকো, থেমো না।
সিংহটা পিছু নিতে পারে।
সুবিশাল সিংহটা উঠে বসলো। হাই তুললো একটা।
ডন কুইকসোটের দিকে ঘুরে তাকালো।
গর্জন করলো একবার, কিন্তু নড়লো না। অলসভাবে শুয়ে পড়লো। তারপর ঘুমিয়ে গেল।
গতিক দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন কুইকসোট। রক্ষীদের চিৎকার করে ডাকলেন।
ফিরে এসো তোমরা, সিংহটাকে উত্তেজিত করে দাও। ও বেরিয়ে আসুক। আমি ওটার সঙ্গে লড়াই করবো।
কী আশ্চর্য! আপনি এখনো জীবিত আছেন?



আপনার হৃৎপিণ্ড বড়োই শক্তিশালী। এতো বড় বিপদের মুখেও আপনি ভয় পেয়ে ছুটে পালান নি। রাজাকে আমি আপনার কথা জানাবো।
বেশ, তুমি তাহলে যেতে পারো।
নাইট এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটে গেল। কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর। তাঁদের অভিযান কাহিনী গুলো নিয়ে ইতিহাস লেখা হোল একটা। তাঁরা স্পেন দেশে তো বিখ্যাত হলেনই, পৃথিবীর অন্য দেশেও তাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়লো।
ঐ, ঐ সেই বীর নাইট-ডন কুইকসোট ডি লা মাঞ্চা পথ দিয়ে যাচ্ছেন!
কী সাঙ্কো, বলিনি- আমাকে নিয়ে একদিন ইতিহাস লেখা হবে?
আমার সম্পর্কেও লেখা হয়েছে প্রভু। বলা হয়েছে- আপনার পরই আমি।
একদিন বিকেলে এক মহিলাকে কুইকসোট দেখলেন।
বলুন, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?
আপনিই ডন কুইকসোট ডি লা মাঞ্চা? আমি এবং আমার স্বামী-আমরা দু জনেই আপনাদের অভিযানের কথা পড়েছি।
ডিউক এবং ডাচেস-দু জনেই উপভোগ করেছেন কুইকসোটের কাহিনী। তাই ডাচেস স্বামীকে ডাকলেন।
বাহ, তাই নাকি?
মজার নাইট ডন কুইকসোট আমাদের সঙ্গী হতে চান।
কুইকসোট এবং সাঙ্কো যখন লাফ মেরে তাঁদের বাহনের উপর উঠতে গেলেন, তখন--
আহ!
ও হো হো-
দমকা হাসির বান ডাকলো আকস্মিক অঘটনে। সব যখন শান্ত হয়ে এলো, ডিউকের নির্দেশে তাঁর বাহিনী তখন প্রাসাদের পথে যাত্রা করলো। যথা সময়ে তাঁরা পৌঁছে গেলেন সেখানে।
প্রাসাদে প্রবেশ করার পর দুটি তরুণ সেবক ছুটে এলো ডন কুইকসোটের কাছে। তাঁর বর্মগুলি খুলে নেবার জন্যে সাহায্য করতে।



কুইকসোটের কাঁধের উপর একটা চাদর দেওয়া হোল, তারপর নিয়ে যাওয়া হোল খাবার ঘরে। সেখানে ডিউক, ডাচেস এবং প্রাসাদের পুরোহিতের সঙ্গে ভুরিভোজনে বসলেন কুইকসোট আর সাঙ্কো।
খুবই দুঃখের কথা, দুষ্টু যাদুকরের মায়ায় আমার পরম আরাধ্যা ডালসিনিয়া একটা চাষীঘরের মেয়ের মতো দেখতে হয়ে গেছে।
শুনে বেদনা বোধ করলেন ডাচেস, কিন্তু পুরোহিত খুব রেগে গেলেন।
তুমি আর তোমার অনুচর – দু জনেই মূর্খ, তাই এসব বিশ্বাস কর।
ডন কুইকসোট তখনো শান্ত।
না, আমি মূর্খ নই। আমি একজন নাইট। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাই থাকবো।
ডিউক এবার অন্য একটা পরিকল্পনা করলেন।
ডন কুইকসোট, আপনি একজন মহান নাইট। আপনাকে সম্মান জানানোর জন্যে আমি সাঙ্কোকে একটা দ্বীপের রাজ্যপাল করে দিতে চাই।
সাঙ্কো, হাঁটু মুড়ে ডিউকের সামনে বোসো। এটা একটা বিরাট সম্মান।
পরে ডন কুইকসোট সাঙ্কোকে তাঁর উপদেশগুলি শোনালেন।
তুমি সৎভাবে থাকবে, গরীবদের রক্ষা করবে, আর নিজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
আমার কিন্তু বিশ্বাসই হচ্ছে না এখনো – আমি কি সত্যিই রাজ্যপাল হবো?
ডন কুইকসোট পাঠিয়ে দিলেন সাংকোকে। তারপর বিদায় নেওয়া হয়ে গেল ডিউকের কাছ থেকে। সাঙ্কোকে বারাটারিয়া দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হোল। আসল উদ্দেশ্য - তাকে বোকা বানানো।
রাজ্যপাল হয়ে বিচারকের ভূমিকায় বারবার বসতে হোল সাঙ্কোকে। আর সব সময়ই সে সুবিচার করে গেল বিবেকের নির্দেশে।


একদিন তার ভৃত্যটি অকপটে জানালো --
স্যার, আমি হৃদয়ের সঙ্গে আপনাকে সম্মান করি। আপনি সত্যিই মহান।
রাজ্যপালের দায়িত্ব বেশীদিন ভালো লাগলো না সাঙ্কোর। প্রভুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তার মন খারাপ হয়ে যেতে লাগলো।
অনেক দিন এখানে রাজ্যপাল হয়ে রইলাম। এবার আমি দেশে ফিরে যাবো ।
ইতিমধ্যে ডাচেস আর ডিউক - যাঁরা বোকা বানাতে চেয়েছিলেন কুইকসোট আর সাঙ্কোকে, তাঁরা নিজেরাই খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।
সত্যি, আমরাই শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম।
ডন কুইকসোট আর সাঙ্কো আবার নতুন করে অভিযানে বেরুলেন। সময় বয়ে চললো তার আপন নিয়মে। আরও অনেক ঘটনা দিনে দিনে ঘটে গেল। একদিন তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন- ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের গাঁয়েই ফিরে এসেছেন।
আঃ, চমৎকার! সামনে ঐ লা মাঞ্চা!
মেয়র আর ক্ষৌরকার তাঁদের কাছে পেয়ে খুশী হলেন। অনেক দিন পরে আবার মিলিত হলেন সকলে।
বন্ধুগণ! আমি এবার বিশ্রাম নেবার জন্যে ফিরে এসেছি।
সুদীর্ঘ অভিযানের শেষে ডন কুইকসোট অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ভাইঝি আর গৃহকর্ত্রী তাঁর সেবা করতে লাগলেন। মেয়র আর ক্ষৌরকার প্রতিদিন দেখা করতে আসতেন তাঁর সঙ্গে। বিশ্বস্ত অনুচর সাঙ্কো একটি দিনও তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যায়নি।
প্রিয় বন্ধুগণ, আমি একটু উন্মাদ ছিলাম; কিন্তু এখন আমার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে।
আমি আর ডন কুইকসোট ডি লা মাঞ্চা নই, আমি অ্যালোনসো কুইক্সানো- একজন সাধারন মানুষ।
চলে গেলেন কুইকসোট। শোকে কাতর হয়ে পড়লেন সবাই। কারন আশ্চর্য সব স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্যে এমন অসাধারন একটি মানুষকে আর কখনো পাওয়া যাবে না।
শেষ

বেন হুর

এমন এক দিন ছিল যখন রোমের সেনাবাহিনী ছিল অজেয়। পরিচিত পৃথিবীটার প্রায় সবখানেই ছিল রোমের রাজ্যপাট। তবু পরাজিত মানুষের স্বাধীন হবার স্বপ্ন তখনো ছিল। জুডিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ সেই আশ্বাসই মানুষকে দিলেন। জ্যোতিষের গণনা থেকে তাঁরা জানালেন - রাজা আসছেন। তিনি তাদের রক্ষা করবেন। বেথলেহেমে তিনি জন্ম নেবেন। রক্ষা করবেন ইহুদিদের। সসাগরা পৃথিবী তিনি পালন করবেন।





দ্বিতীয় পুরুষটি এক জন ভারতীয় জ্ঞানী, নাম- মেলসিওর। তৃতীয় জন গ্যাসপার, একজন গ্রীক।
ঈশ্বর দূর দূর দেশ থেকে আমাদের টেনে এনে এখানে মিলিত করেছেন। অপার তাঁর করুণা।
তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, ইহুদিদের রাজা হবার জন্যে যে শিশুটি এখন জন্মেছে-তার কাছে।
আমরা নতজানু হয়ে তার পূজা করবো। তবেই মানুষ বুঝতে পারবে- বিশ্বাস আর ভালোবাসা দিয়েই স্বর্গকে জয় করা সম্ভব, তলোয়ার দিয়ে নয়।
তিন জ্ঞানী যাত্রা শুরু করলেন এক সময়। রাত তখন অন্ধকার। হঠাৎ তাঁরা আকাশে একটা উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন।
সেই তারা! সেই তারা! ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে।
তারাটির অনুসরণ করে তাঁরা বেথলেহেমের এক আস্তাবলে এসে পৌঁছলেন।
এখানে কি কোন শিশুর জন্ম হয়েছে?
হ্যাঁ, গত কাল রাতে।
তার কাছে আমাদের নিয়ে চলো। আমরা তার পূজা করবো।
আঃ, আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রা এবার তীর্থযাত্রায় পরিণত হবে।
ভিতরে তাঁরা যোসেফ, মেরী আর সেই শিশুটিকে পেলেন। নতজানু হয়ে শিশুটির পূজা করলেন তাঁরা।
ইনিই সেই! পৃথিবীর পরিত্রাতা।
২


জ্ঞানী তিন জন ফিরে গেলেন তার পর। দিনে দিনে শিশুটি বড় হয়ে উঠতে লাগলো। রোমানরাও জুডিয়া শাসন করে চললো। দীর্ঘ বিশ বছর পার হয়ে গেল। জুডিয়ার নতুন রাজ্যপাল হয়ে এলেন ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস।
রোম আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে। এখন এই গ্রেটাস আমাদের ধর্মাচরণেও হাত দিতে চায়। আমরা ওকে মানবো না।
তা কী করে সম্ভব? ও যে বিরাট একটা সেনাবাহিনী নিয়ে এখানে এসেছে!
খুব কাছাকাছিই দুটি বন্ধু এবার মুখোমুখি হোল পাঁচ বছর পর। এক জন অভিজাত রোমান, নাম—মেশালা, আর এক জন ইহুদি—জুডা বেন হুর।
রোমে আমি অনেক কিছু শিখেছি। ভালোবাসা কিছুই না, আসল হোল যুদ্ধ। আমি এক বিরাট যোদ্ধা হবো। তুমি কী হবে?
এখনো কিছু ভাবিনি।
চলে এসো। আমার ধর্মমত মেনে নাও। আমি একজন সেনাপতি হবো। তুমিও আমার সৌভাগ্যের অংশীদার হবে।
আমি একজন ইহুদি। তুমিই আজ শেখালে—আর আমরা বন্ধু থাকতে পারি না মেশালা।
আজ থেকেই আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম। ঈশ্বর তোমাকে শান্তি দিন।
তাহলে তাই হোক। জয় হোক রণদেবতার।
ভাঙা মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলো জুডা। দাসী অমরা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।
তোর মা তোকে খুঁজছেন। উনি ছাদে আছেন জুডা।
বেশ, যাচ্ছি।
খোলা ছাদে মায়ের সামনে গিয়ে জুডা দাঁড়ালো।
কিরে, মনে হচ্ছে—তোর মন খুব খারাপ
হ্যাঁ, মা।
১৩


মেশালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে আর আমাদের দেবতাকে ও ব্যঙ্গ করলো মা।
চিরকালের জন্যে তাই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।
মা, আমরা কি রোমানদের চেয়ে ছোট? একজন রোমান যা পারে, ইসরায়েলের কোন ছেলে কেন তা পারবে না মা?
মেশালা বড় মানুষের ঘরে জন্মেছে। কিন্তু তোর বংশ বা জাত আরও অনেক বেশী প্রাচীন, অনেক বেশী বনেদী।
আমি কি একজন সৈনিক হতে পারবো মা?
যতোদিন তুই ইসরায়েলের দেবতাকে মান্য করবি, আমার অনুমতির অভাব হবে নারে!
শুনে খুশী হোল জুডা। মনের সুখে ঘুমিয়ে পড়লো। পরের সকালে ঘুম যখন ভাঙলো, ওখন তার ছোট বোন টির্জা তার পাশে বসে গান গাইছে।
আঃ, বড়ো মধুর গান রে টির্জা! এ সময় হঠাৎ গান গাইছিস?
তোকে জাগাবার জন্যে দাদা।
দাসী অমরা খাবার এনে দিল।
কী ভাবছিস? আমি রোমে যাচ্ছি। সৈনিক হবার জন্যে শিক্ষা নিতে হবে।
বলিস কী? রোমানদের কাছে?
যুদ্ধও একটা ব্যবসা। এটা শিখতে হয়। আর কে না জানে— রোমান শিবিরের চেয়ে ভালো স্কুল কোথাও নেই?
আমি রোমের হয়েই যুদ্ধ করবো। বিনিময়ে সে আমাকে শিক্ষা দেবে— কোন একদিন তারই বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে।
বাইরে হঠাৎ তূর্যনাদ শোনা গেল। কারণ জানতে ছুটে গেল দু'জনে।
দুর্গ থেকে রোমান সেনারা আসছে।


তারপর এলেন এক জন অশ্বারোহী।
ঐ হচ্ছে রাজ্যপাল গ্রেটাস।
ঝুঁকে দেখতে গিয়ে একটা টালি হঠাৎ খুলে গেল।
টালিটা সরাসরি গিয়ে আঘাত করলো গ্রেটাসের মাথায়।
ওহ্-টির্জা!
নিচে প্রচণ্ড সোরগোল শোনা গেল। রোমান সেনারা ভেঙে পড়লো বাড়ীর উঠোনে। উপর থেকে নেমে এলো জুডা, সঙ্গে টির্জা।
সৈনিকরা ততক্ষণে ধরে ফেলেছে ওর মা-কে।
মা! মা!!
ঐ লোকটাই গ্রেটাসকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এরা ওর মা আর বোন।
মেশালা, ওরা কিছুই করেনি। এটা আসলে একটা দুর্ঘটনা। আমাদের বন্ধুত্বের কথা ভুলে যেও না ভাই। ওদের সাহায্য করো।
মেশালা সে অনুরোধ রাখলো না।
সে আমি পারি না। চললাম।
অসহায় ক্রোধে গর্জন করে উঠলো জুডা।
হে ঈশ্বর! তোমার কাছে প্রার্থনা করি- এই মুহূর্তে মেশালা যা করে গেল, এই হাত দিয়ে তার শাস্তি যেন আমি দিতে পারি।
জুডার মা-বোনকে বন্দী করা হোল।
ওদের টাওয়ারে নিয়ে যাও।


প্রাসাদ থেকে সব বের করে দেওয়া হোল, তারপর বন্ধ করে দেওয়া হোল গেটটা।
এবাড়ী এখন সম্রাটের সম্পত্তি
মহান হুর বংশের কী হয়েছে?
যে রোমের বিরুদ্ধে যাবে, তারই এমন পরিণতি এখন অনিবার্য।
বিচারে জুডাকে দোষী সাব্যস্ত করা হোল।
তোমার বন্দী এমন সুকুমার, কী করেছে ও?
মহান গ্রেটাসকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।
ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন!
সে যুগের জাহাজগুলোতে পাল থাকলেও দাঁড়ের জোরেই সেগুলো চলতো। এই সুকঠিন কাজের জন্যে বান্দাদের নিয়োগ করা হোত। জুডাকেও এ রকম একটা জাহাজে তোলা হোল।
নতুন বান্দা? বাঃ - চমৎকার হবে। এরকমই দরকার ছিল।
তিনটে বছর পার হয়ে গেল। নৌবাহিনীর রোমান অফিসার কুইন্টাস এরিয়াস নতুন নৌবহরের দায়িত্বভার পেলেন। ঈজিয়ান সাগরে জলদস্যুদের দমন করতে হবে।
বিদায় কুইন্টাস। দেবতারা তোমার সহায় হোন।
পাটাতনে দাঁড়ীদের সর্দারকে কুইন্টাস ডাকলেন।
দিন হোক, রাত হোক, দাঁড় থামা চলবে না। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের আগাতে হবে।
প্রধান চালকের দিকে এবার ঘুরে দাঁড়ালেন কুইন্টাস।
এমন পথ ধরো যাতে তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছতে পারি।
যাত্রা শুরু হবার পর কুইন্টাস বড় কেবিনে গেলেন তাঁর কর্মীদের দেখতে।
কেউ কেউ আর পারছে না মনে হচ্ছে। দস্যু জাহাজগুলো জয় করতে পারলে এদের বদলে দেওয়া যাবে।
LX



বান্দাদের কোন নাম ছিল না জাহাজে। দাঁড়ে তাদের অবস্থান অনুযায়ী সংখ্যাটিই ছিল তাদের পরিচয়।
ষাট সংখ্যক বান্দাটি তো বেশ কাজের !
ষাটের বান্দাটিই জুডা-জুডা বেনহুর। সে একটু পাশ ফিরতেই তার মুখ দেখতে পেলেন কুইন্টাস।
একজন ইহুদি- সামান্য বালক। ও কেমন করে বান্দা হোল?
কুইন্টাসের সহানুভূতিশীল মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল জুডা। ফলে সর্দার দাঁড়ীর চাবুক নেমে এলো তার পিঠে।
দাঁড়ের দিকে মন দে। খেয়েছিস-কি চাবুক খেয়েছিস!
আহ্...
কুইন্টাস পরে এক সময় সর্দার দাঁড়ীকে ডাকলেন।
ষাট নম্বরের ছেলেটির সম্পর্কে কিছু জানো?
খুব কাজের ছেলে হুজুর!
ও যখন বিশ্রাম নেবে তখন ডেকে থাকলে আমার কাছে ওকে পাঠিয়ে দিয়ো।
কয়েক ঘন্টা পর। কুইন্টাস সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলেন। জুডা তাঁর কাছে এলো।
সর্দার দাঁড়ী বলে গেল-তুমিই সবার সেরা। মনে হচ্ছে-তুমি এক জন ইহুদি?
হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তার জন্যে আমি গর্বিত।
জেরুসালেমের একজন যুবরাজকে আমি জানতাম। তিনি হুর বংশের ছেলে ইথামার, জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। রাজা হবার মতো যোগ্যতা তাঁর ছিল।
তিনিই আমার বাবা, আর আমি এখন সামান্য এক জন বান্দা।
বলো কী! তুমি হুর বংশের ছেলে? এখানে এলে কী করে?
ওরা বলে- আমি রাজ্যপাল গ্রেটাসকে খুন করতে গিয়েছিলাম।


তুমি? রোম তো এই গল্পটা নিয়ে তোলপাড় হয়ে গেল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম- হুর বংশে জীবিত আর কেউ নেই। তোমার মা বেঁচে আছেন?
মা আর ছোট বোন টির্জা। আজ তিন বছর ওদের কোন খবর পাইনি।
তুমি কি সত্যিই মারতে গিয়েছিলে রাজ্যপালকে?
ঈশ্বর জানেন- আমার কোন অপরাধ ছিল না। ঘটনাটা আসলে একটা দুর্ঘটনা।
চোখের জল মুছে সেই করুণ ঘটনাটি বলে গেল জুডা। কুইন্টাস বিশ্বাস করলেন। রাত শেষ হবার পর-
দস্যু জাহাজগুলি দেখা যাচ্ছে হুজুর, খুব কাছে এসে পড়েছে।
বাহ- ভালোই হয়েছে।
কুইন্টাস তাঁর সৈন্যদের ডাকলেন।
তৈরী হও সবাই, যুদ্ধ আসন্ন।
ডেকের উপর বাড়তি তীর আর বর্শাগুলি জড়ো করা হোল। তেলের পিপে আর আগুনের গোলারও ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।
ডেকের নিচে বান্দারা জানতো- যুদ্ধ আসছে। এসময় বেঞ্চের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখার নিয়ম। তারা যাতে পালাতে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা।
জাহাজ-ডুবি হলে এই অবস্থাতেই তাদের মরতে হবে।
এমনি নির্মম বান্দাদের নিয়তি।
উনষাট জনের পা বেঁধে এবার সর্দার দাঁড়ী এলো জুডার কাছে
আহ্- কুইন্টাস কি আমাকে মুক্ত রাখতে পারতেন না?
৮
ভাবতে ভাবতে পা বাড়িয়ে দিল জুডা। সে নিরুপায়।



কুইন্টাস তখনি এসে পড়লেন।
কী আশ্চর্য শক্তি ওর. কী উৎসাহ! ওকে বেঁধো না।
কৃতজ্ঞ জুডা মাথা নত করলো। জাহাজ এগিয়ে চললো দস্যুজাহাজের দিকে। হঠাৎ ভীষণ একটা সংঘর্ষে জাহাজটা টলমল করে কেঁপে উঠলো। দস্যুজাহাজটা ধাক্কা দিয়েছে আচমকা। জাহাজটা লাফ দিয়ে ওঠায় আসন থেকে ছিটকে পড়লো বান্দারা। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো সবাই।
উপরের ডেক থেকে দামামার গর্জন নিচে ভেসে আসছে। দস্যুদের হুংকার প্রবল হয়ে উঠছে। ধোঁয়ায় জাহাজের খোল ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে। শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে উঠছে। চোখেও দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার।
বান্দারা প্রাণপণে তাদের শিকল ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। আর্তনাদ করছে। জুডা লাফ দিয়ে এবার সিঁড়ির উপর উঠে এলো।
মুক্তি পাবার একমাত্র আশা কুইন্টাস। ওঁকে বাঁচাতেই হবে। উনি চলে গেলে আমিও শেষ হয়ে যাবো
ডেকের উপর লড়াই চলছে প্রচণ্ড। জাহাজটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।
মেঝের পাটাতনটা হঠাৎ উপরের দিকে যেন লাফ দিয়ে উঠলো। তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। জুডা আছড়ে পড়লো শূন্যে।
আআআআ...


সমুদ্রের জল তখন বিপুল গর্জনে ছুটে আসছে।
জুডা ক্রমে নিচে–আরো নিচে, তলিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ হাতে একটা কিছু ঠেকতেই সে প্রাণপণে সেটা আঁকড়ে ধরলো।
তারপর সে উঠে এলো উপরে। বুক ভরে শ্বাস নিল কিছুক্ষণ।
ওহ্- এ যাত্রা বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে।
চারপাশে তখনো যুদ্ধ। সব কটা জাহাজই দাউ দাউ করে জ্বলছে। লড়াই করতে করতে সমুদ্রের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কতো জন। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।
জাহাজ থেকে খানিক দূরেই জুডা ভাঙা পাটাতনটা ধরে ভেসে রইলো কোনক্রমে।
হঠাৎ তার পাশটিতেই এক ডুবন্ত মানুষকে দেখা গেল।
কুইন্টাস! আপনি!


নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আছি।
বহু কষ্টে কুইন্টাসকে ধরে তুললো জুডা। একটা জাহাজ হঠাৎ এগিয়ে এলো তাদের গা ঘেঁষে। দাঁড় গুলোর ধাক্কা এসে গায়ে লাগছে। তার উপর কুইন্টাস তখনো ডুবন্ত। সর্ব শক্তি নিয়োগ করে কুইন্টাসকে ধরে রাখলো জুডা। কোন ক্রমে নিজেদের বাঁচালো শেষ পর্যন্ত।
জাহাজটার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের কোলাহলও দূরে সরে গেল এক সময়। দিনের আলো ফুটে উঠলো। জুডা তখনো প্রাণপণে কুইন্টাসকে ধরে রেখেছে পাটাতনের উপরে।
নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো। আমি সব দেখেছি।
শেষ পর্যন্ত যদি রক্ষা পাই তবে আজীবন তোমাকে দেখবো। সব আগে আমি ব্যবস্থা করবো তোমার মুক্তি - পূর্ণ স্বাধীনতা।
দেখুন, দেখুন, একটা জাহাজ এই দিকেই আসছে।
কোন্ দেশের জাহাজ? পতাকা দেখতে পাচ্ছো? রোমান জাহাজ হলে পতাকা থাকবেই।
কই, পতাকা তো দেখতে পাচ্ছি না।
তাহলে দস্যু জাহাজ। তুমি ওদের হাতে পড়লে বেঁচে যেতেও পারো। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হবার আগে আমি আমার জাহাজ খানার সঙ্গেই তলিয়ে যেতে চাই।
দাঁড়ান, ভালো করে দেখি। মাস্তুলের ডগায় একটা শিরস্ত্রাণ রয়েছে। একটা ডিঙি নৌকা জলমগ্ন লোকদের তুলে নিচ্ছে।


পরিত্রাণ! প্রাণরক্ষা? এ জাহাজ নিশ্চয়ই রোমানদের। আমরা বেঁচে গেলাম জুডা।
আমি তোমার বাবাকে জানতাম। তাঁকে ভালোবাসতাম আমি। তুমি হবে আমার ছেলে। জলদস্যুদের জাহাজগুলোর পিছু নিয়ে ওদের সব কটাকে আমি সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবো।
বিজয়ী বীর হিসাবে বিরাট সম্বর্ধনা পেলেন কুইন্টাস। জলদস্যুদের সম্পূর্নরূপে পরাস্ত করে ওদের জাহাজগুলো দখল করে নিলেন।
আজ থেকে এ-ই আমার ছেলে।
দেশে ফেরার পর জুডাকে দত্তক নিলেন কুইন্টাস।
কী হতে চাও-বলো, পণ্ডিত? দেশের সবসেরা শিক্ষককে তাহলে নিয়োগ করে দিই?
আমার একান্ত ইচ্ছা-যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা।
বেশ, তবে তাই হোক।
ব্যায়ামাগারে গ্লাডিয়েটরদের রণকৌশলগুলি আয়ত্ব করলো জুডা।
যুদ্ধশিবিরে অসিচালনা আর বর্শানিক্ষেপে দক্ষ হয়ে উঠলো।
অশ্বচালনাতেও সে পটু হয়ে উঠলো এক সময়। যুদ্ধজয়ের সম্মানে রোমের সম্রাট যে অজস্র উপঢৌকন কুইন্টাসকে দিয়েছিলেন, তার ফলে তখন বিরাট এক ধনী হয়ে উঠেছেন তিনি। রোমের এক মহামূল্যবান ভিলায় তখন বাস করছেন। রোমের সুবিখ্যাত রথের দৌড়ের জন্যেও তাই শিক্ষিত হয়ে উঠলো জুডা।


পাঁচটি বছর পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। জুডা এখন এক আকর্ষণীয় সুপুরুষ। কুইন্টাস সমুদ্রেই একদিন দেহরক্ষা করলেন। জুডা তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হোল। এবার সে চাইলো সৈন্য পরিচালনা করতে। পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে সে রোম থেকে আন্তিয়কের পথে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে একদিন সে শুনতে পেল দু'জন যাত্রীর কথোপকথন।
অনেকগুলো জাহাজের পতাকার রঙ দেখছি উজ্জ্বল হলুদ। কার জাহাজ এগুলো ?
এক জন ধনী ব্যবসায়ীর, নাম- সাইমনিডেজ। আন্তিয়কে হুরের কারবারের ইনি দেখাশোনা করতেন।
হুর জাহাজডুবি হয়ে মারা গেলেন, আর সাইমনিডেজ এখানে জাঁকিয়ে বসে গেলেন। অথচ তিনি ছিলেন প্রিন্সের একজন দাস।
তারপর যুবরাজের তরুণ সন্তান রাজ্যপাল গ্রেটাসকে হত্যা করতে গেল। ছেলেটার খবর আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। বংশের এক জনও আর জীবিত নেই।
ওদের প্রাসাদটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সম্পত্তি যা ছিল, সব আত্মসাৎ করেছেন গ্রেটাস।
আর সাইমনিডেজ ?
তিনি তখন থেকে ফলাও কারবার চালিয়েছেন।
এখন তাঁর জাহাজের সংখ্যা রাজকীয় নৌ-বহরের চেয়ে বরং বেশী। দু'-দু'বার গ্রেটাস তাঁকে বন্দী করেছেন। কিন্তু সম্পত্তি যে হুরের, সে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেননি।
পারলে সেগুলিও গ্রেটাস আত্মসাৎ করতেন। সব অত্যাচার সহ্য করেছেন সাইমনিডেজ। এখন তিনি বৃদ্ধ, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে খুব।
জুডার জাহাজ আন্তিয়কে এসে নোঙর করলো একদিন।
আকস্মিক ভাবে যে কাহিনী তার কানে গেছে, তারজন্যে এখন পরিকল্পনাটা একদম বদলে নিল জুডা। ঠিক করলো- সাইমনিডেজের সঙ্গে দেখা করবে একবার।


বাড়ী খুঁজে ভিতরে ঢুকে পড়লো জুডা।
উনি যদি আমার বাবার দাস ছিলেন তাহলে তাঁর ধন-সম্পদ আমার হাতে তুলে দিতে নিশ্চয়ই চাইবেন না।
দেখুন, আমি বণিকশ্রেষ্ঠ সাইমনিডেজের সঙ্গে দেখা করতে চাই।
ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসুন।
ছাদের উপর চমৎকার একটি বাগান, মাঝখানে অপূর্ব একটি ঘর।
একজন বণিক প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে চান।
ভিতরে আসতে বলো।
ঘরের মাঝখানে একটা মহামূল্যবান আসনের উপর সাইমনিডেজ বসেছিলেন। পাশে এক রূপময়ী কিশোরী। হাত তুলে অভিবাদন জানালো জুডা।
আমি জুডা, হুরবংশের ছেলে। শুনলাম - আমার বাবাকে আপনি চিনতেন?
যুবরাজ হুরকে আমি জানতাম। একসঙ্গে ব্যবসা ছিল আমাদের।
আপনজন বলতে একমাত্র এই মেয়েটি, আমারই কন্যা - এসথার। বাকী যাঁদের আমি ভালোবাসতাম, যদি জানতাম - তাঁরা এখন কোথায়?
আপনি কি আমার মা-বোনের কথা বলছেন?
হুরবংশের সম্পর্কে কিছু বলবার আগে আমাকে প্রমাণ দাও - তুমি সত্যিই কে?
প্রমান? আমিই যে যুবরাজের ছেলে
তেমন কোন প্রমান তো আমার নেই।
যাঁরা আমাকে চিনতেন তাঁরা এখন হয় মৃত, নাহয় নিখোঁজ।
এই প্রথম জুডা অনুভব করলো - হুরবংশের কোন পরিচিতিই আজ তার শরীরে নেই।
তিন বছর ধরে বান্দা হিসাবে সুকঠোর পরিশ্রম তার শরীর থেকে হুরবংশের চিহ্ন গুলিকে করে অদৃশ্য করে দিয়েছে।

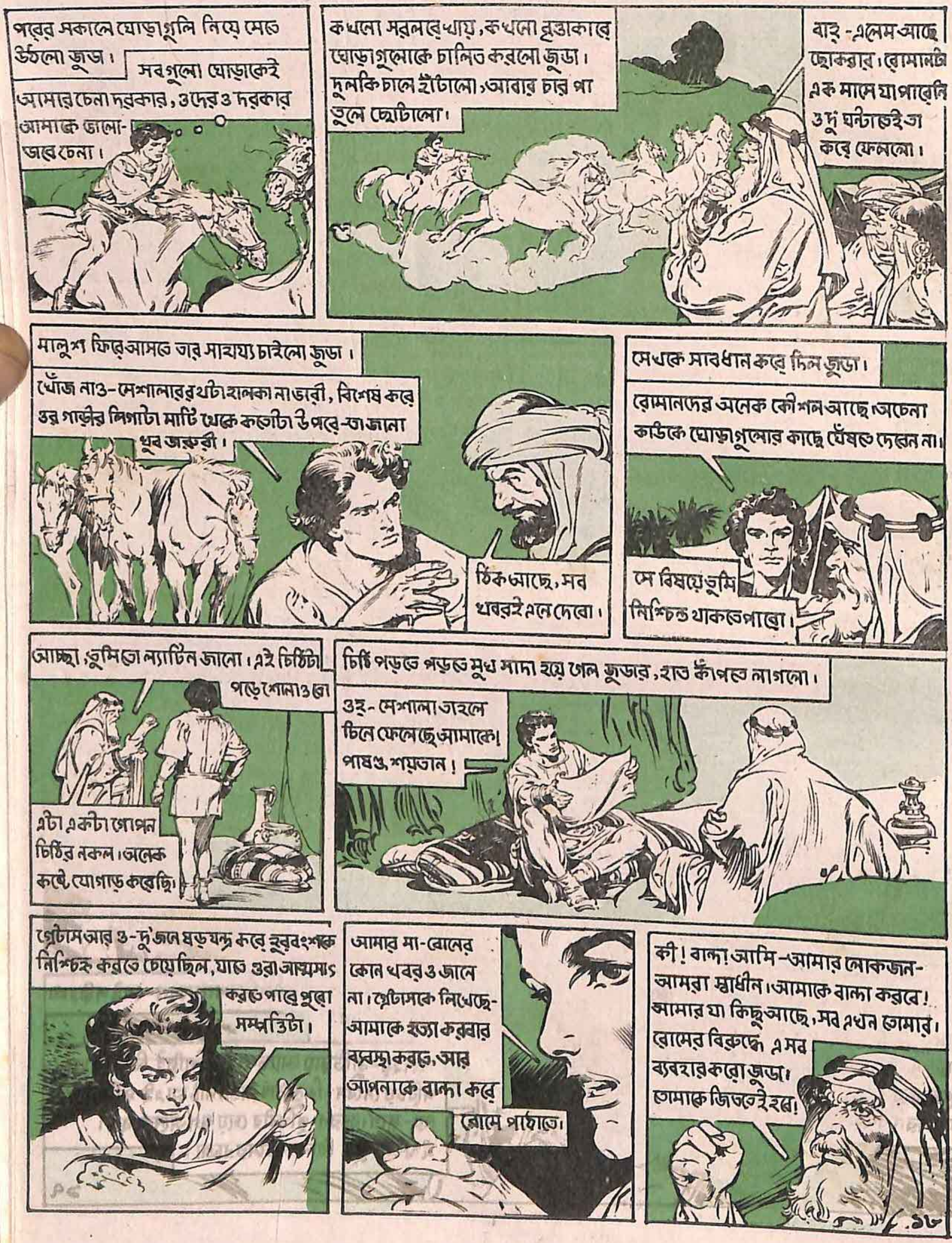

মহান সাইমনিডেজ, আমি কেবল আমার কাহিনীটুকুই আপনাকে শোনাতে পারি।
জুডা ধীরে ধীরে বলে গেল সেই দুর্ঘটনা, তার বন্দীত্ব, জাহাজে বাদার শাস্তিভোগ, কুইন্টাসকে বাঁচানো, কুইন্টাসের প্রতিদান।
টাকা আমি চাই না। ধনসম্পদের কোন প্রয়োজন আমার নেই। দয়া করে আমার মা-বোনের খবর আমাকে দিন।
দুর্ঘটনার পর আমিও অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও কিছু জানতে পারিনি।
শেষ আশাও চলে গেল। এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য - প্রতিশোধ। ধন্যবাদ আপনাদের। বিদায়।
জুডা ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই··
শিগ্গি·· এসথার, ঘন্টা বাজিয়ে মালুশকে ডাকো।
মালুশ কাছে আসার পর··
শোন মালুশ, যে যুবকটি এইমাত্র বেরিয়ে গেল, ওকে অনুসরণ করো। ওর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানাবে। যাও- জলদি!
যে আজ্ঞে প্রভু।
রাজপথে জুডার নাগাল ধরে ফেললো মালুশ।
সামনের ঐ স্টেডিয়ামে রথের দৌড় আরম্ভ হতে চলেছে। যাবেন নাকি দেখতে?
তাই নাকি! চলুন। আমিও এক-আধটু জানি।
আসন সংগ্রহ করে ওরা বসে পড়লো। শেষ রথটি যখন সমাপ্তি-রেখা পার হয়েছে, তখন তার চালক রথটির নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললো।
হতচ্ছাড়া রোমান! গাধাটা বলেছিল- সামলাতে পারবে। রোমানকে এভাবে বিশ্বাস করাটাই উচিত হয়নি
ঘোড়াগুলো বশে আসার পর জুডা মালুশের দিকে ফিরলো।
কী চমৎকার ঘোড়া! আগে কখনো দেখিনি। মালিকের ক্ষোভ আমি বুঝতে পারছি। কে উনি?

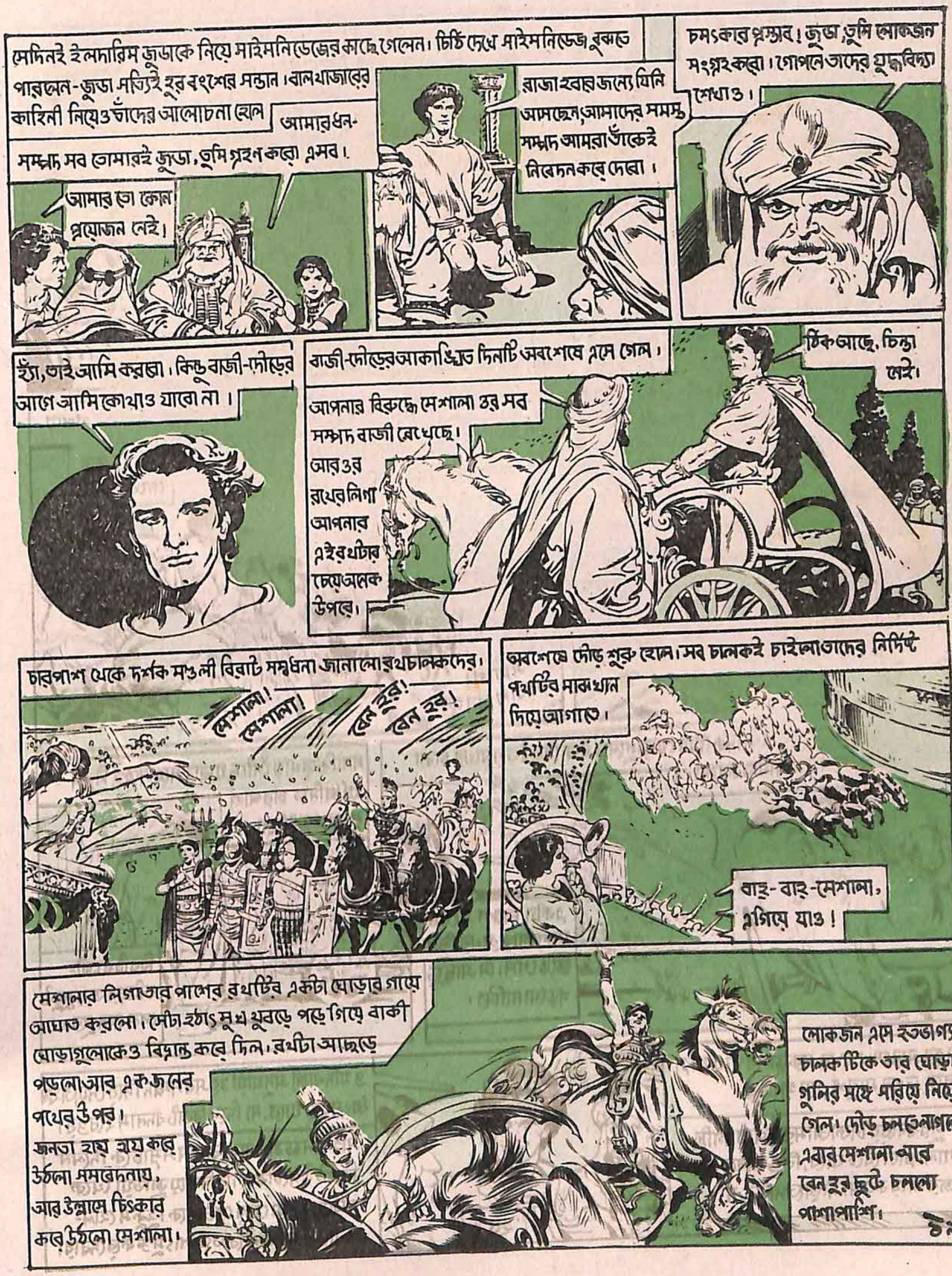


সেখ ইলদারিম। মরুভূমি থেকে এসেছেন একজন মহৎ এবং ধনী মানুষ।
ওরা যখন ফিরছে, তখন এক ঘোষক কিছু বলছিল।
ভদ্রমহোদয়গণ! সবাই শুনুন। মহান সেখ ইলদারিম আসন্ন বাজী-দৌড়ের দিন তাঁর ঘোড়াগুলিকে চালনা করবার জন্যে এক জন শক্তিমান সওয়ার চান। যিনি পারবেন তাঁকে প্রচুর টাকা দেবেন সেখ।
ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না জুডা। ওরা চললো কাস্তালিয়া ঝর্ণার দিকে।
অন্য দর্শকদেরও দেখা গেল সেখানে।
দূর দেশের কোন রাজা এসেছেন সঙ্গে রাজকুমারী।
হাঁটু মুড়ে উটটি বসলো। চালক গেল ঝর্ণার থেকে জল আনতে। হঠাৎ শোনা গেল রথের ঘর্ঘর আর ঘোড়াদের চিৎকার।
পালাও, পালাও সব! রোমানটা আমাদের মেরে ফেলতে পারে।
থামো তোমরা!
ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরলো জুডা।
বেয়াদব রোমান। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই তোমার কাছে?
ঘোড়াগুলো শান্ত হয়ে আসার পর মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল চালক।
মাপ করবেন, আমি মেশালা। আপনাকে দেখতে পেলে এমনটা হোত না।
মেয়েটি এবার জুডার দিকে তাকালো।
তুমি কি এই পাত্রটা আমাকে ভরে দেবে? বাবা তৃষ্ণার্ত।
আনন্দের সঙ্গেই জল এনে জুডা দিল। মেশালা তখন পিছন ফিরে দাঁড়ালো।
তুমি রূপসী, অতএব আবার আমাদের দেখা হবে।



বৃদ্ধ মানুষটি এবার জুডাকে কাছে ডাকলেন
ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। আমি বাল থাজার, সেখ ইলদারিমের অতিথি। ওখানে আমাদের সঙ্গে দেখা কোরো, কেমন?
ধন্যবাদ আপনাকে। নিশ্চয় যাবো।
রোমানটাকে আমি চিনি। আমার মা-বোনকে যেদিন ধরে নিয়ে যায়, সেদিন ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসেছিল। ওদের খবর ও নিশ্চয়ই জানে। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তাহলে আমি ও কে শাস্তি দিতে পারি।
ও একজন রোমান, আমরা ইহুদি। আমি আপনাকে সাহায্য করবো।
জুডা তার কাহিনী মালুশকে শোনালো। সামনের বাজী-দৌড়ে নিশ্চয়ই যোগ দেবে মেশালা। তাকে হারাতে গেলে সেখ ইলদারিমের সাহায্য এখন জরুরী
চিন্তা নেই, উনি রোমানদের ঘৃণা করেন। ইহুদিদের যে রাজার কথা ভবিষ্যৎবক্তারা বলেছেন-তাঁরই আশায় উনি পথ চেয়ে আছেন
মালুশের সঙ্গে সাইমনিডেজের মারফৎ পরিচয় ছিল ইলদারিমের। কাজেই ভালোভাবেই সেখ অভ্যর্থনা করে নিলেন দুজনকেই।
আগামীকাল আমার ঘোড়াগুলি নিয়ে বাজিয়ে দেখতে পারো - আমার আপত্তি নেই। তবে আজ যখন এসেছো- একটা কাহিনী অবশ্যই শুনে যাও।
সেখের সঙ্গে বাল থাজারের তাঁবুতে গেল জুডা।
আজ আমার জীবন-সংশয় হয়েছিল। এই যুবকটি এগিয়ে এসে না বাঁচালে আজই শেষ হয়ে যেতাম বন্ধু ইলদারিম।
আহার-পর্বের পর বালথাজার আরম্ভ করলেন তাঁর কাহিনী। সেই তিন জ্ঞানীর ইতিহাস- সাতাশ বছর আগের। জুডা শুনলো- ইহুদিদের রাজার পূজা করবার জন্যে কীভাবে তাঁরা একটা নক্ষত্রের অনুসরণ করে তিনজনে এসেছিলেন।
আশ্চর্য ঘটনা- যা আপনি শোনালেন। সেই পরিত্রাতা এখন কোথায়?
মনেহয়- জুডিয়ায় আছেন। খুব শিগ্গিরই তিনি আত্ম-পরিচয় দেবেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যপাট তো এই পৃথিবীতে নয়- স্বর্গে। কারন পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গ অনেক বড়। ঈশ্বরের পুত্র তিনি- প্রেমের রাজা।


পরের সকালে ঘোড়াগুলি নিয়ে যেতে উঠলো জুডা।
সবগুলো ঘোড়াকেই আমার চেনা দরকার, ওদেরও দরকার আমাকে ভালো-ভাবে চেনা।
কখনো সরলরেখায়, কখনো বৃত্তাকারে ঘোড়াগুলোকে চালিত করলো জুডা। দুলকি চালে হাঁটালো, আবার চার পা তুলে ছোটালো।
বাঃ - এলেম আছে ছোকরার। রোমানটা এক মাসে যা পারেনি ও দু' ঘন্টাতেই তা করে ফেললো।
মালুশ ফিরে আসতে তার সাহায্য চাইলো জুডা।
খোঁজ নাও - মেশালার রথটা হালকা না ভারী, বিশেষ করে ওর গাড়ীর পিপাটা মাটি থেকে কতোটা উপরে - তা জানা খুব জরুরী।
ঠিক আছে, সব খবরই এনে দেবো।
সেখকে সাবধান করে দিল জুডা।
রোমানদের অনেক কৌশল আছে। অচেনা কাউকে ঘোড়াগুলোর কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।
সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।
আচ্ছা, তুমি তো ল্যাটিন জানো। এই চিঠিটা পড়ে শোনাও তো।
এটা একটা গোপন চিঠির নকল। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি।
চিঠি পড়তে পড়তে মুখ সাদা হয়ে গেল জুডার, হাত কাঁপতে লাগলো।
ওঃ - মেশালা তাহলে চিনে ফেলেছে আমাকে! পাষণ্ড, শয়তান!
গ্রেটাস আর ও - দু'জনে ষড়যন্ত্র করে হুরবংশকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, যাতে ওরা আত্মসাৎ করতে পারে পুরো সম্পত্তিটা।
আমার মা-বোনের কোন খবরও জানে না। গ্রেটাসকে লিখেছে - আমাকে হত্যা করবার ব্যবস্থা করতে, আর আপনাকে বান্দা করে রোমে পাঠাতে।
কী! বান্দা আমি - আমার লোকজন - আমরা স্বাধীন। আমাকে বান্দা করবে! আমার যা কিছু আছে, সব এখন তোমার। রোমের বিরুদ্ধে এ সব ব্যবহার করো জুডা। তোমাকে জিততেই হবে!


সেদিনই ইলদারিম জুডাকে নিয়ে সাইমনিডেজের কাছে গেলেন। চিঠি দেখে সাইমনিডেজ বুঝতে পারলেন-জুডা সত্যিই হুর বংশের সন্তান। বালথাজারের কাহিনী নিয়েও তাঁদের আলোচনা হোল
আমার ধন-সম্পদ সব তোমারই জুডা, তুমি গ্রহণ করো এসব।
আমার তো কোন প্রয়োজন নেই।
রাজা হবার জন্যে যিনি আসছেন, আমাদের সমস্ত সম্পদ আমরা তাঁকেই নিবেদন করে দেবো।
চমৎকার প্রস্তাব! জুডা, তুমি লোকজন সংগ্রহ করো। গোপনে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাও।
হ্যাঁ, তাই আমি করবো। কিন্তু বাজী-দৌড়ের আগে আমি কোথাও যাবো না।
বাজী-দৌড়ের আকাঙ্খিত দিনটি অবশেষে এসে গেল।
আপনার বিরুদ্ধে মেশালা ওর সব সম্পদ বাজী রেখেছে। আর ওর রথের লিগা আপনার এই রথটার চেয়ে অনেক উপরে।
ঠিক আছে, চিন্তা নেই।
চারপাশ থেকে দর্শক মণ্ডলী বিরাট সম্বর্ধনা জানালো রথচালকদের।
মেশালা! মেশালা! বেন হুর! বেন হুর!
অবশেষে দৌড় শুরু হোল। সব চালকই চাইলো তাদের নির্দিষ্ট পথটির মাঝখান দিয়ে আগাতে।
বাহ্-বাহ্-মেশালা, এগিয়ে যাও!
মেশালার লিগা তার পাশের রথটির একটা ঘোড়ার গায়ে আঘাত করলো। সেটা হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে বাকী ঘোড়াগুলোকেও বিভ্রান্ত করে দিল। রথটা আছড়ে পড়লো আর একজনের পথের উপর। জনতা হায় হায় করে উঠলো সমবেদনায়, আর উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো মেশালা।
লোকজন এসে হতভাগ্য চালকটিকে তার ঘোড়াগুলির সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেল। দৌড় চলতে লাগলো এবার মেশালা আর বেন হুর ছুটে চললো পাশাপাশি।



বাঁক নেবার মুখে হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠলো মেশালা।
দূর হটো আমার পথ থেকে।
মেশালার চাবুকের ঘায়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল ইলদারিমের ঘোড়া।
সপাং
চিঁহিঁহিঁ
জনতা রাগে গর্জন করে উঠলো। আর বেন হুরের হাত-তিন বছর ধরে যে হাত শুধু দাঁড় চালিয়েছে, সেই হাত ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে রইলো প্রাণপণে।
অ্যাসটেয়ার, রিগেল, অ্যানটারেস—প্রিয়জন আমার! ঠিক থাকো সব। এর বদলা নিতে হবে।
প্রচণ্ড শক্তিতে ঘোড়াগুলোকে সংহত করে বাঁক নিল বেন হুর। দুটি রথ এগিয়ে চললো আবার।
মেশালাকে দেখেছো—অ্যাপোলো দেবের মতো সুন্দর!
বেন হুরের চেয়ে? ভালো করে দেখো তো।
সাবাশ! সাবাশ বেন হুর!
শেষ বাঁক এসে গেল। বেন হুর তার বাঁ দিক ঘেঁষে ঘোড়াগুলোর বাঁক নিতেই তার রথের চাকা মেশালার রথের চাকাটাকে আঘাত করলো।
আর্‌র্‌র্‌...
একটা দারুণ সংঘর্ষ। মেশালার রথের লিগা ভেঙে গেল। সে আছড়ে পড়লো মাটিতে।
সমাপ্তিরেখায় পৌঁছে যাবার সাথে সাথেই বিপুল হর্ষধ্বনিতে চারপাশ মুখর হয়ে উঠলো।
বিরাট বাজী-দৌড়ের জয়মুকুট পেল বেন হুর।
বেন হুর আর সেখ যখন মরুভূমির পথে যাত্রা করেছে, তখন মালুশ এসে হাজির।
পুরস্কারের টাকা আমরা পেয়ে গেছি। মেশালা প্রাণে বেঁচে যাবে, কিন্তু জীবনে আর নিজের পায়ে কখনো দাঁড়াতে পারবে না।
ও যদি বাজী অনুযায়ী ওর সব সম্পদ দিয়ে দেয়, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে, না দিলে বিরাট বদনাম হবে ওর।
সাইমনিডেজ এবার রোমান সম্রাটকে দিলেন বিরাট উপঢৌকন। বিনিময়ে জুডিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হোল গ্রেটাসকে। হুকুম হোল—সেখানের সব বন্দীকে ওঃক্ষণাৎ মুক্ত করে দেবার।
২০


গ্রেটাসের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন পনটিয়াস পাইলেট।
একজন কারারক্ষী কিছু খবর নিয়ে এলো তাঁর কাছে।
আট বছর আগে গ্রেটাসের আদেশে তিনজন বন্দীকে অন্ধ করে দেওয়া হয়, তাদের জিভ কেটে ফেলা হয়
ওদের খাবার একটা ছোট গর্তের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হোত। সেলের দরজা কখনো খোলা হয়নি।
আপনার নির্দেশমতো বন্দীদের তালিকা তৈরী করতে গিয়ে দেখি - একজন মাত্র মানুষ।
অথচ এতো গুলো বছর ধরে খাবার দেওয়া হয়েছে তিনজনের?
আমি লোকটিকে বাইরে এনে মুক্ত করে দিতে খুব খুশী হোল। বিনিময়ে আমাকে সেই সেলের ভিতরেই নিয়ে গেল ও।
সেখানে সে একটা ছোট গর্তের সন্ধান আমাকে দিল।
শুনতে পাচ্ছো? ভিতরে যে রয়েছো, উত্তর দাও।
আমি - ইসরায়েলের এক মহিলা আর আমার মেয়ে এখানে রয়েছি। দয়া করে সাহায্য করুন, নাহলে মরে যাবো আমরা।
আশ্চর্য! ওদের মুক্ত করা দরকার।
আমি দেয়াল ভাঙার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মজুরদের আসতে বলেছি প্রভু।
আট বছর ধরে বন্দী থাকবার পর টির্জা আর তার মা এই প্রথম আলোর মুখ দেখতে পেলেন।
না না, ঘরের মধ্যে ঢুকোনা। এই ঘরটা থেকেই আমাদের কুষ্ঠ রোগে ধরেছে।
হায় হতভাগিনী! কী নাম তোমার? কে এখানে তোমাদের রেখেছিল?
আমি বেন হুরের যুবরাজের বিধবা পত্নী। গ্রেটাস এখানে আমাদের রেখেছিল। দয়া করে কিছু পোষাক আর জল আমাদের দাও।
সব পাবে। আজ রাতেই তোমাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে।
নগরীর প্রধান তোরণের বাইরে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেওয়া হোল দু জনকে।
চল, আমাদের বাড়ীটা একবার দেখে আসি। সকাল হলে ঢুকতে দেবে না আর।
জুডাও সেই রাতেই এসে পৌঁছলো তার মা-বোনের খোঁজে। কারো কোন সাড়া না পেয়ে সে শুয়ে পড়লো দরজার সামনে। তারপর ঘুমিয়ে গেল কখন।
এ বাড়ী এখন সম্রাটের সম্পত্তি
ঈশ্বর মঙ্গলময়! টির্জা, দেখ - ঐ তোর দাদা। না রে, কাছে যাসনে। তুই কি চাস, ওকেও রোগে ধরুক?
না, না মা।



একটু পরেই এসে পড়লো অমরা।
আমার মা-বোন এখন কোথায় অমরা?
আহ্-জুডা! তোকে দেখে যে কী ভীষণ আনন্দ হচ্ছে!
কিন্তু তোর মা-বোনের কোন খবর তো আমি জানি না রে
রাতটা ওইখানেই জুডা কাটিয়ে দিল। সকালে অমরা গেল খাবার আনতে। জেলখানার দেয়াল
যারা ভেঙেছিল তাদের কথাবার্তা ওর কানে এলো সেখানে।
জুডাবেন হুরের মা আর বোন। আট বছর ধরে গ্রেটাস ওঁদের আটকে রেখেছিল। কুষ্ঠব্যাধিতে ওঁরা দুজনেই এখন আক্রান্ত।
আহ্-জুডার মা-বোন তাহলে জীবিত!
জুডাকে বিদায় দিয়ে অমরা গেল সেই কুয়োটার কাছে, ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা যেখান থেকে জল নেয়।
অমরা! তুই! জুডাকে কিন্তু আমাদের কথা বলিস না।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি আপনাদের দেখা পেয়েছি।
তুই বরং আমাদের জন্যে খাবার এনে দিস আর জুডার খবর।
মেনে নেওয়া কঠিন, তবে চেষ্টা করবো।
শীত শেষ হবার মুখে জুডা প্রায় পনেরো হাজার সৈনিক তৈরী করে ফেললো। একদিন বেলা শেষে যখন মরুভূমির পথে চলেছে তখন বালথাজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
রাজা এসে গেছেন জুডা। জর্ডন নদীতে তাঁর দেখা মিলবে এখন।
আনন্দে আইরাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করলো জুডা।
সব ভাবনার শেষ হবে চলেছো
রাজার জন্যে তুমি যা করেছো, বিনিময়ে একটা রাজ্য উনি নিশ্চয়ই দেবেন।
আমি তোমার রাণী হবো জুডা।
পরের দিন জর্ডন নদীতে তারা পৌঁছলো। ভবিষ্যৎবক্তা জন সেখানে ছিলেন।
দেখুন, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।
ইনিই সেই, যাঁকে শিশুকালে আমি দেখেছিলাম।
তিন বছর পর --
কী আশ্চর্য এই রাজা!
২২
তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁর পায়ের তলার পাথরও হয়ে যায় সোনা। অথচ গরীব থাকাই তাঁর ইচ্ছে। রোগীরা তাঁর শরীর একবার স্পর্শ করলেই নবজীবন লাভ করে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।



পরের সকালে খাবার নিয়ে আমরা পাহাড়ের উপর উঠে গেল।
ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছেন, যে কোন রুগ্নকেই তিনি নিরাময় করে দিতে পারেন।
উনিই তাহলে সেই পরিত্রাতা।
জেরুসালেমের পথ দিয়ে তিনি আজ হেঁটে যাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে খুব দ্রুত আমাদের যেতে হবে।
পাহাড়ী পথের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে অনেক কষ্টে তাঁরা পৌঁছলেন। দু জনে তাঁরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
ইস্রায়েলের পবিত্র মহান রাজা এসেছেন ঈশ্বরের নাম নিয়ে।
চল মা, আরো কাছে যাই আমরা, নইলে উনি শুনতে পারেন না
হে প্রভু, পরিত্রাতা, দয়া করুন আমাদের।
তোমাদের বিশ্বাসই তোমাদের শক্তি দেবে মা।
তোমরা যা চাও, তাই হবে।
জনতা এগিয়ে চললো। আর কোন কোলাহল শোনা গেল না।
আঃ - আমাদের মুক্তি হোল টির্জা। চল এবার ঘরে যাই মা।
খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল জুডা। সে পরিত্রাতার অনুসরণ করে এসেছিল।
মা, টির্জা, আমি কি সত্যিই তোমাদের দেখছি?
হ্যাঁ রে, আমাদের দেবতা মহান।
তাঁবুতে ফিরে যাবার পর—
একি! তুই সশস্ত্র? এখন কি যুদ্ধ চলছে?
না, তবে পরিত্রাতার জন্যে রোমানদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হতে পারে। আমাদের পুরোহিতরাও ওঁর বিপক্ষে।
কিছু পরেই খবর এলো - পরিত্রাতা বন্দী। বিচারে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
ভাঙা মন নিয়ে ঘরে ফিরলো জুডা। সেখানে আইরিস তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।
কই - কী দেবেন তোমাদের রাজা? ঈশ্বরের পুত্র - পৃথিবীর ত্রাণকর্তার জন্যে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে - হা হা - হা -


রাণী করবে আমাকে পারবে? হাহাহা...
ওঃ-আইরাস! এতো তোমার লোভ? আজ থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।
পায়ে পায়ে জুডা গেল এবার সাইমনিডেজের কাছে। এসথার তখন ঘুমোচ্ছিল।
সত্যি, আমার ভালোবাসার উপযুক্ত পাত্রী এই এসথার। কী রূপময়ী আর সমবেদনশীল!
বধ্যভূমি ঘিরে এক বিশাল জনতা। কেউ এসেছে কাঁদতে, কেউ ব্যঙ্গ করতে, কেউ বা প্রার্থনা করতে।
প্রভু, স্বর্গে গিয়ে আমাদের দয়া করে ভুলে যাবেন না!
চিন্তা কোর না। কথা দিলাম স্বর্গে তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবে।
উনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র। ওঁর রাজ্যপাট এই পৃথিবীতে হতে পারে না। এই জীবনের চেয়ে মহত্তর কিছু নিশ্চয়ই আছে।
কয়েক বছর পর...
সম্রাট নীরো হত্যা করছেন ক্রিশ্চানদের।
তুমি রোমে যাও জুডা। সমাধিস্থলকে রোমানরা পবিত্র ভূমি জ্ঞান করে। তারই নিচে তুমি প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করো। রোমানরা কাছে আসবে না জুডা।
চমৎকার প্রস্তাব! আমি কালই রোমে যাবো। প্রভুর কাজে ধন্য হবে আমার ধন-সম্পদ। তুমি কী করবে এসথার?
স্বামী, আমি তোমার সহধর্মিনী। মহান খ্রীষ্টের জন্যে কাজ করায় তোমার সঙ্গী হবো আমি।
আজ যদি কেউ সান ক্যালিক্সটোর প্রাচীন ভূগর্ভস্থ সমাধিগৃহে যাও, তাহলে দেখতে পাবে-বেন হুরের সম্পদ কীভাবে নিয়োজিত হয়েছিল সেখানে। সেই সব সুবিশাল প্রকোষ্ঠে ক্রিশ্চানরা প্রার্থনা করতেন। তারপর সেখান থেকেই একদিন স্বাধীনভাবে সারা পৃথিবীর পথে তাঁদের যাত্রা-পরিত্রাতার বাণী প্রচার করবার মহিমা নিয়ে অবিরাম অভিযান
শেষ


ড্রাকুলা
ব্রাম স্টোকার
জোনাথন হারকারের ডাইরি থেকে....
এখানে এসেছিলাম ব্যবসার কাজে, কিন্তু শিকার হলাম ভয়াল অবিশ্বাস্য এক অভিজ্ঞতার। এখন আমি বন্দী জীবন কাটাচ্ছি, পালাবার পথ একমাত্র ঐ জানলাটা। হয়তো এখানেই থেমে যাবে আমার লেখনী... কিন্তু মুক্তি আমাকে পেতেই হবে। কাউন্ট ড্রাকুলা সম্পর্কে সাবধান করতে হবে লণ্ডনবাসীদের।
বর্ণযোজনা-গৌতম কর্মকার
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের কোলাহল মুখর লণ্ডন থেকে পাড়ি দিয়েছিলাম ট্রানসিলভ্যানিয়ার পার্বত্য রাজ্য কারপেথিয়ানে। ৩১ মে ড্রাকুলা দুর্গের কাছে বিসট্রিজে পৌঁছলাম।
GOLDEN KRONE INN
হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি জোনাথন হারকার
আপনি কি ইংরেজ?
স্বাগতম! কাউন্ট ড্রাকুলা আপনাকে সাহায্য করবার নির্দেশ দিয়েছেন।
পরদিন সকালে যাত্রা শুরুর আগে আশ্রয়দাতারা আমাকে নিবৃত্ত করতে চাইছিলেন আমার যাত্রাপথ থেকে।
মাঝরাতে ভূতেরা ওখানে জেগেওঠে!
১


যখন বললাম আমি নিরুপায়, ব্যবসার খাতিরে যেতেই হবে, তখন বৃদ্ধা তাঁর গলার ক্রুশ খুলে আমাকে দিলেন
তোমার মায়ের দিব্যি বাছা, এটা পরে থেকো।
কারপেথিয়ান শৈলরাজির প্রচলিত বিদ্ঘুটে কুসংস্কার আমি আগেই জেনেছিলাম, তাই তাঁদের কথায় গুরুত্ব দিলাম না।
বর্গো গিরিপথে পৌঁছতে রাত্রি হয়ে গেল। এখানেই কাউন্ট ড্রাকুলার নিজস্ব গাড়ী থাকার কথা।
কাউন্টের গাড়ী দেখেই যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। আমি শুধু এই ভেবে আনন্দিত হচ্ছিলাম যে আমার সুদীর্ঘ যাত্রাপথ শেষ হতে চলেছে।
ভ্যাম্পায়ার! ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন!
আপনিই কি মিঃ হারকার? কাউন্ট আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।
আমি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। একদল ক্রুদ্ধ নেকড়ে গাড়ীটাকে ঘিরে ধরল। ঘোড়াগুলো ভয়ে ফুঁকরে ফুঁকড়ে উঠছিল। কোচোয়ান মাটিতে নেমে দাঁড়াল। তার পর একটা হাত আন্দোলিত করল। মুহূর্তের মধ্যে নেকড়ের দলটা হারিয়ে গেল।


আমরা এসে গেছি। নেমে পড়ুন মিঃ হারকার।
দরজায় একটা ঘন্টি কিংবা কড়া পর্যন্ত নেই, আলোই বা জ্বলছেনা কেন?... আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি?
হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দে দরজাটা খুলে গেল।
কাউন্ট ড্রাকুলা!
আমিই ড্রাকুলা। স্বাগত জানাই আমার দুর্গে।
হাতটা ইস্পাতের মতো কঠিন আর বরফের মতো শীতল!
ভেতরে চলুন। আপনি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত আর শীতার্ত।
গনগনে আগুন আর খাবার দেখে মনের ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল।
অনুগ্রহ করে খেয়ে নিন।
ধন্যবাদ। মিঃ হকিন্সের পাঠানো কাগজগুলো দেখুন।
চমৎকার! মিঃ হকিন্স লিখেছেন - আপনি আমার ইচ্ছাধীন থাকবেন।
হ্যাঁ, নিশ্চয় স্যার!
দূর হতে মুহুর্মুহু ভেসে আসছিলে নেকড়ের গর্জন।
ঐ শুনুন, রাত্রির সন্তানেরা কেমন মধুর সংগীত রচনা করে চলেছে।



আসুন, আপনার শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।
এইভাবেই আমার জীবন শুরু হল ড্রাকুলা দুর্গে। পরদিন দেখলাম প্রাতরাশ তৈরী, কিন্তু ঠাণ্ডা।
আশ্চর্য, সব কিছুই পরিপাটি, অথচ কোন চাকর নেই!
সারাদিন কোন মানুষের দেখা পেলাম না, নেকড়ের গর্জন ছাড়া অন্য কোন শব্দও পেলাম না
কাউন্ট ফিরে এলেন। এবারও কোন কর্মচারীকে দেখলাম না। অথচ ডিনার যথারীতি তৈরী। অতঃপর আমরা ড্রাকুলার জন্যে লণ্ডনে কেনা সম্পত্তি "কারফাক্স অ্যাবে" নিয়ে আলোচনায় বসলাম।
দেখুন প্রার্থনা-গৃহটা ঠিক এখানে।
চমৎকার, পুরাতন প্রার্থনা-গৃহও রয়েছে! আমরা ড্রাকুলারা কখনোই চাইনা আমাদের দেহগুলো সাধারণ মৃতদের পাশাপাশি থাকুক।
আত্তিলার রক্ত আমার শিরা-উপশিরায় বয়ে চলেছে। আমরা যুদ্ধ ভালোবাসি। বলতে পারেন আমরা রক্তপিপাসু!
বন্ধু, আপনার কর্মকর্তাকে লিখুন, আপনি আমার কাছে একমাস কাটাবেন।
আপনি চান আমি এতদিন থাকি?
আমি কোন আপত্তি বরদাস্ত করিনা। জানেন তো, আপনাকে আমার ইচ্ছাধীন থাকতে হবে!
থেকে যাওয়া ছাড়া আমি কী-ই বা আর করতে পারি? নিজের ইচ্ছেয় তো আসিনি, এসেছি ব্যবসার কাজে।
ড্রাকুলা-দুর্গে দিনগুলো কাটতে লাগলো। আমি দুর্গের অসংখ্য কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখতাম, কিন্তু মানুষের দেখা মেলেনি।

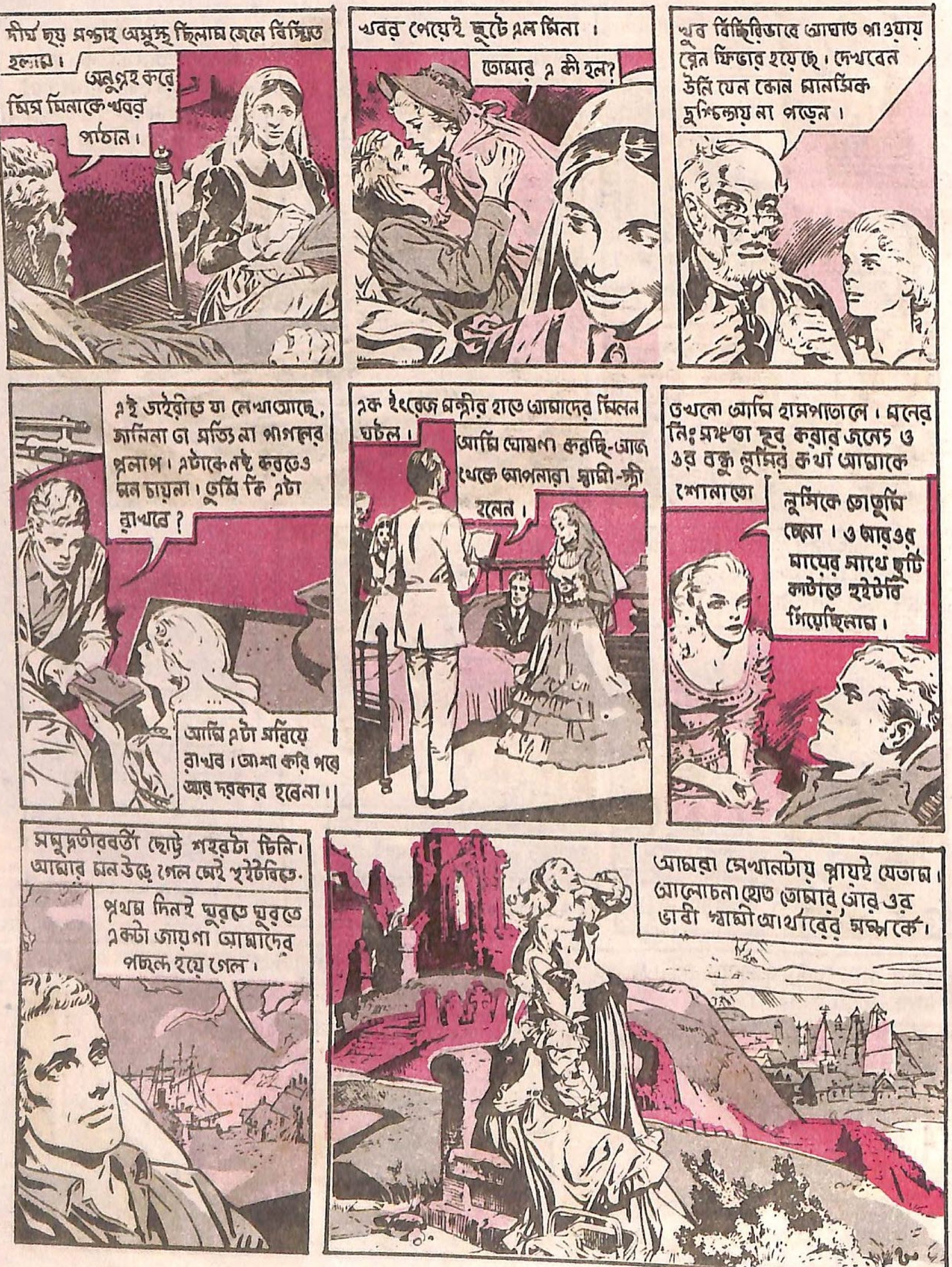


ঘুরতে ঘুরতে সর্বদা একটা বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হতাম। এ ছাড়া বাইরে যাবার কোন রাস্তা ছিলনা। আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার - এই দুর্গে কোন আয়না দেখিনি।
দাড়ি কামানোর আয়নাটা এনে ভালো করেছি।
এক সন্ধ্যায় অজান্তে ড্রাকুলা এসে দাঁড়ালেন আমার পিছনে।
শুভ সন্ধ্যা মিঃ হারকার।
কাউন্টের কোন প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখছি না কেন?
আমি কি ভয় পাইয়ে দিলাম? একি, রক্ত!
হঠাৎ কাউন্ট যেন কেমন উন্মাদ হয়ে গেলেন।
আপনার গলায় রক্ত!
এটা তো সামান্য ব্যাপার স্যার!
ক্রুশটা দেখতেই কাউন্টের অদ্ভুত উন্মত্ততা মিলিয়ে গেল।
ক্রুশ!
সাবধান হারকার, রক্ত দেখাবেন না। রক্ত এখানে বিপজ্জনক!
এই ভয়াবহ বস্তুটি রক্তপাত ঘটিয়েছে।
না না, কাউন্ট ড্রাকুলা!
সময় বয়ে চলল এই নির্জন দুঃস্বপ্নের রাজ্যে।
কাউন্ট কি উন্মাদ, না কি আমি? বাস্তবিক পক্ষে আমি তাঁর কয়েদী। বেরুবার কোন পথ নেই, যোগাযোগ নেই বাইরের পৃথিবীর সাথে। সময়ের মেয়াদ শেষ হলে কাউন্ট কি আমাকে মুক্তি দেবেন?...



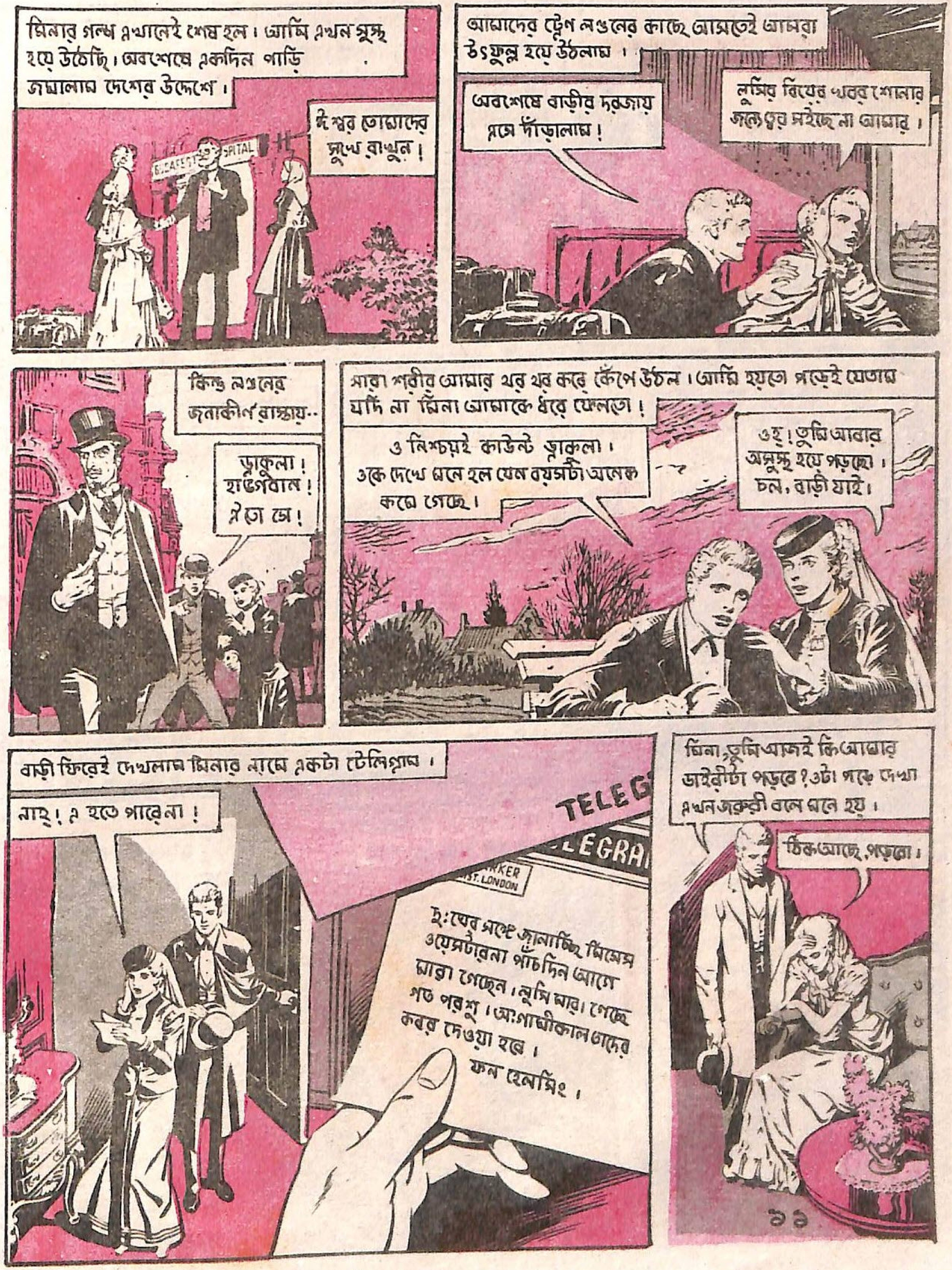
গলার ক্রুশটা সরিয়ে রাখি, তাহলে সবকিছু ভালোভাবে বুঝতে পারবো।
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম এখন আর একা নই।
ওর শরীরে যা রক্ত আছে আমাদের পক্ষে তা যথেষ্ট।
মনে হচ্ছিল কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি আমাকে নিথর করে রেখেছে। লক্ষ্য করছিলাম আশ্চর্য মহিলারা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন শূণ্যলোক হতে ...
তোদের এতো সাহস যে নিষেধ সত্ত্বেও আমার শিকারে হাত দিস?
পরদিন সকালে ..
বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করার চেয়ে কিছু একটা করা অনেক ভালো।
নিচের দিকে না তাকিয়ে খুব ধীরে ধীরে নামতে লাগলাম।
একটা সিঁড়ি, সম্ভবত এটাই আমাকে বাইরে পৌঁছে দেবে।


এই প্রার্থনা-কক্ষেই ড্রাকুলার পূর্বপুরুষদের কবর দেওয়া হয়েছিল। কিছু আগে এখানে কেউ কাজ করে গেছে।
কফিনগুলো লণ্ডনের কারফাক্স অ্যাবেতে পাঠানো হবে!
কাউন্টের মতলবটা কী?
একটা কফিনের ভিতর দেখলাম ঘুমিয়ে রয়েছেন কাউন্ট। মুহূর্তে মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই ভয়ানক রক্তপিপাসুটি যাবে ইংলণ্ডে? অসম্ভব, তা হতে দেবোনা!
কাউন্ট হঠাৎ চোখ খুলে তাকালেন। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। হাত থেকে খসে পড়ল বেলচাটা।
আহ্- আমি পারলাম না!
বেরুবার কোন পথ পেলাম না। খাড়া দেয়াল বেয়ে নামা কি সম্ভব?
পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে আমি নামছি। মুক্তি আমাকে পেতেই হবে। রক্ষা করতে হবে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে। হে ঈশ্বর, আমার সহায় হোন।
দুর্গ প্রাচীর বেয়ে নামার পর বহু দিন কেটে গেছে। আমি নিশ্চয় অবিশ্রান্ত পথে পথে হেঁটেছি। এখন কিছুই আর মনে পড়েনা। সবকিছুই কেমন যেন ঘোলাটে, কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু আনন্দের কথা ড্রাকুলার দুর্গ থেকে আমি দূরে-অনেক দূরে..
চোখ মেলে যেদিন তাকালাম-দেখি সামনে একজন নার্স। জায়গাটা অচেনা।
আমি কোথায়?
বুদাপেস্টের এক হাসপাতালে।
স্যার, আমার কী হয়েছে? এখানে আমি কেমন করে এলাম? কিছুই তো মনে করতে পারছি না!
আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। এখন কেবল আরাম করুন।


দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ অসুস্থ ছিলাম জেনে বিস্মিত হলাম।
অনুগ্রহ করে মিস মিনাকে খবর পাঠান।
খবর পেয়েই ছুটে এল মিনা ।
তোমার এ কী হল?
খুব বিচ্ছিরিভাবে আঘাত পাওয়ায় ব্রেন ফিভার হয়েছে। দেখবেন উনি যেন কোন মানসিক দুশ্চিন্তায় না পড়েন ।
এই ডাইরীতে যা লেখা আছে, জানিনা তা সত্যি না পাগলের প্রলাপ। এটাকে নষ্ট করতেও মন চায়না। তুমি কি এটা রাখবে ?
আমি এটা সরিয়ে রাখব। আশা করি পরে আর দরকার হবেনা।
এক ইংরেজ মন্ত্রীর হাতে আমাদের মিলন ঘটল।
আমি ঘোষণা করছি-আজ থেকে আপনারা স্বামী-স্ত্রী হলেন ।
তখনো আমি হাসপাতালে। মনের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে ও ওর বন্ধু লুসির কথা আমাকে শোনাতো
লুসিকে তো তুমি জেনো। ও আর ওর মায়ের সাথে ছুটি কাটাতে হুইটবি গিয়েছিলাম।
সমুদ্রতীরবর্তী ছোট্ট শহরটা চিনি। আমার মন উড়ে গেল সেই হুইটবিতে.
প্রথম দিনই ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গা আমাদের পছন্দ হয়ে গেল।
আমরা সেখানটায় প্রায়ই যেতাম। আলোচনা হোত তোমার, আর ওর ভাবী স্বামী আর্থারের সম্পর্কে।


লুসি ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়াতো...
লুসির মা রাত্রে ভালো করে দরজা বন্ধ রাখতে বলতেন।
আমার ভীষণ ভয় করে। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়!
ইতিমধ্যে অনেকগুলো সপ্তাহ পার হয়ে গেল। এখন আমি অনেকটা ভালো। একটু আধটু হাঁটাহাঁটি করতে পারি। মিনা তার বন্ধুর কথা বলে যেতে থাকে...
একদিন রাত্রে –
এ কী! লুসি কোথায়? দরজার চাবিটাও দেখছি নেই!
লুসির গরম পোষাকগুলো সবই এখানে। দরজাটা খোলা!
ঠাণ্ডায় জমে যাবে বেচারা! এখনি তাকে খুঁজে বার করতে হবে।
অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় সে? আরে, ঐ তো--
কিন্তু ওর পিছনে ওটা কী? একটা ছায়ামূর্তির মতন!


দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।
লুসি তখনো ঘুমিয়ে।
সাথে আনা কম্বলটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে গলার কাছে একটা পিন এঁটে দিলাম।
মিনা, আমি কোথায়?
চুপ কর। বাড়ী চল।
পরদিন সকালে ওর গলায় দুটো লাল ফুটকি দেখতে পেলাম।
আরে লুসি, তোর গলা! কী মুশকিল, আমি বোধহয় পিন দিয়ে কাল ফুঁড়ে ফেলেছি!
দূর, এ কিছু না! আমি বুঝতেই পারছি না।
পরদিন রাত্রে--
জানলা! ঐ জানলা!
ঘুমের ঘোরে কথা বলছে।
জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম একটা বিরাট বাদুড়।
পরদিন আমাদের দুজনের নামে দুটো চিঠি এল।
আর্থার চিঠি পাঠিয়েছে। ও খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায়।
তোমার চিঠিও এসে গেছে ---
শুনে সুখী হলাম খুব।
আহ, বেচারা অসুস্থ! মিঃ হকিন্স ওর কাছে আমাকে পৌঁছে দেবেন।


মিনার গল্প এখানেই শেষ হল। আমি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। অবশেষে একদিন পাড়ি জমালাম দেশের উদ্দেশে।
ঈশ্বর তোমাদের সুখে রাখুন।
BUDAPEST
SPITAL
আমাদের ট্রেণ লণ্ডনের কাছে আসতেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।
অবশেষে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম!
লুসির বিয়ের খবর শোনার জন্যে তর সইছে না আমার।
কিন্তু লণ্ডনের জনাকীর্ণ রাস্তায়…
ড্রাকুলা! হাউণ্ডবান! এতো সে!
সারা শরীর আমার থর থর করে কেঁপে উঠল। আমি হয়তো পড়েই যেতাম যদি না মিনা আমাকে ধরে ফেলতো!
ও নিশ্চয়ই কাউন্ট ড্রাকুলা। ওকে দেখে মনে হল যেন বয়সটা অনেক কমে গেছে।
ওহ্! তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছো। চল, বাড়ী যাই।
বাড়ী ফিরেই দেখলাম মিনার নামে একটা টেলিগ্রাম।
নাহ্! এ হতে পারেনা!
TELEG
LEGRA
KER
ST. LONDON
দু:খের সঙ্গে জানাচ্ছি, মিসেস ওয়েস্টারনা পাঁচদিন আগে মারা গেছেন। লুসি মারা গেছে গত পরশু। আগামীকাল তাদের কবর দেওয়া হবে।
ফন হেলসিং।
মিনা, তুমি আজই কি আমার ডাইরীটা পড়বে? ওটা পড়ে দেখা এখন জরুরী বলে মনে হয়।
ঠিক আছে, পড়বো।


ডাইরীর পাতায় পাতায় কী শিহরণ জাগানো বর্ণনা !
বেচারা জোনাথনকে কতো যন্ত্রণাই না সহ্য করতে হয়েছে। ড্রাকুলা যদি সত্যি হয় !
ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখা যাচ্ছে। সুবিশাল বাদুড়, নেকড়ের ডাক--
কেউ যদি আমাদের সাহায্য করতে পারতো ! কিন্তু কে বিশ্বাস করবে যে জোনাথন পাগল নয় ?
সেই মুহূর্তে মিনা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেল ।
ফন হেলসিং - লুসির ডাক্তার । লুসিকে লেখা আমাদের ঘটনাগুলো উনি পড়েছেন।
উনি এখানে আসতে চান। জয় ভগবান ! এবার একটা উপায় হবে ।
সেই দিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এলেন ।
ডাঃ হেলসিং, ইনি আমার স্বামী মিঃ জোনাথন হারকার ।
শুভ সন্ধ্যা ।
আমরা লুসি ওয়েস্টারনার আশ্চর্য রোগ এবং মৃত্যুর কথা জানতে পারলাম ।
ডাঃ সিওয়ার্ড যখন লুসিকে সুস্থ করতে পারলেন না তখন আমস্টারডাম থেকে আমাকে ডেকে পাঠালেন।
রক্তের অভাবে লুসি মারা যেতে বসেছে । এই মুহূর্তে ওকে রক্ত দিতে হতে পারে ডাঃ সিওয়ার্ড ।
অসুবিধে হবেনা ডাঃ হেলসিং । ওর ভাবী স্বামী আর্থার এখনি এসে পড়বেন ।



আর্থার হোমউড এসে গেলেন।
লুসির জন্যে আমার সব রক্ত আমি দিতে পারি ডাক্তার।
অতোটা আমাদের দরকার হবেনা।
দেখো, লুসির রঙ ফিরে আসছে!
হা ভগবান, এগুলো কীসের চিহ্ন! তবে কি...
পরের দিন ফন হেলসিং আবার এলেন।
হে ভগবান! ও বেঁচে আছে তো?
কেবল প্রাণটাই ধুকধুক করছে। রক্ত দিতে হবে।
এখনও অনেকটা সুস্থ এবার নতুন কিছু করতে হবে।
একি! রসুনের মালা? মজা করছেন নাকি?
না, এটা দরকার।
মালাটা খুলোনা, জানলাটাও বন্ধ রাখবে।


ঠিক আছিস তো মা?
হ্যাঁ মা, তুমি বরং আমার কাছেই থাকো।
কী ভয়ংকর! একটা নেকড়ে - জানলার কাচ ভেঙে ভিতরে ঢুকছে!
ভয় নেই মা, রসুনের মালা ওকে আটকেছে।
মায়ের ভয় তবু গেলনা তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। হাতের টানে মালাটা ছিঁড়ে গেল।
সর্বনাশ! মায়ের হার্ট দুর্বল। এখন উপায়?
শান্ত হও মা ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।
পরিচারিকারা আশা করি সাহায্য করবে।
একী! এরা যে সব ঘুমোচ্ছেন। মনে হচ্ছে ওষুধের ঘোরে রয়েছে।
হা ভগবান, মা নেই! এ কী সর্বনাশ হল! নেকড়েটা বাইরে গর্জন করছে। আমি কী করবো? মনে হয় ঘরই এখন নিরাপদ।
পরদিন সকালে…
সর্বনাশ! দুজনেই মারা পড়ল নাকি?
না, লুসি বেঁচে আছে। রক্ত দিতে হবে। এখুনি–
আমি কি দিতে পারি?
দিতেই হবে। যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ।

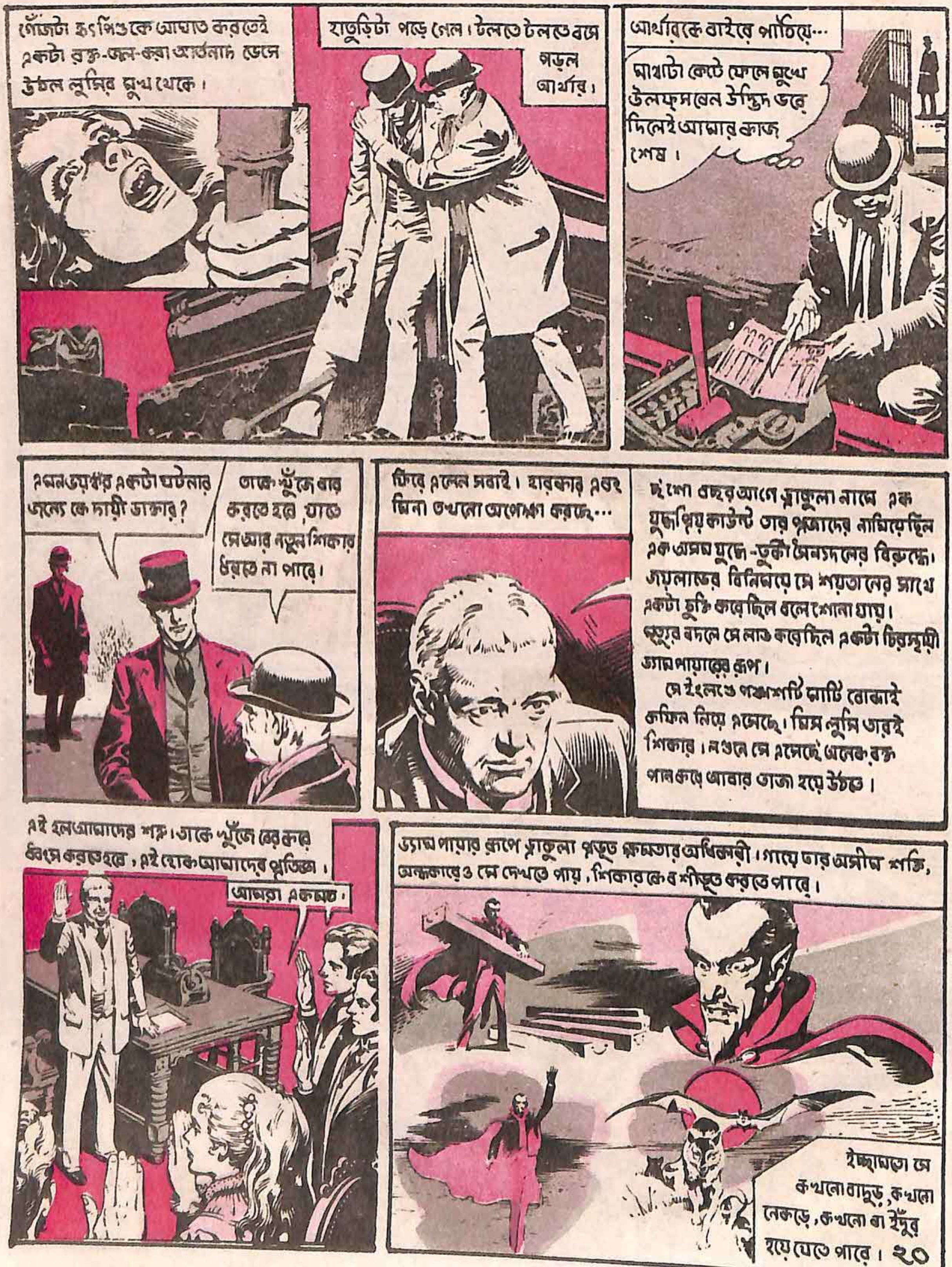

ওহ্‌-একী হচ্ছে! দাঁতগুলো তীক্ষ্ণ, চোখে মুখে ভয়াল একটা অভিব্যক্তি!
আর্থার, প্রিয় আমার! কাছে এসো।
ওহ্‌ লুসি!
খবর্দার, কাছে যেওনা!
লুসি মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তিটাও মিলিয়ে গেল।
আহ্‌-দুঃস্বপ্নের শেষ হল।
না, শেষ নয়, এখানেই শুরু।
কী বলতে চান ডাক্তার?
চলন্ত মরদেহের জীবন থেকে ওকে রক্ষা করতে হবে। মাথা আর হৃৎপিণ্ডটা কেটে ফেলতে হবে।
না, দয়া করে ওকে কাটবেন না ডাক্তার!
লুসি আমাদেরও প্রিয়, কেন বুঝতে পারছো না?
তবু আশা করবো তোমার মত নিশ্চয়ই বদলাবে।


ডাঃ হেলসিং থামলেন। সব শুনে মিনা আর আমি মর্মাহত হলাম।
হায়, অভাগিনী লুসি!
আমার কিন্তু আর সময় হবেনা, আজই চলে যেতে হবে।
কেন, নতুন কিছু কি ঘটেছে ডাক্তার?
হ্যাঁ। তোমরা কি কাগজে পড়নি – কয়েকটা বাচ্চার অন্তর্ধান ঘটেছিল। রাতে। অথচ সবাই তারা ঘরের মধ্যে ঘুমোচ্ছিল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।
ওই যারা বলেছে যে তাদের প্রলুব্ধ করে নিয়ে গিয়েছিল একজন মহিলা?
এরাও কি লুসির মতো কোনও ভ্যামপায়ারের শিকার?
হতে পারে, কারণ সবকটি বাচ্চার গলাতেই দুটি ছোট ছোট ক্ষতচিহ্ন দেখা গেছে।
ক্ষতচিহ্ন! লুসির মতো?
কী ভয়ানক!
সেই কারণেই তো আমি তোমাদের কাছে এসেছি। আশা করি তোমাদের সাহায্য আমি পাবো।
কিন্তু আমরা কী করতে পারি ডাক্তার?
এখনো সঠিক জানিনা, তবে জানতে হবে। মিসেস মিনার কাছ থেকে লুসির ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়ানোর ঘটনাগুলো জানতে চাই। আর পেতে চাই মিঃ হারকারের ডাইরীটা।
ডাইরি নিয়ে চলে গেলেন তিনি। বলে গেলেন – খুব তাড়াতাড়িই খবর পাঠাবেন। উদ্বেগ নিয়ে আমরা অপেক্ষা করে রইলাম।


পরের দিনই তাঁর চিঠি এলো ।
উনি তোমার সাহসেরও প্রশংসা করেছেন। আজ রাতে ডা: সিওয়ার্ডের কাছে আমাদের যেতে লিখেছেন উনি। ওখানেই বোধহয় সবকিছু খুলে বলবেন।
আনন্দের কথা, উনি লিখেছেন আমি পাগল হইনি।
আমারও তাই মনে হয় মিনা, কিন্তু তার পর ?
কারফাক্স অ্যাবে ? এই জায়গাটাই তো কেনা হয়েছিল ড্রাকুলার জন্যে। সর্বনাশ, বাড়ীটা তো দেখছি ডা: সিওয়ার্ডের বাড়ীর পাশেই!
সেই রাতে আমি একটা বিস্ময়কর জিনিষ আবিষ্কার করলাম।
ওঁরা এখন কেউ নেই। আপনাদের অপেক্ষা করতে বলে গেছেন ডা: সিওয়ার্ড।
ঈশ্বরের দোহাই, এ কোথায় আমাদের নিয়ে এলেন ?
বিচলিত হয়োনা আর্থার, এখনি দেখতে পাবে।
আমরা এখন লুসির কবরের সামনে। আর্থার, তুমি কি তোমার চাবি দিয়ে এটা খুলবে ?
দোহাই ডাক্তার, এমন অনুরোধ করবেন না। এটা ধর্মসম্মত নয়।
১৭


আমি এখানে এসেছি একটি নিষ্পাপ মেয়েকে উদ্ধার করতে। আমি ও ওকে স্নেহ করতাম।
কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা!
না, কফিনটা খুলবেন না!
LUCY WEST
উপায় নেই আর্থার, এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।
হা ঈশ্বর, এটা যে খালি!
ও এখন হেঁটে বেড়াচ্ছে।
এখন উপায়?
তখন গভীর রাত...
ফন হেলসিং সঙ্গীদের নিয়ে লুসির সমাধির কাছেই লুকিয়ে রইলেন।
চুপ, ঐ আসছে!
একটা ভ্যাম্পায়ারের মতো লুসি বাচ্চাটার রক্ত শুষতে আরম্ভ করল।
হা ভগবান! লুসি!
কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাল লুসি-
কার এতো সাহস আমাকে থামায়?
আর্থারকে দেখেই লুসির রাগ মিষ্টি হাসিতে পরিবর্তিত হল।
লুসি!
সাবধান আর্থার, ও যেন তোমাকে স্পর্শ না করে।


ঈশ্বর,
সহায় হোন!
ঐ ফিরে যাচ্ছে ওর কফিনে।
স্যার, এবার কী?
সিওয়ার্ড, বাচ্চাটাকে রক্ষা কর। আর্থার,
তুমি আমার সাথে এসো।
কেমন করে লুসী এমন
শয়তানী হল ডাক্তার?
ভ্যামপায়ারের দংশনে লুসির
মৃত্যু হয়েছিল। এভাবে যারা
মরে তারা সকলেই
ভ্যামপায়ার হয়ে যায়।
চিরকাল তাদের দেহটা রক্তের অন্বেষণে
ঘুরে বেড়ায়।
যে বাচ্চাগুলোর রক্ত লুসি খেয়েছে, তাদের অবস্থা এখনও
মারাত্মক হয়নি। কিন্তু আর
কিছুদিন এভাবে চললে ওরা
মারা যাবে, তারপর হয়ে
উঠবে এক একটা
ভ্যামপায়ার।
কিন্তু আমি যা বলি
তা যদি করো তবে
লুসি মুক্তি পাবে।
বাচ্চাগুলোও
বেঁচে যাবে।
আপনি বলুন,
আমি করবো।
তাহলে এইগোঁজটা
ওর হৃৎপিণ্ডে
এখনি বিঁধিয়ে
দাও আর্থার!


গোঁজটা হৃৎপিণ্ডকে আঘাত করতেই একটা রক্ত-জল-করা আর্তনাদ ভেসে উঠল লুসির মুখ থেকে।
হাতুড়িটা পড়ে গেল। টলতে টলতে বসে পড়ল আর্থার।
আর্থারকে বাইরে পাঠিয়ে…
মাথাটা কেটে ফেলে মুখে উলফ্‌সবেন উদ্ভিদ ভরে দিলেই আমার কাজ শেষ।
এমন ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার জন্যে কে দায়ী ডাক্তার?
তাকে খুঁজে বার করতে হবে, যাতে সে আর নতুন শিকার ধরতে না পারে।
ফিরে এলেন সবাই। হারকার এবং মিনা তখনো অপেক্ষা করছে…
চারশো বছর আগে ড্রাকুলা নামে এক যুদ্ধপ্রিয় কাউন্ট তার প্রজাদের নামিয়েছিল এক অসম যুদ্ধে—তুর্কী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে। জয়লাভের বিনিময়ে সে শয়তানের সাথে একটা চুক্তি করেছিল বলে শোনা যায়। মৃত্যুর বদলে সে লাভ করেছিল একটা চিরস্থায়ী ভ্যামপায়ারের রূপ।
সে ইংলণ্ডে পঞ্চাশটি মাটি বোঝাই কফিন নিয়ে এসেছে। মিস লুসি তারই শিকার। লণ্ডনে সে এসেছে অনেক রক্ত পান করে আবার তাজা হয়ে উঠতে।
এই হল আমাদের শত্রু। তাকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে, এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।
আমরা একমত।
ভ্যামপায়ার রূপে ড্রাকুলা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। গায়ে তার অসীম শক্তি, অন্ধকারেও সে দেখতে পায়, শিকারকে বশীভূত করতে পারে।
ইচ্ছামতো সে কখনো বাদুড়, কখনো নেকড়ে, কখনো বা ইঁদুর হয়ে যেতে পারে।


কিন্তু তা কেবল দুপুরে, সূর্যোদয়ে এবং সূর্যাস্তের সময়। পবিত্র ক্রুশ, রসুন এবং উলফ্সবেনের সামনে তার শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে আসে। আর হৃৎপিণ্ডটাকে বিদ্ধ করে যদি শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে দেওয়া যায়, তবে সে শেষ - চিরকালের মতো। দিনের আলোয় সে দুর্বল। তাই তার লুকোনোর মতো একটা জায়গা কোথাও আছে। তার সেই পঞ্চাশটা কফিন খুঁজে বের করে যদি সেগুলো তার বাসের অযোগ্য করে দেওয়া যায়, তখন সে কোথায় লুকোবে?
DRACULA
অফিস থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল।
কারফাক্স অ্যাবে-তে পঞ্চাশটা কফিন পাঠানো হয়েছিল। পরে সেখান থেকে কিছু সরানো হয়েছে।
ভালো কথা, কালই কাজ শুরু করতে হবে। এখন ঘুমিয়ে নাও সব।
আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম, কিন্তু মিনা তখনো ঘুমোয়নি।
কে! কে ওখানে?
চুপ! এতটুকু শব্দ করেছো কি তোমার চোখের সামনেই জোনাথনকে শেষ করে দেবো।
মিনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। অনুভব করল - কাউন্টের ঠোঁট গুলো ওর গলার উপর চেপে বসছে।...এবং দাঁত...


মিনার আর্তনাদ আমাদের সচকিত করল—
এ তো ড্রাকুলা!
পরদিন সকালে —
পিকাডেলি হাউসের কফিনগুলো শেষ করেছি।
বারমণ্ড সে-র গুলোও শেষ।
এবার তাড়াতাড়ি চলো কারফাক্স অ্যাবে-তে।
কয়েক গোছা উলফ্‌সবেন এবং একটা করে ক্রুশ—এই দিয়ে আমরা সব কটা কফিনই ভ্যামপায়ারের বাসের অযোগ্য করে দিলাম।
১৫টা কফিন পিকাডেলি হাউসে, ১৬টা বারমণ্ড সে-তে, ১৮টা এখানে, বাকী ১টা কোথায়?
চিন্তার কারণ নেই, মিনা হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারে।
মিনাকে দেখে চমকে উঠলাম আমি।
আমার গলায় শয়তানের চিহ্ন। ড্রাকুলা আমার মনটাকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমাদের সব পরিকল্পনা জেনে নেবার জন্যে। শোনা যন, প্রিয় আমার, তোমাদের কোন ক্ষতি করার আগেই আমি মরে যেতে চাই!
না মিনা, মেয়ে আমার, তা হয় না। ড্রাকুলা এখনো জীবিত। মারা গেলে তুমিও ভ্যামপায়ার হয়ে যাবে। বরং বেঁচে থেকে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।
তোমার মনে তার ছাপ রয়েছে। তোমাকে সম্মোহন করে ড্রাকুলার গতিবিধি আমি জেনে নিতে পারবো।...
ঘুমোও, ঘুমোও... অনুভব করো- তুমি কোথায়?
ঘুরঘুট্টি অন্ধকার! আমি ঢাকা রয়েছি...


চারপাশে জলের গর্জন, শিকলের ঘড়ঘড় শব্দ...
তুমি কি কোন জাহাজে?
হ্যাঁ, তাই।
ড্রাকুলা জাহাজ করে পালাচ্ছে। ওকে থামাতেই হবে। দুর্গের ভিতর ঢুকে গেলে সে কয়েক শতাব্দীর জন্যে নিশ্চিন্ত।
রুদ্ধশ্বাস অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। পদে পদে বাধা। কিছু ট্রেন সময়ে পেলাম না, নৌকার ইঞ্জিন থেমে গেল, গাড়ীর চাকা খুলে পড়ল...
সব বাধা জয় করে আমরা আগালাম।
লক্ষ্যস্থলে যখন পৌঁছলাম, তখন দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।
জিপসিগুলোকে থামাও। কফিনটা ওরাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
খানিক দূরেই ড্রাকুলার দুর্গ। জিপসিগুলো গাড়ী থেকে কফিনটা নামাচ্ছে। ওরা নিরস্ত্র। আমরা বন্দুক হাতে সামনে দাঁড়ালাম।
থামো, না হলে গুলী চালাবো!
ফাঁকা আওয়াজ করুন। ওরা ভয় পাবে।


আর্থার, জোনাথন, তাড়াতাড়ি এসো। সূর্য প্রায় ডুবে গেছে।
বন্দুক দেখে কফিন ফেলে জিপসিরা পালালো।
ড্রাকুলা জেগে উঠছে। সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে। তার শক্তি ফিরে পেতে আর কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত...
আর্থার আর আমি ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।
এটা লুসির জন্যে!
এটা মিনার জন্যে!
এটা সমগ্র মানবজাতির জন্যে!
চোখের সামনে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ড্রাকুলার দেহটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় পরিণত হল।
মিনার গলার দাগগুলোও তখনি অদৃশ্য হয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা দুর্গে ঢুকলাম। ফন হেলসিংয়ের নির্দেশমত সেই রক্তচোষা মেয়েগুলোকেও উদ্ধার করা হল।
আমাদের এই ভয়ঙ্কর কাজটির সমাপ্তি ঘটল ড্রাকুলা দুর্গেই, যেখানে একদা এর শুরু। যে ঘটনাটা বললাম, এটা ঘটে গেছে প্রায় সাত বছর আগে। শ্রদ্ধেয় ফন হেলসিং, যিনি আমাদের তুলে এনেছেন দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে, এখন তিনি আমাদের সন্তানের ধর্মপিতা এবং আমাদের সুখ-শান্তির অংশীদার।
শেষ

বিশ্বসাহিত্য চিত্রকথা
একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের সাড়া-জাগানো উপন্যাসের সার্থক চিত্ররূপ এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। কাহিনীর সার্থক চিত্রায়ণ এবং চিত্রনাট্যের জীবন্ত বর্ণনা পাঠকদের দেবে মূল রচনা পাঠের দুর্লভ অভিজ্ঞতা। যে-কোনো বয়সের পাঠকের চোখের সামনে রচনার স্থান কাল পাত্র প্রকৃতি রঙিন চলচ্চিত্রের মতো প্রতিভাত হবে। এরকমেরই ১০টি বিশ্বশ্রেষ্ঠ কাহিনীর চিত্ররূপ এই প্রথম পর্যায়ের 'কমিকস অমনিবাস'। পরের পর প্রকাশিত হতে থাকবে আরও ১০টি করে কাহিনীর ঘনবদ্ধ চিত্ররূপ।

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ | কলিকাতা-৭৩